NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ রামাবতার শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বলছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সিটির ৮

কলকাতা ১৭ মার্চ ২০২৪ ৩ চৈত্র ১৪৩০ রবিবার সপ্তদশ বর্ষ ২৭৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 17.3.2024, Vol.17, Issue No. 275, 8 Pages, Price 3.00

বাজল ২০২৪ লোকসভা ভোটের দামামা, দেশজুড়ে ৭ দফায় ভোট

শুরু ১৯ এপ্রিল ● ভোটগণনা ৪ জুন ● রাজ্যে ৭ দফা

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ: প্রতীক্ষার অবসান। দেশের ১৮তম লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করলো কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন। শনিবার দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠক করে লোকসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করল কমিশনের ফুল বেঞ্চ। লোকসভা নির্বাচন সাত দফায় হবে। ১৯ এপ্রিল ভোট শুরু হবে। ৪ জুন হবে ভোটগণনা। রাজীব জানান, বিহার, গুজরাত, মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ, কর্নাটক, তামিলনাড়ুতে উপনির্বাচন হবে। লোকসভার সঙ্গেই সেই উপনির্বাচন হবে। সিকিম, ওডিশা, অরুণাচল প্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ; চার রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন হবে লোকসভার সঙ্গে। রাজীব জানান, প্রথম দফায় ২১ রাজ্যে ভোট হবে। দ্বিতীয় দফার ভোট হবে ২৬ এপ্রিল। তৃতীয় দফার ভোট হবে ৭ মে। চতুর্থ দফার ভোট হবে ১৩ মে। পঞ্চম দফার ভোট হবে ২০ মে। ষষ্ঠ দফার ভোট হবে ২৫ মে। সপ্তম দফার ভোট হবে ১ জুন। পশ্চিমবঙ্গে ভোট হবে সাত দফাতেই। পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি বিহার এবং উত্তরপ্রদেশে সাত দফায় ভোট হবে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার দিন জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে দেশে প্রায় ৯৬.৮০ কোটি ভোটার রয়েছেন। নতুন ভোটার প্রায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ। যুব ভোটারের (২০-২৯ বছর বয়সি) সংখ্যা ১৯.৭৪ কোটি। এবার ৮৫ বছরের বেশি বয়সি ভোটারের সংখ্যা ৮২ লক্ষ। মোট পুরুষ ভোটার ৪৯.৭০ কোটি। এ বছর মহিলা ভোটার ৪৭.১০ কোটি। তৃতীয় লিঙ্গ বা ট্রান্সজেন্ডার ভোটারের সংখ্যা প্রায় ৪৮ হাজার। ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ১০ লক্ষ। এ বছর নির্বাচনে ইভিম ব্যবহার হবে ৫৫ লক্ষ। সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সবরকম বন্দোবস্ত করছে নির্বাচন কমিশন। রাজীব কুমার জানিয়েছেন, ভোটে যতদূর সম্ভব কেন্দ্রীয় বাহিনী ব্যবহার করা হবে। কোনও রাজ্যেই কোনও চুক্তিভিত্তিক কর্মীকে ভোটের কাজে ব্যবহার করা যাবে না। সোশ্যাল মিডিয়া, টেলিভিশনের মাধ্যমেও নজর রাখা হবে। অ্যাপের মাধ্যমে বেনিয়মের অভিযোগ পেলে ১০০ মিনিটের মধ্যে সমাধান করা হবে।

এদিকে কমিশন ভোট ঘোষণা করে দেওয়ার অর্থ শনিবার থেকেই কার্যকর হয়ে গিয়েছে নির্বাচনী আচরণবিধি। অর্থাৎ গোটা দেশের আইনশৃঙ্খলার ভার চলে গেল নির্বাচন কমিশনের হাতে। পেটে (বড় করে)নির্বাচনী নির্ঘণ্ট ঘোষণার পর প্রথম প্রতিক্রিয়া মোদিরনয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে শনিবার লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। আর তার পরই এক্স হ্যান্ডেলে নিজের প্রতিক্রিয়া দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।শনিবার দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠক করে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার জানান, এ বছর দেশের সাধারণ নির্বাচন হবে ৭ দফায়। ভোট শুরু ১৯ প্রিল। লোকসভার ভোটগণনা ৪ জুন। অর্থাৎ এই ঘোষণার পর থেকেই শুরু হয়ে গেল আদর্শ আচরণবিধি। আর তার পরই এক্স হ্যান্ডেলে মোদি লেখেন, 'গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় উৎসবের সূচনা হয়ে গেল। লোকসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচনের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত বিজেপি-নডিএ।' আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই যোগ করেছেন, 'আমাদের দক্ষ প্রশাসন এবং সুষ্ঠ পরিষেবার মাধ্যমেই আমরা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যাব। আমার পূর্ণ আস্থা আছে যে ১৪০ কোটি পরিবারের সদস্যদের আশীর্বাদ আমরা পাব। এবং ৯৬ কোটিরও বেশি ভোটারের হাত ধরে তৃতীয়বার ক্ষমতায় ফিরব।'

চার 'ম' নিয়েই চিন্তায় নির্বাচন কমিশন

ভোট ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সতর্কতা ও নির্দেশাবলী জারি

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ: শনিবার অষ্টাদশ লোকসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করেছে কমিশন। সেই সাংবাদিক বৈঠকেই 'ফোর এম'-এর কথা বলেন তিনি। রাজীব জানিয়েছেন, মাসল (পেশিশক্তি), মানি (অর্থশক্তি), মিস ইনফরমেশন (ভুয়ো তথ্য) এবং মডেল কোড অফ কনডাক্ট (আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি)। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বলেন, 'আমরা ভোটের আগে, ভোটের সময়ে এবং ভোটের পরে রক্তস্নান চাই না। হিংসামুক্ত ভোট করানোর বিষয়ে আমরা বদ্ধপরিকর। কিন্তু আমাদের সামনে ফোর এম-এর চ্যালেঞ্জ রয়েছে। আমরা তা মোকাবিলা করব এবং দুনিয়ার বৃহত্তম গণতন্ত্রের এই উৎসবকে হিংসাহীন রাখতে কাজ করব।' রাজীব এ-ও উল্লেখ করেছেন যে, এমন অনেক রাজ্য রয়েছে, যেখানে হিংসার ঘটনা প্রতি নির্বাচনেই ঘটে। সে সব রাজ্যের ক্ষেত্রে যে কমিশন বিশেষ ভাবে নজর দিচ্ছে তা-ও শনিবার স্পষ্ট করে দিয়েছে কমিশন।

শেষ বিষয়টি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার পশ্চিমবঙ্গকে লক্ষ্য করে বলে থাকলেও থাকতে পারেন বলে অনেকে মনে করছেন। কারণ, ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের পরে বাংলায় 'সন্ত্রাস'-এর অভিযোগ উঠেছিল। এমনিতেই ভোটের সময় সন্ত্রাস পশ্চিমবঙ্গের 'ঐতিহ্য' বলে বিভিন্ন সময়ে অভিযোগ উঠেছে। সেই কারণেই পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক, ৯২০ কোম্পানি, কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। যা জম্মু-কাশ্মীরের চেয়েও বেশি।

হিংসা রোখার বিষয়ে দেশের সমস্ত জেলার পুলিশ সুপার এবং সার্বিক ভাবে প্রশাসনকে বার্তা দিয়েছে নির্বাচন সদন। নির্বাচন ঘোষণা হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সারা দেশে নির্বাচনী আচরণবিধি বলবৎ হয়ে গিয়েছে। কমিশন স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, পুলিশ প্রশাসনের যা যা করার, তা দ্রুত করে ফেলতে হবে। তার মধ্যে অন্যতম, এক জায়গায় যিনি তিন বছর বা তার বেশি সময় ধরে কাজ করছেন, তাঁকে অন্যত্র বদলি করে দিতে হবে।

এ বারের লোকসভা ভোট হবে সাত দফায়। প্রথম দফার ভোট ১৯ এপ্রিল। সপ্তম দফার ভোটগ্রহণ হবে ১ জুন। ৪ জুন ভোটগণনা। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জানিয়েছেন, ভোটে অর্থের লেনদেন রুখতেও বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। যেমন, কোনও নেতা বা নেত্রী যদি কোথাও চার্টার্ড বিমান বা চপার নিয়ে প্রচারে যান, প্রয়োজনে পুলিশ বা বাহিনী সেখানেও তল্লাশি চালাতে পারে। আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকাগুলিতে নজরদারির জন্য ড্রোন উড়বে বলেও জানিয়েছেন তিনি। তাঁর সময়ে যে যে রাজ্যে ভোট হয়েছে, সেই সময়ে নগদ অর্থ উদ্ধারের পরিসংখ্যানও দেন রাজীব। তিনি বলেন, 'আমাদের সময়ে কমিশনের কাজকে অনেক গুছিয়ে করার চেষ্টা করেছি। যে কারণে এই সময়ে আদালতও কমিশনের ভূমিকা নিয়ে বিশেষ কোনও মন্তব্য করেনি।' তাঁর দাবি, গত দু'বছরে যে যে রাজ্যে ভোট হয়েছে, সেখানে সব মিলিয়ে ৩৪০০ কোটি টাকা নগদ উদ্ধার করেছে কমিশন।

সমাজমাধ্যম বা সংবাদমাধ্যমে যাতে ভুয়ো তথ্য বা খবর না ছড়ানো হয়, সে ব্যাপারেও কড়া বার্তা দিয়েছে কমিশন। রাজীব বলেন, 'মানুষ সমাজমাধ্যম ব্যবহার করতে পারেন, রাজনৈতিক দল বা নেতাদের সমালোচনা করতে পারেন, আমাদেরও সমালোচনা করতে পারেন। কিন্তু তা যেন বস্তুনিষ্ঠ হয়। তাতে যেন ভুয়ো তথ্য না থাকে।' পাশাপাশিই, ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক কথা, ব্যক্তিগত আক্রমণ এবং ঘৃণাভাষণ নিয়েও সতর্ক করেছে কমিশন। এই সমস্ত বিষয় তদারকির জন্য সারা দেশে ২১০০ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

ইডির উপর হামলা: গ্রেপ্তার শাহজাহানের ভাই আলমগীর

আরও দু'জন সিবিআইয়ের জালে

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্দেশখালিতে ইডির উপর হামলার ঘটনায় এ বার গ্রেপ্তার হলেন শাহজাহান শেখের ভাই আলমগীরও। শনিবার সকালে সিবিআইয়ের দপ্তর নিজাম প্যালেসে হাজিরা দিয়েছিলেন আলমগীর। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আলমগীরের সঙ্গে সিবিআই দপ্তরে আরও দু'জনকে তলব করা হয়েছিল। তাঁদেরও গ্রেপ্তার করা হয়েছে।সিবিআই সূত্রে খবর, আলমগীর ছাড়াও যে দু'জন গ্রেপ্তার হয়েছেন, তাঁদের নাম মাফুজার মোল্লা এবং সিরাজুল মোল্লা। দু'জনেই সন্দেশখালির বাসিন্দা। মাফুজার সন্দেশখালি ১ ব্লকে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি। ইডির উপর হামলার ঘটনায় আগেই শাহজাহান-সহ চার জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

তাঁদের বয়ান এবং যা সব তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে, তার ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আলমগীর-সহ তিন জনকে। আদালতের নির্দেশে সন্দেশখালিতে ইডির উপর হামলার ঘটনার তদন্ত করছে সিবিআই। অন্যতম মূল অভিযুক্ত শাহজাহান এখন তাঁদেরই হেপাজতে রয়েছেন। সিবিআইয়ের দল বেশ কয়েক বার সন্দেশখালি থেকে ঘুরে এসেছে। সন্দেহভাজনদের বাড়িতে গিয়ে তল্লাশি চালিয়েছে এবং ধরিয়ে এসেছে তলবের নোটিস। শাহজাহানের ভাই আলগীরের বাড়িতেও গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় আধিকারিকেরা। সেই নোটিস অনুযায়ীই শনিবার সকালে তিনি নিজাম প্যালেসে হাজিরা দিয়েছিলেন।

ট্রেন বাতিলের জেরে চূড়ান্ত ভোগান্তিতে আমজনতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ট্রেন বাতিলের জেরে চূড়ান্ত ভোগান্তিতে সাধারণ মানুষ। শনিবার অফিস টাইমে জংশন স্টেশন আর সবকটি লাইনের সঙ্গে মেট্রোর যোগাযোগ থাকায় দমদম স্টেশনে উপচে পড়ে ভিড়। কারণ, শিয়ালদহের উত্তর শাখায় বহু লোকাল ট্রেন বাতিল। হাতেগোনা যে কটি ট্রেন চলেছে তাও নির্দিষ্ট সময়ের থেকে অনেকটাই দেরিতে। পূর্ব রেলের তরফে আগেই বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, শনিবার থেকে দমদম স্টেশনে নন-ইন্টারলকিংয়ের কাজ শুরু হয়েছে। টানা ৫২ ঘণ্টা কাজ চলার কারণে শিয়ালদহ শাখার মোট ১৪৩টি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই ট্রেন পরিষেবা সকাল থেকে বিপর্যস্ত শিয়ালদহ মেন, বনগাঁ ও হাসনাবাদ আর ডানকুনি সেকশনে। সকাল থেকেই অফিস যাওয়ার সময়ে দমদম স্টেশনে তাই যাত্রীদের ভিড় বাড়ে সময়ের তালে। শুধু তাই নয়, এর প্রভাব পড়েছে দূরপাল্লার কয়েকটি ট্রেনেও। দমদম স্টেশনের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখা হয় বেশ কয়েকটি দূর পাল্লার ট্রেনকে। ট্রেন পরিষেবার বেহাল অবস্থা দেখে বহু নিত্যযাত্রীই দমদম ক্যান্টনমেন্ট থেকে লাইন ধরে হেঁটে হেঁটে দমদম স্টেশন পর্যন্ত যান। ট্রেন বাতিল হওয়ার কারণে অফিস যেন সময়ে পৌঁছতে পারেন সে কারণে মেট্রোকেও বিকল্প হিসাবে বেছেছেন নিত্যযাত্রীদের একাংশ। ফলে শনিবার সকালে মেট্রোতেও ভিড় উপচে পড়ে। এই প্রসঙ্গে পূর্ব রেলের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, শুধু শনিবার নয়, রবিবারও অনেকগুলি লোকাল এবং এক্সপ্রেস ট্রেন বাতিল থাকবে বলে রেলের তরফে জানানো হয়েছে। শিয়ালদহ-হাবড়া, শিয়ালদহ-হাসনাবাদ, শিয়ালদহ-ডানকুনি, শিয়ালদহ-বারাসাত, শিয়ালদহ-গোবরডাঙা, শিয়ালদহ-দত্তপুকুর, শিয়ালদহ-ব্যারাকপুর, শিয়ালদহ-নৈহাটি, ব্যারাকপুর-দমদম জংশন, বিবাদী বাগ-কৃষ্ণনগর সিটি জংশন, মাঝেরহাট-মধ্যমগ্রাম, মাঝেরহাট- বারাসাত, হাসনাবাদ-মাঝেরহাট, দত্তপুকুর-মাঝেরহাট-সহ একাধিক ট্রেন বাতিল থাকছে রবিবার। এ ছাড়াও শিয়ালদহ-সিউড়ি এক্সপ্রেসও বাতিল থাকবে। পূর্ব রেলের তরফে জানানো হয়েছে, সোমবার ভোর ৪টে থেকে এই শাখায় ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হবে।

এক নজরে

পোস্টাল ব্যালটেও আনা হল পরিবর্তন

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার আর পোস্টের মাধ্যমে হবে না পোস্টাল ব্যালটের ভোটগ্রহণ পর্ব। এই ব্যবস্থায় এবার বিরাট বদল এসে গেল। এবারের লোকসভা নির্বাচনে ভোটকর্মীরা ভোট দেবেন দু'টি জায়গায়। প্রথম অপশনটি হল রিটার্নিং অফিসারের দপ্তরে গিয়ে ভোটদান। দ্বিতীয় অপশন, ভোটকর্মীদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ভোটদান। রিটার্নিং অফিসারের দপ্তরে গিয়ে ভোটকর্মীদের এই গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের নয়া প্রক্রিয়ায় ভোট দেওয়া যাবে পি মাইনাস ওয়ান ব্যবস্থায়।

রাস্তায় নামবেন রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে হুঙ্কার দিলেন রাজ্যপাল সিভি বোস। বলেন, 'নির্বাচনের দিন ঘোষণা হোক। ভোটের প্রথম দিন থেকে রাস্তায় থাকব। আমার কাছে দুটো প্রায়োরিটি। প্রথম হল হিংসা এবং দুর্নীতি বন্ধ করা। আমি তার জন্য ভ্রাম্যমাণ রাজভবন হিসেবে রাস্তায় ঘুরব। সকাল ৬টা থেকে রাস্তায় থাকব। আগেও বলেছি, রক্ত নিয়ে রাজনীতির হোলি খেলা যাবে না। আমি সর্বতোভাবে চেষ্টা করবো।'

বাংলায় ৭ দফায় ভোট, তোপ দেগেছে তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন: এরাজ্যে যাতে এক দফাতেই ভোট হয় সেজন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন জানিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। তারপরেও বাংলায় সাত দফাতেই ভোট ঘোষণা করায় কমিশনের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। কমিশন যুক্ত রাষ্ট্রীয় কাঠামো বিরোধী কাজ করেছে বলে মন্তব্য করেছেন অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তার যুক্তি, বেশি দফায় ভোট হলে সে ক্ষেত্রে ভোটারদের আগ্রহ কমে যায়। ভোটারদের ভোটদানের ক্ষেত্রে উপস্থিতি কম হবে। শুধু তাই নয়, দফা বাড়লে যার অর্থনৈতিক ক্ষমতা বেশি থাকে তিনি বাড়তি সুবিধা পান। ভোটারদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে ভোট প্রচারের সংখ্যাও বাড়বে।

চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য দাবি করেন, বিগত লোকসভা নির্বাচনে একাধিক দফায় পশ্চিমবঙ্গে ভোট হয়েছিল। এর ফলে ভোটারদের নির্বাচনে ভোটদানের উপস্থিতি অনেকটাই কমে গিয়েছিল। তাই তৃণমূল কংগ্রেস একাধিকবার এক অথবা দুই দফাতে পশ্চিমবঙ্গে ভোট করার জন্য কমিশনের কাছে আবেদন জানিয়েছিল। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের দাবি, যেখানে যেখানে এজেন্সিগুলি হানা দিয়েছে সেসব জায়গায় মানুষ বেশি পরিমাণ অর্থ দিয়ে এই বন্ড কিনেছে। তা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে। তাই বেশি দফায় নির্বাচনে হলে যেমন ভোটারদের উপস্থিতি কমে যায়, তেমনই যে রাজনৈতিক দলগুলির নির্বাচনে খরচা করার ফান্ড কম থাকে তাদের থেকে যে রাজনৈতিক দলগুলির কাছে অর্থের পুঁজির জোগান বেশি থাকে তারা বাড়তি সুবিধা পায় এবং ভোটারদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য সাংবাদিক সম্মেলনের দাবি করেন, পশ্চিমবঙ্গের সাত দফায় নির্বাচনে প্রয়োজন ছিল না হয়তো। কিন্তু তবুও নির্বাচন কমিশন বঙ্গে সাত দফায় নির্বাচন করছেন। অথচ অনেক বড় বড় রাজ্য আছে যেখানে নির্বাচন এক দফায় অথবা দু-দফাতে হবে।

সুস্থ হলেই ভোট প্রচারে দলকে নেতৃত্ব দেবেন মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আহত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পড়ে গিয়ে কপালে আঘাত পাওয়ার ঘটনায় রক্ত ঝরতেও দেখা গিয়েছে। এসএসকেএম-এ চিকিৎসাও হয় তাঁর। এই পরিস্থিতিতে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে তাঁর প্রচারে নামাকে কেন্দ্র করে শুরু হয় জল্পনা। এমন এক ঘটনার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচারে নামবেন কি না, বা নামলেও তা কবে, তা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয় দলের কর্মী সমর্থকদের একাংশের মধ্যে। এবার সেই বিষয়ে শনিবার জানিয়ে দিল দলীয় নেতৃত্ব। এই প্রসঙ্গে শনিবার কুণাল ঘোষ জানান, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিশ্চিতভাবেই একটু সুস্থ হয়ে নিয়ে প্রচারে অংশগ্রহণ করবেন। তৃণমূল কংগ্রেস শিবিরের তিনিই নেত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুস্থ হওয়ার পর কয়েকটা দিনের মধ্যেই পুরদস্তুর মানুষের সামনে ভোট প্রচারে দলকে নেতৃত্ব দেবেন।' সঙ্গে সযোজন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিশ্চিতভাবেই একটু সুস্থ হয়ে নিয়ে প্রচারে অংশগ্রহণ করবেন। তৃণমূল কংগ্রেস শিবিরের তিনিই নেত্রী।'

রাজ্যের ২ বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন লোকসভা ভোটের সঙ্গেই

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা ভোটের সঙ্গেই বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা উপনির্বাচন হবে, তা জানিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। সেইমতো রাজ্যের দুটি কেন্দ্রেও উপনির্বাচন হবে আগামী তারিখ। শনিবার দেশের লোকসভা ভোটের সূচি ঘোষণার সময়ে উপনির্বাচনের দিনক্ষণও জানালেন জাতীয় নির্বাচন কমিশনার। বাংলায় ভগবানগোলা ও বরানগর বিধানসভা কেন্দ্র দুটিতে ভোট হবে দু-দিনে। লোকসভা ভোটের সময়ে মোট ১৩ টি রাজ্যে ২৬ টি হবে উপনির্বাচন। যে রাজ্যে যেদিন ভোট, সেদিনই উপনির্বাচনও হয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার। মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলা কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক ইদ্রিশ আলি প্রয়াত হয়েছেন মাস খানেক আগে। সেই কেন্দ্রে জনপ্রতিনিধি বেছে নিয়ে হবে উপনির্বাচন। লোকসভা ভোটের তৃতীয় দফায় অর্থাৎ ৭ মে, মুর্শিদাবাদে ভোটের দিন হবে উপনির্বাচন। অন্যদিকে, বরানগরের তৃণমূল বিধায়ক তাপস রায় পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। ফলে ওই কেন্দ্রটিও বিধায়কশূন্য। সেখানে নতুন বিধায়ক পেতে উপনির্বাচনের পথে হাঁটতে হবে। সপ্তম অর্থাৎ শেষ দফায়, ১ জুন দমদম লোকসভা কেন্দ্রে ভোটের দিন বরানগরের উপনির্বাচন হবে। সারা দেশের ভোটগণনার সঙ্গেই আগামী ৪ জুন, দুই কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ভোটগণনা হবে।

বিজ্ঞপ্তি ঘোষণার পরই হাওড়া জেলা প্রশাসনের জরুরি বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: শনিবার দুপুরে দিল্লি থেকে লোকসভা ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশিত হয়েছে। আর তারপরই হাওড়া জেলা প্রশাসন থেকেও নির্বাচন সংক্রান্ত একটি সাংবাদিক বৈঠক ডাকা হয়।

ওই বৈঠকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে হাওড়া সদর ও উলুবেড়িয়া লোকসভা আসনে ভোট গ্রহণ পর্ব পর্যন্ত কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সেই বিষয়ে বিস্তারিত জানান হয়। ১৮ তম লোকসভা নির্বাচনকে সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য গোটা জেলাকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে লোকসভা ভিত্তিক তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। হাওড়া জেলার মধ্যে আছে ২৫-হাওড়া পিসি, ২৬-উলুবেড়িয়া এবং ২৭-শ্রীরামপুর তিনটি লোকসভা আসন।

হাওড়া জেলাতে পঞ্চম দফাতে তিনটি আসনেই নির্বাচন সম্পন্ন হবে। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য মনোনয়ন দাখিল করার শেষ দিন ৩ মে শুক্রবার।

প্রার্থিপদ প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ৬ মে সোমবার। ৪ জুন গোটা দেশের সঙ্গে হাওড়ার তিনটি আসনেও নির্বাচনের ফল ঘোষণা করা হবে।

জেলাতে তিনটি লোকসভা আসনের মধ্যে হাওড়া, বালি, উত্তর হাওড়া, উলুবেড়িয়া, উলুবেড়িয়া পূর্ব, উলুবেড়িয়া উত্তর, শ্রীরামপুর, জগৎবল্লভপুর, ডোমজুড়, হাওড়া মধ্য, হাওড়া দক্ষিণ, শিবপুর, সাঁকরাইল, পাঁচলা, বাগনান, আমতা, উদয়নারায়নপুর, উলুবেড়িয়া দক্ষিণ, শ্যামপুর, বিধানসভা রয়েছে।

বর্তমানে ২০১১ পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী জেলার মোট বাসিন্দা ৪৮ লক্ষ ৫০ হাজার ২৯ জন। ২০২৪ সালে অনুমানিক জনসংখ্যা ৫৪ লক্ষ ৩৫ হাজার ৮৮৩ জন। জেলার মোট ভোটার সংখ্যা ৪১ লক্ষ ১৬ হাজার ৩৩১ জন, যার মধ্যে পুরুষ ২১ লক্ষ ১ হাজার ৭৬৫ জন ও মহিলা ২০ লক্ষ ১৪ হাজার ৪৪৬ জন রয়েছে।

৮৫ উর্ধ ভোটার সংখ্যা ৩০ হাজার ৭৫১ জন। জেলায় নতুন ভোটার সংখ্যা ৭৯ হাজার ৮৩৭ জন। মোট ভোটকেন্দ্র জেলাতে ৪৩৯৫ টি, যার মধ্যে সদরে আছে ১৪২৮, গ্রামীনে ২৯৬৭ টি।

বাংলাকে আরও ভালো করে চিনতে শনিবার সকালে গঙ্গা পেরিয়ে টোটোয় চেপে একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে হাজির হলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। হাওড়া প্রশাসন সূত্রে খবর, রাজ্যপালের সফর নিয়ে তাদের কাছে আগাম কোনও খবরই ছিল না। স্থানীয় সূত্রে খবর, লঞ্চে চেপে প্রথমে রামকৃষ্ণপুর ঘাটে আসেন তিনি। সেখান থেকে টোটো চেপে পৌনে ১০টা নাগাদ স্কুলের গেটে পৌঁছে যান। বিভিন্ন ক্লাসে গিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গেও কথা বলেন রাজ্যপাল। রাজ্যপালের আচমকা এই সফরে বিস্মিত সকলেই।

মন্ত্রী ও বিধায়কদের ভাতা বৃদ্ধি বিলে স্বাক্ষর রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস রাজ্যের বিধায়ক, মন্ত্রীদের ভাতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিলটিকে অনুমোদন দিয়েছেন। রাজ্যপাল ওই বিলে স্বাক্ষর করেছেন বলে এক্স হ্যান্ডলে বিবৃতি দিয়ে রাজভবনের তরফে শনিবার জানানো হয়েছে।

গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে বিধানসভার অধিবেশনে রাজ্যের সমস্ত মন্ত্রী, বিধায়কদের ভাতা বাড়ানোর জন্য বিল পাশ করানো হয়েছে।

এতদিন রাজ্যপালের অনুমোদনের জন্য তা আটকে ছিল। এখন রাজ্যপাল সই করায় এপ্রিল মাস থেকেই তা কার্যকর হতে চলেছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। নতুন আইনে, বিধায়ক তথা মন্ত্রী সকলের ক্ষেত্রেই ৪০ হাজার টাকা করে বেতন বাড়ানো হল। মন্ত্রীরা বেতন হিসাবে আগে পেতেন ১১ হাজার টাকা। তা বেড়ে হল ৫১ হাজার টাকা। বিধায়কদের আগে বেতন ছিল ১০ হাজার টাকা, সেটা বেড়ে হল ৫০ হাজার। এবার থেকে মন্ত্রীরা বেতন ও অন্য ভাতা মিলিয়ে মোট পাবেন ১ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা, বিধায়করা পাবেন ১লক্ষ ২২ হাজার টাকা। ৭ মাস বাদে এই বিলে অনুমোদন দিলেন রাজ্যপাল।

পণ্য পরিবহণ বাড়ল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে চলতি আর্থিক বছরের (২০২৩-২৪) ১৫ মার্ত ২০২৪ পর্যন্ত মোট ২০০.০০১ মিলিয়ন টন পণ্য পরিবহণ করেছে। গত আর্থিক বছরের একই সময়ের তুলনায় ৩.৯৪ শতাংশ পন্য পরিবহণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই সময়ের মধ্যে, মালবাহী লোডিং থেকে রাজস্ব উৎপাদনও আগের বছরের একই সময়ে ১৭২৯৭.৬৬ কোটি টাকার তুলনায় বেড়ে ১৮১৩১.১৬ কোটি টাকা হয়েছে। অতএব, মালবাহী লোডিং থেকে আয়ও ৪.৮২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রথম দিনেই যাত্রী সংখ্যা ৭০ হাজার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গত শুক্রবার থেকে কলকাতার ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো রুটে হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা শুরু হয়েছে। প্রথম দিন থেকেই ছিল যাত্রীদের উৎসাহ। নতুন রুটে প্রথম দিনের সফরের অভিজ্ঞতা অর্জনে অসংখ্য যাত্রী ভিড় করেছিলেন।

মেট্রোর তথ্য বলছে, প্রথম দিনেই এই রুটে ৭০ হাজার মানুষ পরিষেবা নিয়েছেন। হাওড়া ময়দান মেট্রো স্টেশনে সর্বোচ্চ ছিল সেই সংখ্যা, ২৩ হাজার ৪৪৪।

এই রুটেই দেশের মধ্যে প্রথম গঙ্গার নীচ দিয়ে মেট্রো চলল। আর সেই সফরের অভিজ্ঞতা নিতেই বাড়তি উৎসাহ ছিল যাত্রীদের মধ্যে।

ইলেক্টরাল বন্ডের টাকা লুটেছে বিজেপি-তৃণমূল: সুজন চক্রবর্তী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: পানিহাটি পুরসভার বেহাল পরিষেবা নিয়ে শনিবার বিকেলে পুরসভা গেটে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দিয়েছিল বামেরা। সেই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে এদিন যোগ দিলেন দমদম কেন্দ্রের বামপ্রার্থী সুজন চক্রবর্তী। এই বিক্ষোভ কর্মসূচির মধ্য দিয়েই তিনি ভোট প্রচার শুরু করে দিলেন। বামপ্রার্থী সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'ইলেক্টরাল বন্ডের টাকা সবচেয়ে বেশি গিয়েছে বিজেপির কাছে। দেশের মধ্যে দ্বিতীয় সবচেয়ে বেশি গিয়েছে তৃণমূলের কাছে। ইলেক্টরাল বন্ড মারফত টাকা লুটেছে তৃণমূল আর বিজেপি। বাংলায় সাত দফা নির্বাচন নিয়ে দমদম কেন্দ্রের বামপ্রার্থী বলেন, 'নির্বাচন সাত দফায় হবে না ১৭ দফায় হবে, সটা বড় কথা নয়। কত কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে, সেটাও বড় বিষয় নয়। নির্বাচন কমিশনের কাজ মানুষ যাতে ভোট দিতে পারেন, সেটা সুনিশ্চিত

করা।' অবস্থান বিক্ষোভে যোগ দিয়ে সুজন বাবুর দাবি, পানিহাটি পুরসভার হাল খুব খারাপ। গ্রাম পঞ্চায়েতগুলোর হালও খারাপ। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থাও ভালো নয়। সুজন বাবুর কটাক্ষ, খুব ভালো অবস্থা তৃণমূল নেতাদের। তাঁদের বাড়িতে গেলে দেখা যাবে উন্নয়ন নেচে বেড়াচ্ছে।

হাজরা মোড়ে 'যুব আড্ডা'-র মঞ্চ থেকে বিজেওয়াইএম রাজ্য সভাপতি ডঃ ইন্দ্রনীল খান এবং বিজেওয়াইএম কার্যকর্তাদের গ্রেপ্তার করেছে কলকাতা পুলিশ।

টোটো চাপা পড়ে মৃত্যু, এলাকাতে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: টোটোর নীচে চাপা পড়ে এক স্কুল ছাত্রীর মৃত্যু হল। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শনিবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে হাওড়ার ডোমজুড় ব্লকের বিপন্ন পাড়া এলাকা। দুর্ঘটনাটি ঘটে ডোমজুড় ব্লকের বিপন্ন পাড়া ভান্ডারদহ এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে খবর তৃতীয় শ্রেণির ওই ছাত্রী মৃত্যুর ঘটনা চাউর হতেই ক্ষিপ্ত জনতা ঘাতক টোটো জ্বালিয়ে দেয়। শনিবার

ওই স্কুল ছাত্রী স্কুলে যাওয়ার সময় রাস্তা দিয়ে মাল বোঝাই একটি টোটো উল্টে পড়ে যায় ওই ছাত্রীর ওপর।

তাকে উদ্ধার করে ডোমজুড় ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে চিকিৎসকরা শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনায় ক্ষিপ্ত জনতা টোটো গাড়িটিকে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে ডোমজুড় থানা পুলিশ।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০১/০৩/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ১৫৪৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Mangal Kumar Ram S/o. Srikrishan Ram R/o. Kanagar Ashram Math, Naldanga, Chinsurah, Hooghly-712123, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে আমার পিতা Srikrishan Ram ও Sri Kisun Ram S/o. Ram Pukar Ram সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৬/০৩/২৪ নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে ৮৪৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Biswajit Das ও Biswajit Malik উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল
৯৮৩১৯১৯৭৯১
৯৩৩১০৫৯০৬০
৯০০৭২৯৯৩৫৩
৯৮৭৪০ ৯২২২০

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৭ ই মার্চ, ৩ রা চৈত্র। রবি বার, অষ্টমী তিথি। জন্মে বৃষ রাশি। অষ্টোত্তরী রবি র মহাদশা কাল ও বিংশোত্তোরী মঙ্গল র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : শুভ। বাণিজ্যে অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। লৌহ মেশিনারি বা ইমারতির দ্রব্য ব্যাবসায়ীদের শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

বৃষ রাশি : শশুর বাড়ির স্বজন আত্মীয় দ্বারা ছোট ভ্রমণের সুযোগ এবং তাদের দাঁড়ায় সম্মান বৃদ্ধির যোগ। আজ বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেরোবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকবে, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতিবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং ঘিয়ে।

মিথুন রাশি : পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য হতে সতর্ক থাকুন। আজকের দিনটা ভালো হলেও খুব সতর্ক থাকা ভালো। একসাথে পড়াশুনা করতেন এরকম বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বাড়িতে তালা দেওয়ার সময় তাড়াহুড়ো করবেন না, আপনার তাড়াহুড়োর কারণে মূল্যবান দ্রব্য কিছু দিন আগে ক্ষতি হয়েছে। ঋণ নি গ্রহণ করতে পারেন। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

কর্কট রাশি : আজ ধনপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি, সম্পদপ্রাপ্তির প্রভূত সম্ভাবনা। বফন্ধু বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জলের মিস্ত্রি বাড়িতে আসলে আধার কার্ড বা পরিচয় পত্র নিতে ভুলবেন না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতিউত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : ইলেকট্রিকাল দ্রব্য এসি, টিভি ফ্রিজ কেনার জন্য মনস্থির করছিলেন আজ শুভ দিন। পরিবারের আট বছরের নিচের কোনো শিশুর দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি গ্রোভবতী মায়েরা একটু সচেতন থাকুন। বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি-ঘর, জমি সংক্রান্ত সমস্যার নি সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : সচেতনতা মূলক শান্তি। স্বামী স্ত্রী র গভীর আলোচনায় কেন তৃতীয় ব্যাক্তিকে টানছেন? লিভার, তলপেট, গলব্লাডার, নিয়ে যে সমস্যা তৈরি হয়েছিল তার থেকে মুক্তি। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা শুভ। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আজ ক্ষতি। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : বিষয় আসায় বিশেষ করে মৃত পিতার সম্প্রতি বা মৃত দাদুর সম্পত্তি থেকে আয় বৃদ্ধির নতুন পথ দেখা যাবে। আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি, ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বৃদ্ধি। স্বজন-পরিজন থেকেও না থাকার মতন। একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : মনে এক আর মুখে এক, এই করলে বিপদ। প্রাণের বন্ধু আপনি যাকে ভাবতেন তিনি আপনাকে কেন এড়িয়ে চলছে? এক প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা ক্ষতির আশংকা। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ-বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে দুঃখ প্রাপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নিজ নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি থেকে লাভ প্রপ্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সং শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : কিছু শুভ। যাকে এতদিন শত্রু মনে করতেন আজ তিনি আপনার বন্ধু রূপে বিশেষ কোনো উপকার করবে। পরিবারের নাবালক আত্মীয় দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। বাড়ির পোষ্য কুকুর বা বেড়াল থেকে সমস্যা তৈরী হবে। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর

মকর রাশি : এক প্রিয়জনের সহযোগিতায় নৈরাশ্য হতাশা কাটবে আনন্দ প্রাপ্তি। গুরুর মন্ত্র নিলেন কিন্তু পুজোপাঠ জপ-তপ এ আপনার মন নেই, তাহলে দৈব কৃপা কেমন করে পাবেন। গ্রহ স্থিতি অনুসারে বান্ধব দ্বারা বা মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : স্বজন বান্ধব সহ আনন্দ প্রাপ্তি। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। আপনার মনে সেবা মূলক ভাব ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, সমাজে কোনো শুভ কিছু করার চিন্তা আজ আপনার রাশির উপ অতীব শুভ যোগ তৈরি করছে। হঠাৎ করে অর্থ প্রাপ্তি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : সতর্ক থাকুন। আজ ছোট ঘটনা নিয়ে যদি অধৈর্য হয়ে পড়েন পরিবারে বিবাদ বিতর্ক সৃষ্টি হয় তাহলে সুখ কি করে আসবে? আজ সতর্ক বি থাকার দিন। প্রেমিক যুগল আজ কথা না রক্ষার জন্য ছোট বিবাদ বড় আকার নেবে। কোর্ট কেসে যে মামলাটি আছে আজ সেই বিষয় দুঃখ প্রাপ্তি হবে। গৌড় বর্ণের শত্রু থেকে সতর্ক থাকুন।। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

(বেলুড় মঠে শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের জন্ম উৎসব পালন।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

LEGAL NOTICE

This is to informed all concerned that my client Biswajit Das, 19/5, Rabindra Sarani, DumDum Cant. PO. Rabindranagar, Kolkata – 55 intended to purchase the Schedule below property according to the Market price. If anybody or any one have any objection whatsoever, then informed me by writing within 7 days from the publication of this notice. After the expiry of the above mentioned time limit it will be presumed that anybody have no objection in this respect.

SCHEDULE OF THE PROPERTY

Dist-Hooghly, Block- Polba-dadpur, Mouza- Purushottam Bati, J.L.No.- 70, LR. Dag No. 543, 551, 553,547, 548, 549, 555, 557,559, 550,552,554,556,526,527,562, 563,
Khatian No. 478, 751, 37,559, 560, 494, 55, 561, 562, 563, 564,601, 631, 301, 69, 639, 637, 638, 747, 786, 751, 679, 171,134, 8751,
Nature of Land- Suna,
Total Area of Land – 4.69 Acre.

Sd/-
Amit Kumar Dutta
Advocate, Kalna Court
Kalna, Dist- Purba Bardhaman
Mob : 9748308049 / 9126248579

NOTICE

DISTRICT: SOUTH 24 PARGANAS IN THE COURT OF LD.6th CIVIL JUDGE (SR. DIV) COURT AT ALIPORE.
TITLE SUIT NO. 22506 OF 2013
SL. NO. 3 OF 2020

Ratan Mohan Chaterjee trust, Having its office at 1, Queens Park, P.S Ballyguange, Kolkata:- 700019, later at 10, Mayfair Road, P.S-Ballyguange, Kolkata:- 700019 represented by the plaintiff no. 2 to 4

Sri Asish Kumar Bandopadhaya, Son of Lt. Ashok Kumar Bandopadhaya, Resi, 702, Paribar Lane, IP Extension, New Delhi: 110092

Sri Achintya Kumar Maity, Son of Late Bhaba Shankar Maity, Residing at Hiland Park, "RIDGE" 8A1-1925, Chakgaria, Kolkata:-700094

Sri Anandi Prosad Mitra Son of late Bijoy Behari Mitra, residing at, 40/2B, Raja Ram Roy Road, Kolkata :- 700008 ...Plaintiff

Versus

1. The Chief Manager Indian Bank, Gariahat Branch Having its office at 14/7, Gariahat Road, Kolkata: 700019

2. Sri Sambhunath Mitra Son of Late Joyti Prasad Mitra Residing at, Flat no.4 2nd floor, 24B Bhuban Mohan Roy Road, Kolkata : 700008

3. Smt. Joyanti Bose Tarafdar Daughter of Sanbhunath Tarafdar Residing at, Matala 9/Apartment, 776, Kabrakhali Ec Ground floor Kolkata: 700108 ...Defendants

KNOW ALL MEN that the petitioners have filed the instant Title Suit against the above stated Defendant no. 2 namely Sri Sambhunath Mitra And Defendant no.3 namely Smt. Joyanti Bose Tarafdar, suit for declaration, permanent and mandatory injunction, of the below mentioned property, whose particulars are given hereunder. That the opposite party may appear on 28/03/24... and object against the above Title Suit it within 30 days in default the Title Suit will be heard exparte.

SCHEDULE

All that the Trustee of Ratan Mohan Chatterjee Trust invested huge amount with India Bank, Gariahat Branch, Lying at 14/7 Gariahat Road, P.S Gariahat, Kolkata:- 700019, in the form of FDR and SB Account whereby Rs. 4,08,00,000/- (Rupees Four Crore Eight Lac) only as Face Value was lying deposited. Particulars of the SB Account and FDRS are as follows:-

Sl. No,1. TDR NO/TS/BTDK0581605 Date,01.10.2007 Account No. 746847914 Amount, Rs.90,00,000,00 Date Maturity of 01.09.2010
Sl. No,2. TDR NO/TS/BTDK 0581606 Date,01.10.2007 Account No. 746849036 Amount, Rs.90,00,000,00 Date Maturity of 01.09.2010
Sl. No,3. TDR NO/TS/BTDK 0581607 Date,01.10.2007 Account No. 746849081 Amount, Rs.90,00,000,00 Date Maturity of 01.09.2010
Sl. No,4. TDR NO/TS/BTDK 0581608 Date,01.10.2007 Account No. 746849161 Amount, Rs.90,00,000,00 Date Maturity of 01.09.2010
Sl. No,5. TDR NO/TS/BTDK 0581609 Date,01.10.2007 Account No. 746849310 Amount, Rs.90,00,000,00 Date Maturity of 01.09.2010

All the deposits after maturity have been reinvested and the Bank namely the defendant no.1 never intimated the plaintiffs what are the exact amount lying with them.

That apart the trust has saving Bank Account no. 736162115. The Trustees are not aware the amount lying in the said Saving Account.

By Order
Sd/-
Serestader.
6th Civil Judges (Sr. Div) Court, Alipore

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ
৯৮৩১৯১৯৭৯১

বিজ্ঞপ্তি

মোকাম ঘাটাল সিভিল জর্জ (সিনিঃ ডিভিঃ) আদালত জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর
T.S. No.-21/2019

i) কাশীনাথ পাঁজা, পিতা-ঁরাধাগোবিন্দ পাঁজা (২নং বিবাদী) ii) প্রকাশ বাগ, পিতা- হরিসাধন বাগ (১১ নং বিবাদী) সাং- কুশপাতা, পোঃ ও থানা ও পৌরসভা ঘাটাল, ওয়ার্ড নং- ১৭ জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর।
iii) সরস্বতী সাউ, স্বামী- নন্দ সাউ, প্রযত্নে লক্ষ্মী মাল, স্বামী অমলেন্দু মাল (৭নং বিবাদী) সাং কিসমত কলোড়া, পোঃ সেকেন্দ্রারী, থানা- দাসপুর, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর।
iv) সুনীল মান্না, পিতা- গৌরহরি মান্না (১৪ নং বিবাদী) v) পদ্মাবতী মান্না, স্বামী- সুনীল মান্না (১৫ নং বিবাদী) সাং ও পোঃ রানীচক, থানা- দাসপুর, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর।

...প্রতি

এতদ্বারা আপনাদিগকে জানানো যাইতেছে যে, ঘাটাল থানা অধীনস্থ ঘাটাল পৌরসভার ১৭ নং ওয়ার্ডের অধীন কুশপাতা মহল্লার ১) রেখা পাঁজা, স্বামী-ঁ বিশ্বনাথ পাঁজা ২) পূজা জানা, স্বামী- বিদ্যুৎ জানা ৩) পাপড়ী পাড়ুই, স্বামী- বাবলু পাড়ুই, বাদী হইয়া ঘাটাল থানার অন্তর্গত কুশপাতা গোবিন্দপুর মৌজায় সাবেক ৭৭৮ ও হাল ৪৬১ দাগে বাস্তু ৪৪ শতক সম্পত্তির বাবদ আপনাদের বিরুদ্ধে ঘাটাল সিভিল জর্জ (সিনিঃ ডিভিঃ) মহোদয়ের আদালতে ইংরাজী ২০১৯ সালে ২১ নং টাইটেল (পার্টিশান) মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমায় আপনাদের কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে আপনারা স্বয়ং বা উকিল বাবুর মারফৎ আগামী ইংরাজী ০৩/০৫/২০২৪ তারিখ বেলা ১০.৩০ ঘটিকায় অত্র আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি প্রদান করিবেন, নতুবা আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

অদ্য ইংরাজী ১৬/০৩/২০২৪ তারিখ আমার দস্তখত ও আদালতের মোহরযুক্ত মতে দেওয়া হইল।

অনুমত্যানুসারে
বিকাশ রঞ্জন দোলই
সেরেস্তাদার
ঘাটাল সিভিল জর্জ (সিনিঃ ডিভিঃ)
আদালত, ১৬/০৩/২৪

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ১৭ মার্চ ২০২৪ ৩ চৈত্র ১৪৩০ রবিবার

অশান্তি বরদাস্ত নয়, রাজ্যে প্রতি বুথেই থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী

জানালেন রাজ্য নির্বাচনী আধিকারিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দেশজুড়ে লোকসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। ১৯ এপ্রিল থেকে ১লা জুন, প্রায় দেড় মাস ধরে সাত দফায় ভোট হবে বাংলায়। ভোটের গণনা হবে ৪ জুন। নির্বাচন কমিশন ভোটের এই নির্ঘণ্ট শনিবার ঘোষণা করার পরই তৎপর হল পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন আধিকারিকের দপ্তরও।

শনিবার বিকেলে সাংবাদিক বৈঠক করেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জানিয়েছেন, ৭ দফার ভোটে কোনওভাবেই অশান্তির ঘটনা বরদাস্ত করা হবে না। এজন্য সব বুথেই কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হবে। এবারে বুথের সংখ্যা ৮০ হাজার ৫৩০। মহিলা পরিচালিত বুথের সংখ্যা ৫ হাজার ৯৪২। সেই সঙ্গে প্রতি জেলায় একটি করে বুথ থাকবে যা পরিচালনা করবে বিশেষভাবে সক্ষম ভোটকর্মীরা।

কলকাতায় সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব।

পাশাপাশি মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলা ও উত্তর ২৪ পরগনার বরানগরের উপনির্বাচন রয়েছে। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে ভোট প্রচারে রাজনৈতিক দলগুলি যেন তাদের প্রচারে ভাষার উপর নিয়ন্ত্রণ রাখেন। এর অন্যথা হলে নির্বাচন কমিশন তৎক্ষণাৎ পদক্ষেপ করবে। ১৮ বছরের নীচে কোনও ছেলে মেয়েকে রাজনৈতিক দলগুলি প্রচারের কাজে ব্যবহার করতে পারবে না। এখনো পর্যন্ত ৬৮ কোটি টাকার বেশি উদ্ধার করা হয়েছে।

মুম্বই পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চের নাম করে কলকাতার ব্যবসায়ীকে হোটেলে তলব, উদ্ধার করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মুম্বই পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চের তলব পেয়ে ব্যাংকের নথি নিয়ে ছুটে গিয়েছিলেন কলকাতার এক ব্যবাসায়ী। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কলকাতারই হোটেলের ঘরে আসতে বলা হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু রাত ১২টা বেজে গেলেও বাড়ি ফেরেননি মিহির। ফোনও ছিল সুইচড অফ। তাঁকে ফোনে যোগাযোগ করতে না পেরে পুলিশে ফোন করেন ব্যবসায়ীর স্ত্রী। পুলিশ আসরে নামতেই জানা গেল আসল তথ্য। হোটেল থেকে উদ্ধার করা হল তাঁকে।

ফোন, সিবিআই-এর চিঠি, কথোপকথন সমস্তটা মিলিয়ে ছক এতটাই নিখুঁত ছিল যে, ঘোল খেয়ে গিয়েছিলেন ঝানু ব্যবসায়ীও। বালিগঞ্জের বাসিন্দা মিহির মেহতা। মুম্বই পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ-এর ফোন পেয়ে ও ফোনের ও প্রান্ত থেকে বলা কথা শুনে কোনও সন্দেহই হয়নি তাঁর। তলব পেয়ে হুড়মুড়িয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন ব্যবসায়ীও। মিহির বাড়িতে শুধু বলে যেতে পেরেছিলেন, ক্রাইম ব্রাঞ্চ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠিয়েছে। তাদের তলব পেয়েই বেরোচ্ছেন। সঙ্গে ছিল ব্যাঙ্কের সমস্ত নথিপত্রও।

দিন কয়েক আগে দক্ষিণ কলকাতার এই বালিগঞ্জ এলাকা থেকেই ব্যবসায়ী ভব্য লাখানি একটি অজানা ফোন পেয়ে নিমতায় গিয়ে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন। পরে নিমতা থেকেই তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মিহিরের বিষয়ে অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নামে পুলিশ। প্রথমে তাঁর কল রেকর্ড দেখা হয়। তার পরে তাঁর মোবাইলের শেষ লোকেশনের সূত্র ধরে মিহিরকে খুঁজে বার করে বালিগঞ্জেরই একটি হোটেলের ৪০১ নম্বর রুম থেকে।

জানা গিয়েছে, পুলিশ যখন হোটেলে পৌঁছয় ব্যবসায়ী মিহির মেহেতা তখন হোটেলের ঘরে অনলাইনে ভিডিয়ো কনফারেন্সে যুক্ত ছিলেন। তিনি জানতে, কনফারেন্সে রয়েছে 'মুম্বই পুলিশ'-এর কোনও এক ব্যক্তি। তবে তদন্ত করে পুলিশ জানতে পারে পুরোটাই একটা প্রতারণা চক্র। জানা গিয়েছে, প্রতারণাকারীরা সিবিআইয়ের একটি চিঠিও দেখায় মিহিরকে। তাঁকে বলা হয় তাঁর নামে আসা পার্সেল হাতে এসেছে সিবিআইয়ের। সেই মর্মেই তাঁকে অনলাইনে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় ক্রাইমব্রাঞ্চ।

অনলাইনে জিজ্ঞাসাবাদের কথা বলেই মিহিরকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোনও হোটেলরুমে আসতে বলেছিলেন প্রতারণাকারীরা। সন্ত্রস্ত মিহির সেই আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। পরে হোটেলের ঘরে ঢোকার পর সুইচড অফ করে দিতে বলা হয় তাঁর ফোন। যার ফলে সম্পূর্ণ ভাবে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যান মিহির।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মিহিরকে যখন উদ্ধার করা হয় তখন তাঁর প্যান কার্ড, আধার কার্ড এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিশদ তথ্য চলে গিয়েছে প্রতারণাকারীদের হাতে। তার সাহায্যে প্রতারকেরা মিহিরের অ্যাকাউন্ট থেকে বড় অঙ্কের অর্থ সরিয়ে ফেলতেও পারতেন। কিন্তু পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ করায় বড় রকমের ক্ষতি আটকানো যায়। অভিযোগ পাওয়ার তিন ঘণ্টার মধ্যে মিহিরকে উদ্ধার করে পুলিশ।

অর্জুন সিং-কে স্বাগত জানাতে মধ্যরাতেই অনুগামীদের ভিড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শুক্রবার বিকেলেই দিল্লিতে বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্যের হাত ধরে ফের বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং। দিল্লি থেকে মধ্যরাতে বাড়ি ফেরার সময় কলকাতা বিমানবন্দরে সাদরে তাঁকে বরণ করে নিলেন অনুগামীরা। কলকাতা বিমান বন্দর থেকে সাংসদ বেরোতেই তাঁকে কেউ গলায় পরিয়ে, আবার কেউ পুষ্পস্তবক দিয়ে স্বাগত জানালেন। এদিকে বিমানবন্দর থেকে জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংসদ ফিরতেই অকাল দীপাবলীর চেহারা নেয় গোটা এলাকা। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, 'তৃণমূল দলে মস্তান-গুন্ডা, পুলিশ ছাড়া আর কেউ নেই। ধমকে চমকে এখন ওদের ঘর গোছানোর পালা চলছে।' সাংসদের সংযোজন, তৃণমূলের ভবিষ্যত কতটা খারাপ হবে, তা সময়ই বলবে। তবে ২০২৯ সালে দেশে 'ওয়ান নেশন, ওয়ান ভোট' কার্যকর হবে। আর ২০২৬ সালে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হবার সম্ভাবনা প্রবল। তখন গুন্ডা-মস্তান যারা এখন তাণ্ডব চালাচ্ছে, তারা তখন লুকানোর পথ খুঁজে পাবে না। সাংসদ বলেন, 'তৃণমূলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তারা লড়াই চালিয়ে যাবেন।' সাংসদের কথায়, রাজ্যে হারিয়ে যাওয়া মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে আনতে তাঁরা লড়াই জারি রাখবেন। সাংসদের দাবি, লোকসভা নির্বাচনে বাংলায় তাঁদের লক্ষ্যমাত্রা অবশ্যই পূরণ হবে। তারপর তারা ২০২৬ সালের লড়াইয়ের প্রস্তুতি শুরু করে দেবেন।

তৃণমূল প্রার্থী পার্থ ভৌমিকের বিপুল আয়ের উৎস নিয়ে প্রশ্ন!

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দিল্লি থেকে জগদ্দলে ফিরে ভোটের আগে নতুন উদ্যমে ব্যারাকপুরের বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং। শনিবার সকাল থেকেই জগদ্দলের মজদুর ভবনে তাঁকে শুভেচ্ছা জানাতে ভিড় জমান দলীয় কর্মী-সমর্থকরা। বিজেপিতে যোগ দিয়েই ব্যারাকপুরের তৃণমূল প্রার্থীর আয়ের উৎস নিয়ে সরব হলেন অর্জুন সিং।

শনিবার দুপুরে সাংবাদিক বৈঠকে তৃণমূল প্রার্থী পার্থ ভৌমিকের বিপুল আয়ের উৎস নিয়ে প্রশ্ন তুললেন ব্যারাকপুরের সাংসদ। সাংবাদিকদের কাছে তাঁর প্রশ্ন ছিল, একজন শিক্ষকের ছেলে হয়ে তৃণমূল প্রার্থী পাঁচটি পেট্রোল পাম্প এবং পাঁচটি হোটেলের মালিক হলেন কী করে ? তাঁর দাবি, দুর্নীতির শিকড় খুব শীঘ্রই সন্দেশখালি থেকে নৈহাটিতে এসে পৌঁছবে। সাংসদ বলেন, 'তৃণমূলপ্রার্থীর সমর্থনে দেওয়াল লিখনের টাকা যোগাচ্ছেন এক লোটো কারবারি। আর হোর্ডিং বানিয়ে লাগানো স্পন্সর করেছেন এক বালি মাফিয়া।' সাংসদের অভিযোগ, মজে যাওয়া মথুরা বিল সংস্কারে ৬০০ কোটি টাকার টেন্ডার হয়েছে। কিন্তু সংস্কারের বদলে মথুরা বিল থেকে মাটি কেটে বিক্রি করা হচ্ছে। তৃণমূল নেতা কুনাল ঘোষকে কটাক্ষ করে সাংসদ বলেন,' মহাভারতে কুরু বংশকে নাশ করার শপথ নিয়েছিলেন শকুনি মামা। আর তৃণমূল কংগ্রেসকে শেষ করার কাজে শকুনি মামার ভূমিকায় এই কুণাল ঘোষ। সাড়ে তিন বছর জেল খাটার পরও জার্সি পাল্টে কুনাল ঘোষ আগমার্কা তৃণমূল হয়ে গিয়েছেন। তৃণমূল প্রার্থীকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এদিন বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, '২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে তিনি নৈহাটি কেন্দ্র থেকে লিড পেয়েছিলেন। দল তাঁকে প্রার্থী করলে সেই নৈহাটি থেকে এবারেও তিনি লিড পাবেন।'

পার্থ ভৌমিক প্রসঙ্গে

একজন শিক্ষকের ছেলে হয়ে তৃণমূল প্রার্থী পাঁচটি পেট্রোল পাম্প এবং পাঁচটি হোটেলের মালিক হলেন কী করে ?

ব্যারাকপুরে ফের পদ্ম ফুটবে বললেন কৌস্তভ বাগচী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ব্যারাকপুরে ফের পদ্ম ফুটবে। শনিবারদাবি করলেন সদ্য কংগ্রেস ছেড়ে গেরুয়া শিবিরে যোগ দেওয়া বিশিষ্ট আইনজীবী কৌস্তভ বাগচী। এদিন বেলায় জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংসদ অর্জুন সিংয়ের দেখা করতে আসেন বিজেপি নেতা কৌস্তভ । বলেন, দল অর্জুনবাবুকে সাদরে গ্রহণ করে নিয়েছেন। তাই সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করতে এসেছি। তবে দল ঠিক করবে ব্যারাকপুরে কে প্রার্থী হবেন। যিনি প্রার্থী হোক না কেন, ব্যারাকপুরে ফের পদ্ম ফুটবে দাবি তাঁর। তৃণমূল প্রার্থী পার্থ ভৌমিককে নিশানা করে কৌস্তভ বলেন, 'পার্থবাবু ওয়েব সিরিজে ভালো অভিনয় করেছেন। উনি ফিল্ম জগতে কেরিয়ার করন।' রাজ্যের শাসকদলকে আক্রমণ শানিয়ে তাঁর বক্তব্য, 'রাজ্যে তৃণমূলের কোনও ভবিষ্যত নেই। লোকসভা নির্বাচনের পর রাজ্যে তৃণমূলকে দূরবীন দিয়ে খুঁজতে হবে।

আগামীদিনে গোটা রাজ্য জুড়ে পদ্ম ফুটবে।' মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্রকে নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'দলে যদি অসন্তোষ থেকে থাকে। সেই পর্ব মিটে যাওয়া উচিত। কারণ অর্জুন বাবুকে দল সাদরে গ্রহণ করে নিয়েছে।' কৌস্তভের কথায়, ফাল্গুনী পাত্র লড়াকু নেত্রী। উনি দলের নিয়ম শৃঙ্খলা জানেন। সুতরাং যেই প্রার্থী হোক না কেন, ফাল্গুনী দি-সহ তারা সকলেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে ভোট যুদ্ধে সামিল হবেন দলীয় প্রার্থীকে জেতানোর জন্য।

তিন মেট্রোর উদ্বোধনের দিন প্রথম ট্রেনের প্রথম যাত্রী বেলঘড়িয়ার শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পেশায় তিনি স্কুল শিক্ষক। বাড়ি বেলঘড়িয়া। নাম প্রভাত চট্টোপাধ্যায়। শিয়ালদহ-সেক্টর ফাইভ, জোকা-তারাতলা, আর এবার নিউ গড়িয়া-রুবি। তিন মেট্রোর উদ্বোধনের দিন প্রথম ট্রেনের প্রথম যাত্রী তিনি। নয়া মেট্রোর প্রথম যাত্রী হওয়ার হ্যাট্রিক করে ফেললেন তিনি। বৃহস্পতিবার রাতেই তিনি সোজা চলে এসেছিলেন নিউ গড়িয়া মেট্রো স্টেশনে।

সারারাত স্টেশনের বাইরে বসে থেকে শুক্রবার সকালে প্রথম যাত্রী হিসাবে টিকিট কাউন্টারে লাইন দিয়ে টিকিট সংগ্রহ করেন তিনি। এবারও নয়া মেট্রোর প্রথম যাত্রী হয়ে মুখে একগাল হাসি। হাতে ছিল কমলালেবু। কিন্তু সকালে হাতে লেবু কেন! প্রশ্ন করতেই প্রভাতবাবুর সহাস্য উত্তর, 'অরেঞ্জ লাইন, তাই হাতে অরেঞ্জ নিয়ে এসেছি।' মেট্রোর তরফে হাতে গোলাপ ফুল দেওয়া হয় তাঁকে। প্রভাতবাবুর কথায়, 'মেট্রোয় প্রথম যাত্রী হওয়াটা আমার কাছে একটা নেশার মতো হয়ে গিয়েছে। এর আগের দু'বারও স্টেশনে সারারাত কাটিয়েছি। মশার কামড় খেয়েছি। কিন্তু মেট্রো চড়ার উত্তেজনায় কোনও ক্লান্তি আসে না। যদি আলাদা দিনে হাওড়া ময়দান-এসপ্ল্যানেড মেট্রো উদ্বোধন হত, সেখানেও আমি প্রথম হওয়ার জন্য লাইন দিতাম।'

প্রয়াত সাংবাদিক মানস কুমার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রয়াত হলেন কলকাতার বিশিষ্ট ক্রীড়া সাংবাদিক মানসকুমার চক্রবর্তী। শনিবার কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর। মানসকুমার আনন্দবাজার পত্রিকায় দক্ষতার সঙ্গে ক্রীড়া সাংবাদিকতা করেছেন। কলকাতা টিভিতে তিনি ক্রীড়া সম্পাদকের দায়িত্বও সামলেছেন। ক্রীড়া সাংবাদিকতা ছাড়াও সাংস্কৃতিক জগতের তাঁর পরিচিত ছিল। তিনি এ নিয়ে লেখালিখিও করেছেন। কলকাতা প্রেস ক্লাবেরও সদস্যছিলেন মানস। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। তাঁর প্রয়ানে শোকবার্তা জানিয়েছে প্রেস ক্লাব। সাংবাদিকের পরিবারকেও সমবেদনা জানানো হয়েছে।

রমজান মাসে ২৫টি সুফল বাংলা স্টল দেবে কৃষি বিপণন দপ্তর

সুবীর মুখোপাধ্যায়

কলকাতা: রমজান মাস উপলক্ষে রাজ্যের কৃষি বিপণন দপ্তর নতুন ২৫ টি সুফল বাংলা স্টল খুলতে করতে উদ্যোগী হয়েছে । রমজান মাসে মুসলিমরা যাতে সস্তায় ফল কিনতে পারেন, সেই জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছে দপ্তরের পক্ষ থেকে । বাজার থেকে ২০ শতাংশ কম দামে আনাজ থেকে যাবতীয় ফল সব্জি এই ২৫ টি সুফল বাংলা স্টল থেকে কিনতে পারবেন। রাজ্যের কৃষি বিপণন দপ্তরের কর্তারা জনিয়েছেন, সাধারণ মানুষ যাতে নিজেদের ঘরের কাছে আনাজ, সব্জি কিনতে পারেন, সেজন্য ইতিমধ্যে রাজ্যের একাধিক এলাকায় সুফল বাংলা স্টলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দপ্তর সূত্রে খবর, ইতিমধ্যে ৪৬৬টি সুফল বাংলা স্টল আছে। এর সঙ্গে আরও ২৫টি সুফল বাংলা স্টল নতুন করে করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য অনলাইন এবং ওয়েবসাইট খোলা হয়েছে দপ্তরের তরফে । ক্রেতারা ঘরে বসেই এই ওয়েব পোর্টালের মধ্যেমে আগাম ফল, সব্জি কিনতে সুফল বাংলা স্টলে অর্ডার দিতে পারবেন।

দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, রমজান মাস উপলক্ষে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকার মানুষ ২৫টি সুফল বাংলা স্টল যাবে। খিদিরপুর, গার্ডেন রিচ, মোমিমপুর, বেলগাছিয়া, মানিকতলা , উড স্ট্রিট, পার্ক সার্কাস এলাকায় স্টলের গাড়ি ঘুরবে। বাজার দর থেকে ২০শতাংশ কম দামে তরমুজ, কলা,শসা এবং ছোলা কিনতে পাওয়া যাবে এই সুফল বাংলা স্টল থেকে।

২০১৪ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর রাজ্য সরকারের কৃষি বিপনন দপ্তর ১৪টি গড়িতে সুফল বাংলা স্টলের সূচনা করা হয়েছিল। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল, ন্যায্য মূল্যে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে এবং কৃষকরা যাতে লাভের মুখ দেখতে পারে। হুগলির সিঙ্গুরে তাপসী মালিকের নামে একটি কৃষক বাজার করা হয়েছে।

সুন্দরীর প্রেমে মজে সোনার হার খোয়ালেন ব্যবসায়ী, ট্রান্স জেন্ডার গ্যাংয়ের 'মাথা' গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: 'সুন্দরী'র সঙ্গে পানশালায় আলাপের খেসারত দিতে হল প্রোমোটারকে। সুন্দরীর সান্নিধ্য লাভের আশায় একইসঙ্গে মদ্যপান করে সময় কাটছিল ভালোই। নেশা চড়তেই দু'জনে গাড়ি করে রাতের কলকাতায় ঘুরেও বেড়াচ্ছিলেন। কিন্তু গভীর রাতে তাল কাটল তখন, যখন বোঝা গেল সুন্দরী নারীই নন। আর সেখানেই গল্পের শেষ নয়, গ্যাং নিয়ে এসে রীতিমতো প্রোমোটারের ৩ ভরির হার ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠল রূপান্তরকামী ওই তৃতীয় লিঙ্গের মানুষটির বিরুদ্ধে। নিউ আলিপুর থানার পুলিশ তদন্ত করে গ্রেপ্তার করেছে এই ট্রান্সজেন্ডার গ্যাংয়ের এক মাথা 'পিঙ্কি'কে। তার কাছ থেকেই উদ্ধার হয়েছে লুঠ হওয়া সোনার হার। পুলিশ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ঘটেছে এই ঘটনা।

লুঠপাটের ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ কলকাতার নিউ আলিপুর অঞ্চলে। পুলিশ মনে করছে, এই লুঠপাটের পিছনে রয়েছে কলকাতার নতুন ট্রান্সজেন্ডার গ্যাংয়ের ।দক্ষিণ কলকাতার বেহালার এক প্রোমোটার মাঝেমধ্যেই যেতেন শেক্সপিয়র সরণির একটি পানশালায়। কখনও কখনও ওই 'সুন্দরী'কে পানশালায় আসতে দেখতেন। প্রেমে মজেছিল মনে। অবশেষে যেচেই আলাপ করলেন 'সুন্দরী'র সঙ্গে। সাড়া পেলেন তার। গভীর রাত পর্যন্ত একসঙ্গে গল্পগুজব আর মদ্যপান চলার সময়ও কিছু বুঝতে পারেননি ব্যবসায়ী। এমনকী, গলার স্বর অন্য রকম মনে হলেও সন্দেহ হয়নি। রাত বাড়তে 'বান্ধবী'কে গাড়িতে তুলে, তাকে পাশে বসিয়ে ঘুরতে শুরু করে শহরের রাস্তায়। মাঝেমধ্যে ফোন আসছিল 'বান্ধবী'র। হোয়াটসঅ্যাপও করছিল সে। কিন্তু মদিরায় চোখ জুড়িয়ে আসায় সেসব দিকে নজরও দেননি ব্যবসায়ী। গভীর রাতে 'বান্ধবী'টি বলে, এবার বাড়ি ফিরে যাবে। তখন রাত দু'টো পেরিয়েছে। তার কথায় চালক নিউ আলিপুরের একটি অপরিসর, নির্জন রাস্তায় গাড়ি নিয়ে পৌঁছন। ব্যবসায়ীও খেয়াল করেননি যে, তাঁদের গাড়ির পিছু নিয়েছে অন্য একটি গাড়ি। সেই গাড়িটি এসে ব্যবসায়ীর গাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। গাড়ির ভিতর থেকে যারা নেমে আসে, তাদের দেখে নারী বলে মনে হলেও তারাও ট্রান্সজেন্ডার। ব্যবসায়ীর 'সুন্দরী বান্ধবী' ব্যবসায়ীকে ধরে রাস্তায় টেনে নামায়।

এর পর ওই ট্রান্সজেন্ডার গ্যাংয়ের সদস্যরা প্রোমোটারের গলা থেকে তিন ভরির হার লুঠ করে পালায় বলে অভিযোগ। ব্যবসায়ী পরে এসে নিউ আলিপুর থানায় ছিনতাইয়ের অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ তদন্ত করে এলাকা ও পানশালার ফুটেজ খতিয়ে দেখে। গাড়িটিকে শনাক্ত করে তার চালককে জেরা করা হয়। জানা যায়, উত্তর ২৪ পরগনার পানিহাটিতে ওই ট্রান্সজেন্ডারদের নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই সূত্র ধরেই পুলিশ পানিহাটিতে তল্লাশি চালিয়ে পিঙ্কি নামে ওই গ্যাংয়ের মাথাকে গ্রেপ্তার করে। তার কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় সোনার হার। ধৃতকে জেরা করে গ্যাংয়ের অন্যদের সন্ধান চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বাংলায় তৃণমূল পাবে ৩০-৩৫টি আসন, ভবিষ্যদ্বাণী কুণালের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: লোকসভা ভোটে তৃণমূল ৩০ থেকে ৩৫ আসন নিশ্চিতভাবে পাবে। বাম, কংগ্রেস শূন্য পাবে। কোথাও কোনও আসন পাবে না তারা। শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে বললেন কুণাল ঘোষ।

নির্বাচনের আগে ফলাফল নিয়ে ভবিষ্যৎবাণী নতুন কিছু নয়। বিশেষত বিভিন্ন সংস্থা ও সংবাদমাধ্যমের কাটাছেঁড়ায় ভোটের আগেই যেন ফল সহজেই অনুমেয় হয়ে যায়। ইতিমধ্যে নানা সংস্থা প্রাক ভোট সমীক্ষায় কে, কটি আসন পাবে, তা নিয়ে বিশ্লেষণ শুরু করেছে। তবে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ নিশ্চয়তার সঙ্গে বলে দিলেন, লোকসভা ভোটে বাংলায় বিয়াল্লিশের মধ্যে তৃণমূল কটি আসন পাবে আর বিজেপিকে কীভাবে রুখতে হবে।

শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে কুণাল ঘোষ বলেন, 'লোকসভা ভোটে তৃণমূল ৩০ থেকে ৩৫ আসন নিশ্চিতভাবে পাবে।' পাশাপাশি তাঁর পরামর্শ বিজেপিকে কীভাবে দুটি, তিনটি, চারটি আসনে বেঁধে রাখা যায়, তা দেখতে হবে। আমাদের টার্গেট বাংলায় বিয়াল্লিশটার মধ্যে বিয়াল্লিশটা আসন।' ২০১৪ সালের লোকসভা ভোটে তৃণমূল ৪২-এর মধ্যে ৩৪ টি আসন পেয়েছিল। উনিশের ভোটে তৃণমূলের আসন সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ২২-এ। এবার চব্বিশে তাঁদের টার্গেট ৩৫।

তৃণমূল-বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বাকিদের একজোটের চেষ্টা করা হচ্ছে

বললেন সিপিএম প্রার্থী দীপ্সিতা

কলকাতা: একুশের বিধানসভা নির্বাচনে বালি থেকে লড়তে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। তবে এই প্রথম লোকসভার ময়দানে। তবে জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী শ্রীরামপুরের সিপিএম প্রার্থী দিপ্সীতা ধর।

১৬ জন প্রার্থীর নাম সামনে এনেছে বামেরা। কয়েকদিন আগেই লোকসভা নির্বাচনের জন্য প্রার্থীদের তালিকা ঘোষণা করেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। শনিবার বাংলায় সাত দফায় লোকসভা ভোটের ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। তা নিয়েই রাজনৈতিক মহলে চর্চা তুঙ্গে। কিন্তু, বামেরা কী শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস, আইএসএফের সঙ্গে সমঝোতা করে ভোটে লড়বে? বোঝাপড়া হবে তো আসন নিয়ে? প্রশ্ন রয়েই গিয়েছে। এদিকে বিজেপি আবার প্রথম দফায় বাংলায় ২০ জনের প্রার্থী তালিকা সামনে এনেছে। পরের তালিকা এখনও আসেনি। তা নিয়ে খোঁচা দিলেন দীপ্সিতা। বিজেপির প্রার্থী তালিকার প্রসঙ্গ উঠতেই বাম নেত্রী বলেন, 'লড়াইটা আমাদের আদর্শের মধ্য দিয়ে হবে। বিজেপি অর্ধেক দিয়েছে ভেবেচিন্তে। বাকি অর্ধেক দেওয়ার জন্য যাঁরা তৃণমূলে টিকিট পেলেন না তাঁদের সবাইকে ঠিকমতো পজিশন দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

এদিকে বাংলায় ৮ আসনে লড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে আইএসএফ। তাঁদের ইচ্ছে তালিকায় আবার যাদবপুর, শ্রীরামপুরের মতো আসনও রয়েছে। শ্রীরামপুরে দীপ্সিতার পাশাপাশি যাদবপুর থেকে লড়ছেন সৃজন ভট্টাচার্য। যদিও বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু বলছেন, 'ডায়মন্ড-হারবারে আইএসএফের আগ্রহ আছে বলে তো আমরা শুনিনি। ওরা আগ্রহী যাদবপুরে। ডায়মন্ড-হারবারে তো ভাঙড় নেই।' অন্য দিকে মুর্শিদাবাদেও বামেদের সঙ্গে কংগ্রেসের আসন সমঝোতা হবে বলে শোনা যাচ্ছে। দীপ্সিতা বলছেন, 'আমরা চাই তৃণমূল বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই হোক। এদের বিরুদ্ধে যাঁরা আছেন তাঁদের এক জায়গায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি। সেই জন্য একটু সময় লাগছে। আসন সমঝোতার ক্ষেত্রে সময় লাগছে। আমরা অপেক্ষা করছি। আমরা মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য সময় পাওয়া যাবে বলেই মনে করি।'

সম্পাদকীয়

বরাদ্দ যতই বৃদ্ধি হোক, সমাজের পরিবর্তন না হলে কৃষকের আত্মহত্যা চলবেই

গত দশ বছরে দেশে কৃষিতে বাজেট বরাদ্দ পাঁচ গুণ বেড়েছে। একশো গুণ কৃষি বরাদ্দ বৃদ্ধি হলেও কৃষকদের কোনও সুরাহা হবে না। স্বাধীনতার পর প্রতিটি সরকারই কৃষকের উন্নতির কথা বলেছে, এবং কৃষকের স্বার্থে বাজেট তৈরি করেছে, এমনই তারা ঘটা করে প্রচার করে। কারণ দেশের বেশির ভাগ ভোটদাতা চাষি, মজুর, কৃষক। বরাদ্দ বেশি হলেই কি চাষির যথার্থ উপকার হয়? বরাদ্দের কতটুকু প্রকৃত কৃষকের কাছে পৌঁছয়, সেটা কি আমরা জানি না? তা ছাড়া বীজ, সার, কীটনাশক বহুজাতিক সংস্থার হাতে এবং তারাই সেগুলির দাম নির্ধারণ করে। দিনের পর দিন বিদ্যুতের দাম বাড়ছে। এই দাম নির্ধারণও কৃষকের হাতে নেই। ফলে দিনের পর দিন কৃষিতে খরচ বাড়ছে। সার, কীটনাশক, বীজ, বিদ্যুৎ-সহ নির্দিষ্ট ফসল ফলাতে কত খরচ হয়, একমাত্র সেই কৃষকই বলতে পারেন। এবং তার উপর কত দামে ফসল বিক্রি করলে সেই কৃষক পরিবারের প্রতিপালন হবে, সেটা কৃষকরাই বলতে পারবেন। কিন্তু কৃষক তাঁর উৎপাদিত ফসলের দাম নির্ধারণ করতে পারেন না। এখানেই যত মারপ্যাঁচ। চাষের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম নির্ধারণ করার ক্ষমতা চাষির নেই। অথচ, উৎপাদিত ফসলের দাম নির্ধারণ করে মজুতদার, বহুজাতিক সংস্থা বা অন্যেরা। ফসল ওঠার সময়ে কোনও এক অজ্ঞাত কারণে ফসলের দাম কমে যায়। মজুত করার হিমঘর বা গুদাম না থাকার কারণে সেই কম দামেই ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হন কৃষক। আবার চাষির ঘর থেকে ফসল বেরিয়ে গেলেই দাম বেড়ে যায়। কৃষককে সেই বেশি দামেই তাঁর প্রয়োজনে ফসল কিনতে বাধ্য করা হয়। তাই উৎপাদন খরচের অর্ধেকও চাষির ওঠে না। প্রতিটি সরকার এ সব দেখেও কোনও উদ্যোগ করে না। আজ পর্যন্ত কত জন কালোবাজারি শাস্তি পেয়েছে, সন্দেহ আছে। সংবাদে প্রকাশ, গড়ে প্রতি ১২ মিনিটে দেশে এক জন কৃষক আত্মহত্যা করেন। সবুজ বিপ্লবের রাজ্যেও কৃষকের আত্মহত্যা অব্যাহত। সারা দেশে কৃষকদের মোট ঋণের পরিমাণ ৭৪ হাজার কোটি টাকা। অনুরোধ, আবেদন করা সত্ত্বেও সেই ঋণ সরকার মকুব করেনি। অথচ, মুষ্টিমেয় শিল্পপতি পুঁজিপতির দশ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ মকুব করে দিয়েছে বলে সংবাদে প্রকাশ। কৃষি বরাদ্দ যতই বৃদ্ধি হোক, সমাজের পরিবর্তন না হলে কৃষকের আত্মহত্যা বন্ধ করা যাবে না।

আনন্দকথা

দেখিলেন, ভক্তসঙ্গে সহাস্যবদনে ঠাকুর কথা কহিতেছেন।

একটি ঊনবিংশতিবর্ষ বয়স্ক ছোকরাকে উদ্দেশ করিয়া ও তাঁহার দিকে তাকাইয়া ঠাকুর যেন কত আনন্দিত হইয়া অনেক কথা বলিতেছিলেন। ছেলেটির নাম নরেন্দ্র। কলেজে পড়েন ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করেন। কথগুলি তেজঃপরিপূর্ণ। চক্ষু দুটি উজ্জ্বল। ভক্তের চেহারা।

মাস্টার অনুমানে বুঝিলেন যে, কথাটি বিষয়াসক্ত সংসারী ব্যক্তির সম্বন্ধে হইতেছিল। যারা কেবল ঈশ্বর ঈশ্বর করে, ধর্ম ধর্ম করে তাদের ওই সকল ব্যক্তিরা নিন্দা করে। আর সংসারে কত দুষ্ট লোক আছে, তাদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করা উচিত — এ-সব কথা হইতেছে।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

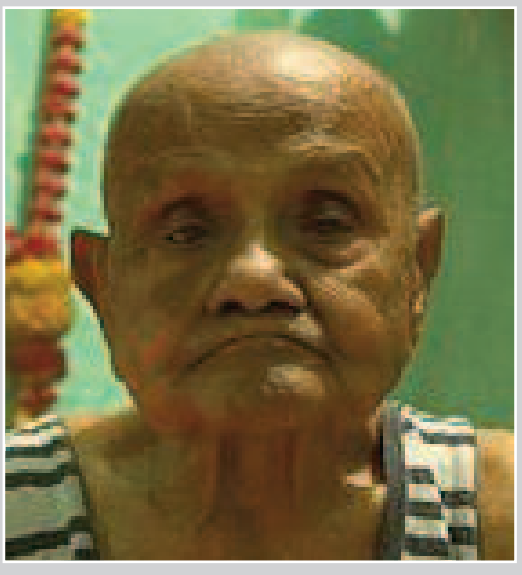

মনোহর আইচ

১৯১২ বিশিষ্ট ব্যায়চামবীর মনোহর আইচের জন্মদিন।
১৯৬২ বিশিষ্ট ভারতীয় নভশ্চর কল্পনা চাওলার জন্মদিন।
১৯৯০ বিশিষ্ট ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় সাইনা নেহয়ালের জন্মদিন।

সিএএ-এর অন্দরমহল

জাল নথির ভিত্তিতে যদি ভোটার তালিকায় নাম তুলে থাকেন, তাহলে অভিযোগ আসবে এবং ধরা পড়ে যাবেন। এবার অনেকের কাছেই পরিষ্কার হয়ে যাবে, কেন এই বিরোধিতা 'সিএএ' লাগু না করার জন্য। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন কার্যকর করা হয়েছে দেশজুড়ে। অবশ্যই মোদি সরকারের একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ, তবে কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে, যার উত্তর তাঁদেরকেই দিতে হবে। তবে রাজনৈতিক ফয়দা তুলতে অযথা এটি নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা অনুচিত। যেটি সত্য এবং ডকুমেন্টে উল্লেখ করা আছে, সেটিই সাধারণ মানুষকে বোঝান, তাঁদের পাশে দাঁড়ান। সুযোগ করে দিন, সাহায্য করুন তাঁদেরকে ভারতীয় নাগরিক হতে।

টেলিকম বিভাগ ২৩ মার্চ ২০১৭ সালে একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে মোবাইল নম্বরগুলির সাথে আধারের লিঙ্ক করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সেটির বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন তাঁর ফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও তিনি এ নিয়ম মেনে চলবেন না। জানি না, তাঁর ফোন এখনও কি আধারের সাথে লিঙ্কবিহীন! তবে আমি নিশ্চিত আমার-আপনার সবার ফোন এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সাথে আধার লিঙ্ক রয়েছে।

সুপ্রিয় দেবরায়

সিএএ (নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন)'এর বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার পরেই সারা দেশের রাজনৈতিক মহল সরগরম। সবাই নিজের নিজের মতন করে সাধারণ জনগণকে বিভিন্ন সভা এবং আলোচনা সভায় এর তাৎপর্য বুঝিয়ে চলেছেন। কিন্তু আসলে সিএএ'র ৩৯ পাতার ডকুমেন্টে কি আছে সেটা কেউ বোঝাচ্ছেন না। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এক জনসভায় বললেন, 'ফর্মের এক জায়গায় বলা হয়েছে, বাবার বার্থ সার্টিফিকেট নিয়ে আসতে হবে। সবার কাছে বাবার বার্থ সার্টিফিকেট আছে তো? আমার কাছে নেই।' এটা যে একটি ভুল বিবৃতি, সিএএ ডকুমেন্ট পড়লেই বোঝা যায়। এইভাবে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার কি কোনও প্রয়োজন আছে?

টেলিকম বিভাগ ২৩ মার্চ ২০১৭ সালে একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে মোবাইল নম্বরগুলির সাথে আধারের লিঙ্ক করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সেটির বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন তাঁর ফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও তিনি এ নিয়ম মেনে চলবেন না। জানি না, তাঁর ফোন এখনও কি আধারের সাথে লিঙ্কবিহীন! তবে আমি নিশ্চিত আমার-আপনার সবার ফোন এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সাথে আধার লিঙ্ক রয়েছে।

ভারতে নাগরিকত্ব চারটি পদ্ধতিতে পাওয়া যায় ; জন্মসূত্রে, উত্তরাধিকার সূত্রে, রেজিস্ট্রেশন বা নথিভুক্তির মাধ্যমে এবং নাগরিকত্ব অর্পণের মাধ্যমে। এবং এই 'সিএএ' নাগরিকত্ব অর্পণের কথাই বলছে। সিএএ-তে ২(১)(বি)-র শেষে নতুন অনুচ্ছেদ যোগ করা হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখ বা তার আগে আফগানিস্তান, বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান থেকে ভারতে আসা হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষ যাদের পাসপোর্ট আইন এবং ফরেনার্স আইনের প্রয়োগ থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে, তাঁদের অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হিসাবে গণ্য না করার কথাই বলা হয়েছে। এবং এ দেশে বসবাসের ন্যূনতম সময় ১+১১ বছরের পরিবর্তে ১+৫ বছর হবে। প্রশ্ন, মুসলিম সম্প্রদায় কী করবেন? তাঁরা পূর্ববর্তী নিয়ম অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন বা নথিভুক্তির মাধ্যমে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারবেন, তবে ১১ বছর বসবাসের পর। ১৯৫০-এর ২৬ জানুয়ারি ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের কার্যকরী সংবিধান অনুযায়ী, ভারতে জন্মেছেন যিনি, তিনিই নাগরিক। বা কারও বাবা ও মা'র মধ্যে যদি একজনও ভারতে জন্মান, সন্তান নাগরিক। কেউ অবিভক্ত ভারতে জন্মালে বা তাঁর বাবা-মা অথবা ঠাকুরমা-ঠাকুরদা'র কোনও একজন অবিভক্ত ভারতে জন্ম নিয়ে থাকলে তিনি নাগরিক। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারির আগে যাঁরা পাকাপাকি ভাবে ভারতে থাকার জন্য এসেছেন, তাঁরাও নাগরিক। ১৯৫৫-এর সংশোধিত আইন অনুযায়ী, ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ থেকে ১৯৮৭ সালের ১ জুলাইয়ের আগে ভারতে জন্মালেই, তিনি নাগরিক। পরে এই সময়সীমা বাড়িয়ে ২০০৪-এর ৩ ডিসেম্বর করা হয়। কেউ ভারতীয় নাগরিককে বিয়ে করলে এবং ৫ বছর বসবাসের পর নিবন্ধীকৃত হলেও নাগরিকত্ব পাবেন। ২০০৩ সংশোধনী আইন অনুযায়ী, ৩ ডিসেম্বর ২০০৪-এর পর ভারতে জন্ম নেওয়া যে কেউ নাগরিক হতে পারেন, যদি তাঁর বাবা-মা'র কেউ একজন ভারতীয় নাগরিক হন। কিন্তু যদি বাবা-মায়ের মধ্যে অন্তত একজন ভারতীয় নাগরিক না হন, তাহলে সন্তানের নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। উপরোক্ত কারুর জন্যই সিএএ কার্যকর হবে না। মুসলিম-সহ ভারতীয় নাগরিকদের সঙ্গে সিএএ-র কোনও সম্পর্কই নেই। পাসপোর্ট বা ভিসার মতো নথি না থাকলেও ভারতীয় নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করা যাবে। এ দেশে বসবাসের ন্যূনতম সময় ১+১১ বছরের পরিবর্তে ১+৫ বছর হবে। সিএএ-র ৬(বি)-র সংযোজন অনুযায়ী, এই সংশোধন ধারা আসাম, ত্রিপুরা, মণিপুর ও মিজোরামে প্রযোজ্য হবে না। এবার সংক্ষেপে ভারতীয় নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে গেলে কী করতে হবে, সেটা নিয়ে আলোচনা করা যাক।

সাত রকমের ফর্ম রয়েছে। প্রত্যেকটি দেশের থেকে আগত শরণার্থীদের জন্য আলাদা আলাদা ফ্রম। শিশুদের জন্য আলাদা ফর্ম। কারুর বাবা কিংবা মা, ভারতীয় বলে নাগরিকত্বের দাবি জনাতে চান, আলাদা ফর্ম। পোর্টাল Indian citizenship online নামে একটি পোর্টাল খোলা হয়েছে। আবেদন করার জন্য ই-মেইল আইডি এবং মোবাইল নাম্বার থাকা দরকার, ওটিপি'র জন্য। পাসপোর্ট আবেদন করার মতন, টেম্পোরারি আইডি এবং ওটিপি দিয়ে লগইন করার পর, সমস্ত নিয়মাবলী এবং কী কী নথি পত্র লাগবে পোর্টালে জানানো হবে। নাম, ঠিকানা, পরিবার-সহ তথ্যের সাথে ফটো আপলোড করতে হবে। এরপর স্ক্যান পিডিএফ ডকুমেন্টগুলি আপলোড করে, Final submit to the Ministry বাটনে ক্লিক করে, অনলাইন পেমেন্ট করতে হবে। আবেদন পত্রের প্রিন্ট সঙ্গে অরিজিনাল নথি পত্র নিয়ে জেলা প্রশাসকের অফিসে জমা করতে হবে। যদি আবেদন পত্র গৃহীত হয়, তবে রাজ্য সরকার আবেদনকারীর ঠিকানায় শংসাপত্র পাঠিয়ে দেবে। তবে এখানে সময়সীমা উল্লেখ করা নেই। যেটা সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জানার, কী কি নথি পত্র লাগবে আবেদন করতে। নথির উল্লেখে তিনটি তফসিল (Schedule) পাই। Schedule A– B & C। Schedule A এবং B-এর প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে উল্লিখিত নথিগুলির যে কোনও একটি জমা দিতে হবে। এবং উক্ত নথিগুলির বৈধতার মেয়াদের পরেও গ্রহণযোগ্য হবে। Schedule A তে উল্লেখ করা আছে, (১) আফগানিস্তান, বাংলাদেশ বা পাকিস্তান সরকার কর্তৃক জারি করা পাসপোর্টের অনুলিপি। (২) ফরেনার্স রিজিওনাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার কর্তৃক জারিকৃত রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট বা আবাসিক পারমিট। (৩) আফগানিস্তান, বাংলাদেশ বা পাকিস্তান সরকার দ্বারা জারি করা জন্ম শংসাপত্র। (৪) আফগানিস্তান, বাংলাদেশ বা পাকিস্তানের স্কুল সার্টিফিকেট বা শিক্ষাগত শংসাপত্র। (৫) আফগানিস্তান, বাংলাদেশ বা পাকিস্তান বা অন্য কোনও সরকারি এজেন্সি কর্তৃক জারি করা যে কোনও ধরনের পরিচয় নথি। (৬) আফগানিস্তান, বাংলাদেশ বা পাকিস্তানের সরকারি কর্তৃপক্ষ দ্বারা জারি করা যে কোনও লাইসেন্স বা শংসাপত্র। (৭) আফগানিস্তান, বাংলাদেশ বা পাকিস্তানে জমির রেকর্ড। (৮) যে কোনও নথি যা দেখায়, আবেদনকারীর পিতা-মাতা বা দাদা-দাদির মধ্যে একজন আফগানিস্তান, বাংলাদেশ বা পাকিস্তানের যে কোনও একটির নাগরিক ছিলেন। (৯) সরকারি কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা দ্বারা জারি করা অন্য কোনও নথি যা নিশ্চিত করবে আবেদনকারী আফগানিস্তান, বাংলাদেশ বা পাকিস্তানে ছিলেন।

আবেদনকারী ৩১ /১২ /২০১৪'র আগে ভারতে প্রবেশ করেছেন, তার জন্য Schedule B তে উল্লিখিত যে কোনও একটি নথি দিতে হবে। (১) ভারতে প্রবেশের সময় ভিসা এবং ইমিগ্রেশন স্ট্যাম্পের কপি। (২) ভারতের ফরেনার্স রিজিওনাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার কর্তৃক জারিকৃত রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট বা আবাসিক পারমিট। (৩) আদমসুমারি সম্পর্কিত জরিপ পরিচালনা করার সময় এধরনের ব্যাক্তিদের ভারতে আদমসুমারি গণনাকারীদের দ্বারা জারি করা স্লিপ। (৪) ভারত সরকার দ্বারা জারি করা লাইসেন্স বা শংসাপত্র বা পারমিট। (৫) ভারতে জারি করা রেশন কার্ড। (৬) সরকারি স্ট্যাম্প সহ আবেদনকারীকে সরকার দ্বারা জারি করা যে কোনও চিঠি। (৭) ভারতে জারি করা জন্ম শংসাপত্র। (৮) আবেদনকারীর নামে ভারতে জমি বা ভাড়ার রেকর্ড বা নিবন্ধিত ভাড়া চুক্তি। (৯) প্যান কার্ড ইসুকরণ নথি, তারিখ সহিত। (১০) কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার বা যে কোনও পাবলিক সংস্থা দ্বারা জারি করা অন্য কোনও নথি। (১১) কোনও গ্রামীণ বা শহুরে সংস্থার নির্বাচিত সদস্য কর্তৃক জারি করা শংসাপত্র। (১২) ব্যাঙ্ক (বেসরকারি সহ) বা পোষ্ট অফিসের সঙ্গে সম্পর্কিত যে কোনও রেকর্ড বা অ্যাকাউন্টের বিবরণ। (১৩) আবেদনকারীর নামে ভারতে বিমা কোম্পানি দ্বারা জারি করা বিমা পলিসি। (১৪) আবেদনকারীর নামে বিদ্যুৎ বা অন্যান্য ইউটিলিটি বিল। (১৫) আবেদনকারীর বিষয়ে ভারতে আদালতের রেকর্ড। (১৬) EPF বা ESIC নথি। (১৭) ভারতে জারি করা আবেদনকারীর স্কুল ছাড়ার শংসাপত্র। (১৮) স্কুল বা কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা জারি করা অ্যাকাডেমিক শংসাপত্র। (১৯) আবেদনকারীর নামে পুরসভার ট্রেড লাইসেন্স ইস্যুর নথি। (২০) বিবাহের শংসাপত্র।

Schedule C তে আছে একটি শপথনামা। শপথনামায় সেই দেশের সম্পূর্ণ ঠিকানা এবং ভারতে প্রবেশের তারিখ, সাল এবং মাস উল্লেখ করতে হবে।

এবার প্রশ্ন অথবা ধোঁয়াশা যেটা পর্যবেক্ষিত হচ্ছে, যাঁরা ভারতে পাঁচ বছরের বেশি আছেন, Schedule B-র একটি নথি তাঁদের কাছে থাকবেই। অন্তত পঞ্চায়েত বা পৌর প্রতিনিধির সার্টিফিকেট জোগাড় করা অসম্ভব নয়। কিন্তু যাঁরা এক কাপড়ে দেশ ছেড়ে এসেছেন, তাঁদের কাছে Schedule A-র একটি নথিও না থাকতেই পারে। এবার সেটাকে সামলানোর চেষ্টা Schedule C-র শপথনামার মাধ্যমে। এখানে আবেদনকারীকে ঘোষণা করতে হবে, তিনি পাসপোর্ট আইন ও বিদেশী আইনে দেওয়া ছাড়ের উপযুক্ত। এবং এর জন্য কোনও প্রমাণ দিতে হবে না। কিন্তু যদি তাঁর নাম ভোটার লিস্টে থাকে, তাহলে মিথ্যে শপথনামার অভিযোগের চাপ থেকেই যাবে। অর্থাৎ যাঁদের নাম ভোটার লিস্টে নেই, একমাত্র তাঁরাই নিশ্চিন্তে আবেদন করতে পারবেন। অন্তত জাল নথির ভিত্তিতে ভোটার তালিকায় নাম তোলার অভিযোগ আসবে না। কিন্তু এমন কি কেউ আছেন? সম্ভবত নয়। অর্থাৎ এখানে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীর চাপ একটা থেকেই যাবে। এই ধোঁয়াশাটি সরকারকেই পরিষ্কার করে বোঝাতে হবে। যদিও ২(১)(বি)-র শেষে নতুন অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা আছে, যাঁদের পাসপোর্ট আইন এবং ফরেনার্স আইনের প্রয়োগ থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে, তাঁদের অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হিসাবে গণ্য না করার কথা। তবে এটা আরও পরিষ্কার করে আবেদনকারীদের বোঝানোর প্রয়োজন আছে। এবং যাঁদের EPF বা ESIC account আছে, সেখানে ভোটার কার্ড লিঙ্কড। আর জাল নথির ভিত্তিতে যদি ভোটার তালিকায় নাম তুলে থাকেন, তাহলে অভিযোগ আসবে এবং ধরা পড়ে যাবেন। এবার অনেকের কাছেই পরিষ্কার হয়ে যাবে, কেন এই বিরোধিতা 'সিএএ' লাগু না করার জন্য।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন কার্যকর করা হয়েছে দেশজুড়ে। অবশ্যই মোদি সরকারের একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ, তবে কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে, যার উত্তর তাঁদেরকেই দিতে হবে। তবে রাজনৈতিক ফয়দা তুলতে অযথা এটি নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা অনুচিত। যেটি সত্য এবং ডকুমেন্টে উল্লেখ করা আছে, সেটিই সাধারণ মানুষকে বোঝান, তাঁদের পাশে দাঁড়ান। সুযোগ করে দিন, সাহায্য করুন তাঁদেরকে ভারতীয় নাগরিক হতে।

রামাবতার শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব

তোমার জন্মভূমি উদ্ধারের তরে বহুবর্ষ ধরি তবভক্তগণ সীতারাম নাম সদা করে প্রেমভরে সত্বর তাদের করো অভীষ্ট পূরণ।

শান্তনু ভট্টাচার্য

সমগ্র পৃথিবীর সনাতন হিন্দু ধর্মের কোটি কোটি ভক্তসন্তান প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে বিষ্ণুর সপ্তম অবতার হিসেবে পূজা করে আসছেন। বহু বছর ধরে গবেষণার পর ঐতিহাসিক তত্ত্বে প্রমাণিত পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যার সরযূ নদীর তীরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হিন্দদের দশাবতারের সপ্তম অবতার হিসেবে গণ্য। দেশ বিদেশ জুড়ে শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবের ভক্তগণ ত্রৈকালিক আরাধনায় বহুবছর ধরে রামজন্মভূমি উদ্ধারের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে এসেছে। সুদীর্ঘকাল পরে সেই আশা পূরণ হয়েছে। এমন আনন্দের সময়ে প্রাণের ঠাকুর সীতারামজি স্থূলদেহে না থাকলেও তিনি যে সূদদেহে সবই অবলোকন করছেন। সীতারামজির প্রতি লোমকূপে লেখাছিল রামনাম। শুধু তাই নয় তাঁর প্রতিটি শিষ্যের কাছে দীক্ষাদানের দক্ষিণা হিসেবে নিতেন একটি হরিতকী আর বস্ত্র হিসেবে একটি উপবীত আর দীক্ষা সমাপনান্তে প্রতিটি শিষ্যকে দিতে হত চারলক্ষ নাম লেখা খাতা। শিষ্যগণের লেখা কোটি কোটি রামনাম খাতাগুলি ডুমুরদহ রামাশ্রম সহ দেশের বিভিন্ন আশ্রমে থরে থরে সাজানো আছে। মঠ থেকে নামমাত্র মূল্যে অথবা বিনামূল্যে খাতাগুলি দেওয়া হত শুধুমাত্র রামনাম লেখার জন্য। ঠাকুর বলতেন, 'তুমি যখন রামনাম লিখছ তখন তোমার মনে শ্রীরামের স্মরণ,মুখে মৌন উচ্চারণ, হাতে নামের স্পর্শ-সমস্ত প্রধান ইন্দ্রিয়গুলি নামের বন্যায় একমুখী হয়ে থেকেছে। রামনাম স্মরণ মননের এর চেয়ে বড় উপায় আর কি হতে পারে। মহাযোগী ওঙ্কারনাথদেবের ইষ্টমন্ত্র ছিল রাম। তাই স্বাভাবিকভাবেই তিনি ছিলেন রামধারক, রামবাহক এবং শ্রীরাম সারথি। তাঁর লেখা ত্রৈকালিক স্তবমালায় ছিল শুধুই রামগান। তিনি রামায়ণী গানের সুরারোপ করেছিলেন তিলক কামোদ রাগের আশ্রয়ে। বড় মধুর সে রামায়ণী গান। প্রণবান্তর্গত সীতারাম অর্থাৎ ওঙ্কারচিহ্নের মধ্যে যে রামসীতা অবস্থান করতেন তাকে প্রতিটি শিষ্যের কাছে তিনি তুলে ধরতে চাইতেন।

সীতারামজির বাল্যকাল থেকেই হরিনাম শুনলেই সমাধি হত। একবার এমন এক হরিনাম প্রাঙ্গণে হরিনাম শুনতে শুনতে তিনি সমাধিস্থ হয়ে যান। তাঁর দিদিমা মনে করলেন ছেলের তরকা হয়েছে। কিন্তু মূল গায়েন দিদিমাকে অভয় দিয়ে বললেন ছেলের কিছু হয়নি, নাম শুনে সমাধিস্থ হয়েছে। কেউ স্পর্শ করো না, শুধু রামনাম করলেই এই রোগ সেরে যাবে। ছেলের কাছে রামনাম করতেই কিছুক্ষণের মধ্যেই শিশুটি জেগে উঠল। এমন ঘটনা ওঙ্কারনাথের জীবনে বহুবার ঘটেছে।

ওঙ্কারনাথদেবের কাছে প্রবোধ মিত্র নামে জনৈক ভক্ত কৃপা প্রার্থনা করতে এসেছিলেন। ওঙ্কারনাথদেব তাঁকে বললেন, যদি দীক্ষা নাও তবে রোজ জপ করতে পারবে? প্রবোধবাবু বললেন , না না ঐ তামার পাত্রটা দেখলেই আমার বিরক্ত লাগে। আমি জপ করতে পারিনা। ওঙ্কারনাথদেব জিজ্ঞাসা করলেন তবে এখানে এসেছ কেন? আচ্ছা তুমিই বল তুমি কী করতে পারবে। প্রবোধবাবু বললেন, আমি রাম নাম লিখতে পারব। ওঙ্কারনাথদেব বললেন, বেশ বেশ তাতেই হবে। এরপর প্রবোধ মিত্র দিনে ৯ ঘণ্টা শ্রীরাম নাম লিখতে লাগলেন। ক্রমে তাঁর সবক্লান্তি আলস্য দূর হয়ে গেল। তিনি অন্তর থেকে পরিবর্তিত হলেন। শুধুমাত্র রাম নাম লিখেই তিনি নাদ জ্যোতি লাভ করলেন। তাঁর দিব্য অনুভূতির কথা শুনে ওঙ্কারনাথদেব খুব প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ করে বললেন, সাবাস বেটা, চালিয়ে যা। যারা সর্বদা রামনাম করে তাদের মোক্ষ লাভ হয়। শ্রদ্ধার সঙ্গে রাম নাম লিখলে রোগী রোগ মুক্ত হয়, আর ভোগী তার অভিলষিত ভোগ লাভ করে। তিনি লিখেছেন ওরে আমরা স্বরূপহারা জীব। তিনি রাম নাম এতটাই ভালবাসতেন যে তাঁর সাহিত্যে তিনি তা যোগ করেছিলেন। তাঁর রচিত কথা রামায়ণ, বিজনে বিজয়া,মিলন যজ্ঞ, নাম রামায়ণ, জগৎগুরু রামানন্দ,শ্রীশ্রী রামনাম মহিমা ইত্যাদি নানা গ্রন্থে রামকে তিনি নানা দৃষ্টিকোন থেকে পর্যালোচনা করেছেন। আজ তাঁর অভীষ্ট পূর্ণ হয়েছে, তিনি সারাজীবন সীতারামের দাস হিসেবে নিজেকে চিহ্নিত করেছেন। তিনি নিজে রামানুজ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব শাখায় দীক্ষিত হয়েও ভক্তের আধার অনুযায়ী শাক্ত,শৈব, বৈষ্ণব সব মন্ত্রেই দীক্ষাদান করেছেন।

পুস্তক পরিচয়

আধুনিক কবিতার বেড়াজালে বাঙালির নাভিশ্বাস

সত্যব্রত কবিরাজ

তৃতীয় নয়নে- কবিতা সংকলন গ্রন্থটিতে মোট কবিতার সংখ্যা ঊনষাটটি। পৃষ্ঠা বাহাত্তর। বাঙালি কবির সংখ্যা নেহাত কম নয়। বিশ্বকবিদের দরবারে সমান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত বাঙালি কবিদের সংখ্যা নেহাত কম নয়। তার সঙ্গে অল্পবিস্তর কাব্যচর্চাকারী কবির সংখ্যাও কম নয়। মাত্র কয়েকটি কবিতা রচনা করেই এমন অনেক বাঙালি কবি এবং মহিলা কবি সাহিত্যের জগতে তাদের স্থায়ী আসন করে নিতে পেরেছেন অনায়াসে। সুনির্মল বসু, সুকুমারি দাসী, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, যতীন্দ্রনাথ সেনগু প্ত প্রমুখর নাম করা যায় যাঁরা বাংলার প্রথিত যশা কবিদের সমসাময়িক সময়েই তাদের রচনার স্বকীয়তায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন, কালউত্তীর্ণ কবি হিসেবে। তাদের কবিতা সকল সময়েই প্রাসঙ্গিকতার অঙ্গীকার বহন করছে। সেগুলি পড়লে আমাদের অন্তরের ভাবমুখগুলির উন্মেষ ঘটে, অন্তরের ভাবনাগুলি ডানা মেলার ফুরসত পায়। কিন্তু কালজয়ী কবিদের আমরা অবহেলা করছি। তাদের এই অবহেলার মাশুল আমাদের এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে চোকাতেই হবে।

বর্তমান কবিতা সংকলন তৃতীয় নয়নে-এর লেখককবি দীপক সাহার একটি কবিতা এখানে তুলে দেওয়ার লোভ সামলাতে পারলাম না। কবিতার নাম 'কবিতার আঁতুরঘর'- কত শব্দের সংহার করে, জন্ম হয় একটি কবিতার। বাতিল শব্দরা জমা হয়ে গড়ে কবিতার আঁতুর ঘর। অসম্পূর্ণ শব্দরা সব রয়,ছড়িয়ে পড়ে মেঝের পর, ছেঁড়া কাগজের টুকরোতে,মৃত শব্দের কালির আঁচড়। এক বাতিল শব্দের সাথে,মৃত্যু ঘটে একটি কবিতার,হয়তঃ বা জন্ম হতে পারত, নব ঘরানার এক কবিতার। কিছুতেই যেন হয় না তৃপ্তি, যদি ব্যর্থ হই মেলাতে ছন্দ,শব্দের খোঁজে ঘুরে বেড়াই,মিললে পরে মেলে আনন্দ। কবিতা মোর মনের ভাষা,কবিতা মোর মনের কথা, বাস্তব আর কল্পনা মিশে, জন্ম নেয় সার্থক কবিতা। নিষেধের ভয়ে বহু ঘটনা,কবিতা রূপে জন্ম নেয়না। মৃত্যু ঘটে অন্তরের গভীরে,আঁতুড় ঘরে চিহ্ন থাকেনা ।এছাড়া একমুঠো ভাত, স্তনকর বা মুল্লাক্করম,ভাইফোঁটা, প্রশ্ন,দাহ, মুখোশ,হারুর মা,একটি কালো মেয়ের কথা, আস্থা ইত্যাদি কবিতাগুলিও পাঠককে আনন্দ দেবে।

তৃতীয় নয়নে
দীপক সাহা
প্রকাশক : আমি বাঙালি, পত্রভারতী
মূল্য : ১৮০ টাকা।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

জমি সংক্রান্ত বিবাদে কুপিয়ে খুন তৃণমূল কর্মীকে, অভিযোগের তীর কংগ্রেসের দিকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: জমি সংক্রান্ত বিবাদে কুপিয়ে খুন এক তৃণমূল কর্মীকে। মৃত ব্যক্তির নাম সাকিব মণ্ডল। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার রাতে নদিয়ার থানারপাড়া থানা এলাকার মোক্তারপুর গ্রামে। বাড়ির কাছেই রক্তাক্ত জখম অবস্থায় আহত সাকিবকে উদ্ধার করে স্থানীয় নতিডাঙা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। ঘটনার পর এখনো পর্যন্ত মোট তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃত তিনজনের নাম টারজান মণ্ডল, একরামুল মণ্ডল, শাজাহান মণ্ডল। মৃত সাকিব এলাকায় তৃণমূল কর্মী হিসেবে পরিচিত। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ওই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নির্দল সিপিআইএম এবং কংগ্রেস মিলে বোর্ড গঠন করে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরেও বিরোধীদের হাতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ছিল সাকিব। ঘটনার পর স্থানীয় থানায় অভিযোগ হয়েছিল

বেশ কয়েকজন কংগ্রেস কর্মীর নামে। থানায় অভিযোগ হওয়ার পর সাকিবের বাবা সাইদুল মণ্ডলকে অভিযোগ তুলে দিতে বারংবার চাপ সৃষ্টি করেছিল এলাকার কংগ্রেস কর্মীরা। যদিও চাপের কাছে নত শিকার করেনি সাইদুল মণ্ডল। সেই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি বলে মনে করছে মৃত সাকিবের পরিবার। শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় যাওয়ার সময় সাকিবকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাথারি কোপায়। বাড়ি থেকে প্রায় ৪০০ মিটার পর্যন্ত রাস্তায় রক্ত পড়েছিল। আর তা থেকেই পরিবারের অনুমান তাকে রাস্তায় কোপাতে কোপাতে নিয়ে এসেছিল দুষ্কৃতীরা। যদিও এই ঘটনায় কোনও রাজনৈতিক রং নেই বলেই জানিয়েছে পুলিশ। ঘটনায় অভিযোগের তীর উঠেছে কংগ্রেসের দিকে। এ বিষয়ে তৃণমূল নেতা তথা পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি মিঠু শেখ বলেন, তৃণমূল কর্মী সাকিব খান খুনে অভিযুক্তরা প্রত্যেকেই কংগ্রেস কর্মী হিসেবে পরিচিত। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে থেকেই এলাকায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল তারা এমনকি তৃণমূল কর্মীকেও মারধর করার অভিযোগ রয়েছে স্থানীয় থানার পাড়া থানায়। এই ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ হবে তাই কংগ্রেস বলেই দাবি করেন মিঠু শেখ। যদিও ঘটনার দায় অস্বীকার করেছে কংগ্রেস। নদিয়া জেলা কংগ্রেস মুখপাত্র শিলভী সাহা বলেন, এর সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক যোগ নেই। শুধু শুধু কংগ্রেসের নামে অপপ্রচার করার চেষ্টা করছে তৃণমূল কংগ্রেস। সামনে যেহেতু লোকসভা নির্বাচন তাই বাজার গরম করতে চাইছে তৃণমূল। এটা সম্পূর্ণ ওদের দলীয় কোন্দলে খুন। যদিও ঘটনায় জড়িত থাকার অপরাধে তিনজন কংগ্রেস কর্মীকে বিনা কারণে গ্রেপ্তার করেছে বলে অভিযোগ করেন কংগ্রেসের মুখপাত্র। যদিও সাকিব মণ্ডলের স্ত্রী মারুফা বিবি জানান, আমার স্বামী তৃণমূল কংগ্রেস করতে বলে ওরা কংগ্রেসে যাওয়ার জন্য প্রায়ই চাপ দিত। আমার স্বামী তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যেতে চাইত না আর তাই কংগ্রেসর রাই আমার স্বামীকে খুন করেছে। ঠিক কি কারণে খুন তার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

পানীয় জলের সংকট মেটাতে ও আর্তের সেবায় অ্যাম্বুল্যান্স প্রদান অপরূপার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: পথচলতি মানুষের পানীয় জলের সমস্যা মেটানোর পাশাপাশি আরামবাগের প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী দিঘির মেলায় আগত পুণ্যার্থীদের পানীয় জলের সংকট মেটাতে উদ্যোগ নিলেন আরামবাগের প্রাক্তন সাংসদ অপরূপা পোদ্দার। শনিবার আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন সাংসদ অপরূপা পোদ্দারের সাংসদ তহবিল হতে সাবমার্শিবল পাম্পের ভিত্তি স্থাপন হয় ডিহিবায়রা দিঘির পাড়ের দুর্গা মন্দির সংলগ্ন এলাকায়। পাশাপাশি নাগরিকদের সেবায় একটি অ্যাম্বুল্যান্স প্রদান করেন তিনি। জানা গেছে অ্যাম্বুল্যান্সটি ক্ষীরপাই পুরসভার নাগরিকদের সেবার জন্য প্রদান করেন সাংসদ অপরূপা পোদ্দার। ক্ষীরপাই পুরসভার পক্ষ থেকে সাংসদকে আবেদন করেছিল এলাকায় নাগরিকদের পরিষেবা দেওয়ার জন্য একটি অ্যাম্বুল্যান্স দেন। সেই মতো অ্যাম্বুল্যান্স প্রদান করে কথা রাখলেন আরামবাগ সাংসদ অপরূপা পোদ্দার। শনিবার হুগলির আরামবাগ ব্লকের মায়াপুর ২ নম্বর অঞ্চলের রনজিত রায় দিঘিরপাড় দুর্গা মন্দিরের নিকট এলাকাবাসী সহ

পথে চলতে মানুষদের সুবিধার্থে সাবমার্শিবেলটি বসানো হয়। মায়ের মন্দিরে পুজো দিয়ে ফিতে কেটে এবং নারকেল ফাটিয়ে শুভ সূচনা করেন সাংসদ অপরূপা পোদ্দার। ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী দীপক রায়, পঞ্চায়েত সদস্য থেকে শুরু করে ওই এলাকার মানুষ। সাংসদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ। সাংসদ অপরূপা পোদ্দার বলেন, রনজিত রায়ের দিঘির মেলা বিখ্যাত, এখানে চৈত্র মাসে এই মেলাকে কেন্দ্র করে শুধু আরামবাগবাসী নয় বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষ আসেন। এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের একটা দাবি ছিল এখানে একটা পাম্প বসানো হোক। আমরা পাম্প বসিয়ে দিয়েছি। সেই সঙ্গে ক্ষীরপাই পুরসভাতে একটা ট্রমা কেয়ার অ্যাম্বুল্যান্স আমরা সাংসদ তহবিল থেকে দিলাম। আমাকে পুরসভার চেয়ারম্যান, মহকুমা শাসক বলেছিলেন। তাই অ্যাম্বুল্যান্সটি ক্ষীরপাই পুরবাসীর জন্য দেওয়া হল। স্থানীয় মানুষ প্রতিমা কর্মকার বলেন, দীর্ঘদিন ধরে এখানে জলের সমস্যা হচ্ছিল, সাংসদ তিনি তার তহবিল থেকে এখানে একটা সাবমার্শিবল পাম্প বসিয়ে দিয়েছেন। এলাকার সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন। প্রসঙ্গত কয়েক দিন আগে সংসদ তহবিল থেকে আরামবাগ বনদপ্তরকে একটি অ্যাম্বুল্যান্স প্রদান করেছিলেন বন্যপ্রাণী রেসকিউয়ের জন্য। এই বিষয়ে সমাজ সেবী দীপক রায় বলেন, এলাকার প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ও ঐতিহাসিক মেলা হল দিঘির মেলা। মা দুর্গার পুজোপাঠ হয়। এই বহু দূর দূরান্ত থেকে পুণ্যার্থীরা আসেন। তাই পথচলতি মানুষ ও মেলায় আগত পুণ্যার্থীদের সুবিধার্থে প্রাক্তন সাংসদ অপরূপা পোদ্দার এই পাম্পটি বসিয়ে দিয়ে খুবই উপকার করেছেন।

নির্বাচনী নির্ঘণ্ট ঘোষণা হতেই জানানো হল নির্বাচন বিধি

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: প্রত্যাশামতো শনিবার বিকেলে নির্বাচনী নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়ে গেল। নির্বাচন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল নির্বাচন বিধি। জেলা নির্বাচন কমিশনের অনুমতি ছাড়া কোনও সভা, মিছিল, বা নির্বাচন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড করা যাবে না। সে ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট অ্যাপের মাধ্যমে অনুমতি নিতে হবে বলে শনিবার বিকেলে জেলাশাসকের দপ্তরে সাংবাদিক বৈঠক করে জানালেন উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসক শরদ কুমার দীবেদি। এদিন তিনি বলেন, সুবিধা অ্যাপের মাধ্যমে মিটিং মিছিলের আবেদন করতে হবে রাজনৈতিক দলগুলির। আমরাও তাদের অ্যাপের মাধ্যমেই অনুমতি দেব। জেলায় কতগুলি স্পর্শকাতর বুথ সে বিষয়ে ডিএম কোনও পরিসংখ্যান দেননি।

উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় মোট ৫টি লোকসভা আছে। বারাসাত, দমদম, ব্যারাকপুর, বনগাঁ ও বসিরহাট লোকসভা আছে। পঞ্চম দফা, ২০ মে ভোট হবে ব্যারাকপুর ও বনগাঁয় এবং সপ্তম দফা, ১ জুন ভোট হবে দমদম, বারাসাত, বসিরহাটে। জেলায় মোট ভোটারের সংখ্যা ৮২,১০,৪০৭ জন। এদের মধ্যে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ৪১,৪৮,৬০৫, মহিলা ৪০,৬১,৫৫২ এবং তৃতীয় লিঙ্গ ২৫০ জন। পিডাবলুডি ভোটার ৩৬,৫৯১ এবং ৮৫ বছর বয়সের উপরের ভোটার সংখ্যা ৫৮,৬৯৯ জন। পোলিং স্টেশন ৮,৬৪৭টি বলে জানান জেলাশাসক।

রবিবার থেকেই জেলার বিভিন্ন জায়গায় ভোটারদের নিরাপত্তার জন্য পুলিশের ফ্লাইং স্কোয়াড টিম টহল দেবে। নির্বাচন সংক্রান্ত যে কোনও বিষয়েই ভোটাররা প্রশাসনের হেল্প লাইন নম্বরে অভিযোগ জানাতে পারবেন। জেলার বনগাঁ এবং ব্যারাকপুর লোকসভায় ভোট হবে ২০ মে। পঞ্চম দফায় ব্যারাকপুর এবং বনগাঁ লোকসভার ভোটের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি হবে আগামী ২৬ এপ্রিল। মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ৩ মে। ৪ মে হবে স্কুটিনি। মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন ৬ মে। আর সপ্তম দফায় ভোট হবে দমদম, বারাসত এবং বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে। বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে ৭ মে। মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন ১৪ মে। স্কুটিনি হবে ১৫ মে। মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন ১৭ মে। এই তিন কেন্দ্রে ভোট হবে ১ জুন।

সিএএ এর বিরোধিতা, নিঃশর্ত নাগরিকত্ব দাবিতে টায়ার জ্বালিয়ে রাস্তা অবরোধ-বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: সিএএ এর বিরোধিতা করে নিঃশর্ত নাগরিকত্ব দাবিতে টায়ার জ্বালিয়ে রাস্তা অবরোধ, বিক্ষোভ বনগাঁ-গাইঘাটায়। কোনমতেই কেন্দ্রীয় সরকারের লাগু করা সিএএ আমরা মানছি না, মানব না। 'আমরা নিঃস্বার্থ নাগরিকত্ব চাই' এই দাবি তুলে মতুয়াদের একাংশ বনগাঁ ১ নম্বর রেলগেট সংলগ্ন হরিচাঁদ ঠাকুরের মূর্তির সামনে জড়ো হয়। এরপর ১ নম্বর রেলগেট লাগোয়া যশোর রোডে রাস্তা অবরোধ করে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে তারা। তাদের একটাই দাবি নিঃশর্ত নাগরিকত্ব চাই। তাদের অভিযোগ বিজেপির নেতারা মুখে এক বলছে কাজে এক করছে। সিএএ নিয়ে দীর্ঘদিনের আন্দোলন আমাদের। অবশেষে কেন্দ্র সরকার সিএএ লাগু করেছে, তবে তা শর্তসাপেক্ষ। সিএএ আবেদন করতে কেন লাগবে কাগজপত্র? আমরা তো চেয়েছিলাম নিঃশর্ত নাগরিকত্ব। পাশাপাশি এদিন একই দাবি তুলে মতুয়া ভক্তরা প্রায় এক ঘণ্টা যশোর রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে গাইঘাটায়। নিঃশর্তে নাগরিকত্বের দাবিতে গাইঘাটা থানার সামনে যশোর রোডের টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ শান্তি হরি গুরুচাঁদ মতুয়া ফাউন্ডেশন এর পক্ষ থেকে। প্রায় আধা ঘণ্টা ধরে চলে অবরোধ। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় গাইঘাটা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। অবরোধকারীদের বুঝিয়ে অবরোধ তুলে দেয়। এর ফলে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয় যশোর রোডে।

পরপর ঘটা চুরির তদন্তে নেমে গ্রেপ্তার ২ চোর

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: বারাসাত থানা এলাকায় ঘটা একের পর এক চুরির ঘটনার তদন্তে নেমে এবার দুই চোরকে গ্রেপ্তার করল বারাসাত থানার পুলিশ। অভিযুক্তদের একজন ব্যারাকপুরের অর্জুন সিং ওরফে বাবু ও সমর বিশ্বাস ওরফে সুবোধ বলে জানা গিয়েছে। প্রায় সাতটি কেসের সঙ্গে নাম জড়িয়ে রয়েছে তাদের। বারাসাত ও মধ্যমগ্রাম পুর এলাকার বিভিন্ন জায়গা থেকে বেশ কিছুদিন ধরে চুরির অভিযোগ আসছিল। আর সেই চুরির কিনারা করতেই তদন্তে নেমে ব্যারাকপুরের অর্জুন সিং ও সমর বিশ্বাসকে হেপাজতে নেয় পুলিশ। এই ঘটনা নিয়ে এদিন বারাসাত সাংবাদিক সম্মেলন করেন বারাসাতের এসডিপিও ভিদ্যাগর আজিনকে আনন্ত। এদিন তিনি জানান, দীর্ঘদিন ধরেই বারাসাত এলাকা জুড়ে চুরি হয়ে আসছিল। সেই ঘটনা তদন্তে নেমে ইতিমধ্যে

দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে পাশাপাশি চুরি হওয়া সোনার জিনিসগুলি যে দোকানে তারা বিক্রি করত সেই দোকানের মালিক কার্তিক দেবনাথকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি জানান, এরা ব্যারাকপুরে থাকলেও যে জায়গায় চুরি করবে মনস্থির করে সেখানে বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকে। সেখান থেকেই বিভিন্ন বাড়ির উপর নজরদিরি চালায়। সুযোগ বুঝেই চুরি করে সেই এলাকা ছেড়ে দিত। ফলে তাদের সনাক্ত করা সহজ হচ্ছিল না। বারাসাত থানার পুলিশ সেই অসম্ভব কাজ সম্ভব করে দেখাল। ৭০ শতাংশ অলঙ্কার উদ্ধার হয়ে গেছে। বাকিটাও উদ্ধার হয়ে যাবে বলে জানান এসডিপিও।

বালুরঘাটে বিজেপিতে যোগ দিলেন মতুয়া- নমঃশূদ্র সংগঠনের নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটে বিজেপির জেলা কার্যালয়ে মতুয়া মহাসংঘ, নমঃশূদ্র এবং উদ্বাস্তু সম্প্রদায়ের উত্তরবঙ্গের জেলা নেতৃত্ব বিজেপিতে যোগদান করলেন। শনিবার বালুরঘাটে বিজেপির জেলা কার্যালয়ে যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন বিজেপি প্রার্থী তথা বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজেপির বিভিন্ন সংগঠন রাজ্য ও জেলা নেতৃত্ব। এদিন মূলত মহাসংঘ, নমঃশূদ্র এবং উদ্বাস্তু সম্প্রদায়ের উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার প্রধানরা বিজেপিতে যোগদান করেন। যোগদানকারীরা এর আগে তৃণমূলের মতুয়া সম্প্রদায়ের সমর্থনকারী ছিলেন। এদিন তাঁরা বিজেপিতে যোগদান করলেন। বালুরঘাটে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বিজেপি কার্যালয়ে এদিন উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং সহ বিভিন্ন জেলা থেকে মতুয়া মহাসংঘের কার্যকর্তাগণ বিজেপিতে যোগদান করেন।

এবিষয়ে বিজেপিতে যোগদানের পর মথুয়া মহাসংঘের উত্তরবঙ্গ জোনের অবজারভার প্রশান্ত বিশ্বাস জানান, পরবর্তীতে জেলায় মতুয়া ও নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষজনকে বিজেপির পতাকা তুলে দেবেন। অর্থাৎ এই যোগদানের ফলে উত্তরবঙ্গের মতুয়া সম্প্রদায়ের এবং নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের ভোট লোকসভায় বিজেপির পক্ষে যাবে তা বলাই বাহুল্য। এবিষয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার জানান, এদিন এই যোগদান কলকাতায় হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ভোট প্রচারের কারণে তিনি জেলায় থাকায় এদিন বালুরঘাটে এই যোগদান অনুষ্ঠান হয়। এর ফলে দল অনেকটাই শক্তিশালী হবে বলে তিনি মনে করছেন।

শুভেন্দুর বিরুদ্ধে মিছিল এবং সভা খেজুরিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, খেজুরি: 'মাথা ঘুরছে, লো প্রেসার, ধপ ধপ করে পড়ে যাচ্ছে। পড়া শুরু হয়েছে উপর থেকে, নীচ অবধিও পড়া শুরু হবে।' শুক্রবার ভোটের প্রচারে কাঁথি লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত খেজুরিতে একটি জনসভায় যোগ দিয়ে এ কথা বলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার এর প্রতিবাদে মিছিল এবং সভার আয়োজন করা হয়েছে খেজুরিতে।

সেই কেন্দ্রে এবার বিজেপি প্রার্থী করেছে শুভেন্দুর ভাই সৌমেন্দু অধিকারীকে। যদিও শুভেন্দুবাবু সভা থেকে সরাসরি কারও নাম নেননি। তবে তৃণমূলের দাবি, অসুস্থ মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করতে গিয়েই কুরুচিকর মন্তব্য ও হেয় করেছেন শুভেন্দুবাবু। বিরোধী দলনেতার 'বিতর্কিত' মন্তব্যের প্রতিবাদে সমালোচনা শুরু হয়েছে তৃণমূলের অন্দরে। সেই সঙ্গে শনিবার প্রতিবাদ মিছিল এবং সভার আয়োজন করা হয়েছে খেজুরিতে।

চাকদার শিমুরালিতে মদের আসরে যুবককে কুপিয়ে খুন, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: মদের আসরে যুবককে কুপিয়ে খুন। মৃত যুবক আনুমানিক বছর ২৯ এর শুভ সাহা। নদিয়া জেলার চাকদা থানার অন্তর্গত শিমুরালির বাসিন্দা। ঘটনাটি ঘটে শনিবার রাতে শিমুরালি ভাগীরথী শিল্পা আশ্রম সংলগ্ন এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার রাতে চাকদা থানার অন্তর্গত শিমুরালি ভাগীরথী শিল্পা আশ্রম সংলগ্ন এলাকায় একটি ফাঁকা জায়গায় রাজকুমার বিশ্বাস ও শুভ সাহা নামে মাসতুতো দুই ভাই মিলে মদ্যপান করছিলেন। মদের আসরেই দুই ভাইয়ের মধ্যে বচসা হতেই রাজকুমার বিশ্বাস কোমর থেকে ধারালো অস্ত্র বের করে শুভ সাহাকে এলোপাথাড়ি কোপাতে থাকে। চিৎকার করে ওঠে শুভ। শুভর চিৎকারে ছুটে আসে প্রতিবেশীরা। দেখে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে শুভ। ততক্ষণে ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয় অভিযুক্ত রাজকুমার।

খবর দেয় চাকদা থানায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে চাকদা থানা পুলিশ। শুভকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে কল্যাণী জহরলাল নেহরু মেমোরিয়াল হাসপাতালে। হাসপাতালে আনার পর চিকিৎসকরা শুভকে মৃত বলে ঘোষণা করে। পুরনো শত্রুতার জেরেই এই খুন বলে অনুমান পুলিশের। ঘটনার পর থেকেই নিখোঁজ অভিযুক্ত রাজকুমার। রাজকুমারের খোঁজে এবং সমগ্র ঘটনার তদন্তে নেমেছে চাকদা থানার পুলিশ। অন্যদিকে এই ঘটনায় শনিবার সকালে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দু'জনকে আটক করেছে পুলিশ।

বীরপাড়া চা বাগানে খাঁচাবন্দি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বীরপাড়া: আলিপুরদুয়ারের বীরপাড়া চা বাগানে প্রায়ই চিতাবাঘ দেখা যায়। কয়েকদিন আগে চিতাবাঘের আক্রমণে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। চিতাবাঘ ধরতে গ্যারগাণ্ডা নদীর তীরে খাঁচা পেতেছিল বন দপ্তর। শুক্রবার রাতে সেই খাঁচায় আটকা পড়ল একটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ।

শনিবার সকালে চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য জলদাপাড়া নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানান জলপাইগুড়ি ডিভিশনের দলগাঁওয়ের রেঞ্জার ধনঞ্জয় রায়। তিনি জানান, বীরপাড়া চা বাগান ছাড়াও তুলসিপাড়া, রামঝোরা, রহিমপুর চা বাগানে চিতাবাঘ ধরতে খাঁচা পাতা হয়েছে।

ঘাটাল মহকুমায় ভোট হবে দু'দিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: শনিবার দুপুরে লোকসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা করা হয়েছে। বাংলায় ভোট হচ্ছে ৭ দফায়। তার মধ্যে পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমায় ভোট হবে দু'দিন ধরে। চন্দ্রকোনা বিধানসভায় ভোট হবে ২০ মে সোমবার এবং ঘাটাল ও দাসপুর বিধানসভা এলাকায় ভোট হবে ২৫ মে শনিবার। ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত দাসপুর ঘাটাল ও চন্দ্রকোনা এই তিনটি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে। তার মধ্যে চন্দ্রকোনা বিধানসভাটি হুগলি জেলার আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত। ২০ মে পঞ্চম দফায় আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রের ভোট হবে। কিন্তু ঘাটাল লোকসভার নির্বাচন ২৫ মে শনিবার ষষ্ঠ দফায় হবে। দাসপুর এবং ঘাটাল বিধানসভা কেন্দ্র দুটি ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত।

তারাপীঠে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু শতাব্দী রায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বীরভূম: আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে অনুব্রত মণ্ডলের অভাববোধ করবেন বীরভূমের তৃণমূল প্রার্থী শতাব্দী রায়। শনিবার তারাপীঠে পুজো দিয়ে বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রে প্রচার শুরু করে এমনটাই জানালেন বিদায়ী সাংসদ। বীরভূমে নির্বাচন মানেই একটা নাম সবার আগে উঠে আসত, সেটি হল বীরভূম জেলা তৃণমূলের সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। প্রায় দেড়বছর আগে যিনি গরুপাচার মামলায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন। বর্তমানে তিহাড় জেলে বন্দি। সেই অনুব্রতকে ছাড়া প্রথমবার বীরভূমে কোনও লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে তৃণমূল। এই অনুব্রতর সঙ্গে শতাব্দীর মন কষাকষির জেরে অনেক জল ঘোলা হয়েছিল। খোদ দলনেত্রীকে নামতে হয়েছিল পরিস্থিতি সামলাতে। বীরভূম লোকসভার প্রচারে নেমে প্রার্থী সেই শতাব্দী রায়ের অকপট স্বীকারক্তি, তিনি এই নির্বাচনে অনুব্রতর 'অভাববোধ' করবেন।

রাজ্যে যে কোনও নির্বাচনের আগে নকুলদানা, চড়াম-চড়াম,

গুড়-বাতাসার মতো শব্দবন্ধনী শোনা যেত। ভোটের কয়েকমাস আগে থেকেই এক সরগরম পরিবেশ তৈরি করে দিতেন অনুব্রত। কিন্তু, এবার লোকসভা নির্বাচনে অনুব্রত মণ্ডল নেই। নেই তাঁর গরমাগরম বক্তব্যও। এই আবহে তৃণমূলের অভেদ্য দুর্গ বীরভূম এখন তাদের হাতের নাগালে বলে মনে করছে রাজ্যের বিরোধী দল বিজেপি। তবে, নির্বাচনী প্রচারে নেমে বিরোধীদের সেই সব আশাআকাঙ্খাকে গুরুত্ব দিতে নারাজ বীরভূম লোকসভার তিনবারের সাংসদ তথা তৃণমূল প্রার্থী শতাব্দী রায়। তিনি স্বীকার করে নিলেন, অনুব্রত মণ্ডলের অভাববোধ অবশ্যই করবেন। কিন্তু, অনুব্রতর দীর্ঘদিনের তৈরি করা সংগঠনের লোকজন রয়েছে। তাঁরা নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থীর হয়ে কাজ করবেন। অনুব্রতর নেতৃত্বে তৃণমূলের ভোট 'যেভাবে' হত, তাঁর নেতা-কর্মীরাও তা অনুসরণ করবেন।

শতাব্দীর কথায়, তিনি নেই ঠিকই। কিন্তু, তাঁর তৈরি সংগঠনের মানুষগুলো আছেন। একটা মানুষ দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, আমাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নিশ্চই তাঁকে মিস করব।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD
পরিশিষ্ট IV [পরিশিষ্ট III]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
বহরমপুর মেন ব্রাঞ্চ
৩১৫, নেতাজি রোড, খাগরা, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ১০৩

[২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) অধীনে]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **১১.০১.২০২৪** তারিখে **ঋণগ্রহীতা : মেসার্স মহাদেব ভৌমিক, স্বত্বা : মহাদেব ভৌমিক,** উত্তরপাড়া মোড়, পো. রাধারঘাট, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ১০৩ এবং স্বত্বাধিকারী/ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা **শ্রী মহাদেব ভৌমিক,** পিতা জগদীশ চন্দ্র ভৌমিক, ৩ মনমোহন সেন রোড, পো. খাগরা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ১০৩ ক্যাশ ক্রেডিট (এ/সি নং - ৫০৩৫৫৩৬৫৭২৭) **বহরমপুর শাখা,** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৩৯,৬৮, ৭১৬.০০ টাকা** (উনচল্লিশ লাখ আটষট্টি হাজার সাতশ ষোলো টাকা) **১০.০১.২০২৪ অনুযায়ী** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১৫ মার্চ ২০২৪** তারিখে।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ৩৯,৬৮,৭১৬.০০ টাকা** (উনচল্লিশ লাখ আটষট্টি হাজার সাতশ ষোলো টাকা) **১০.০১.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
"ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।"
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া ১.২৫ ডেসিমেল এবং তদস্থিত ভবন **শ্রী মহাদেব ভৌমিক** উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১-৪৫১১ তারিখ ২৬.০৬.২০০৩, মৌজা : বহরমপুর কাঁসারী বাজার, থানা : বহরমপুর, জেএল নং ৯৬, তৌজি ১৬, খতিয়ান নং ৪৬৮১, প্লট নং আরএস ৭০৭, এলআর- ১৩১১, ধরন - বাড়ি, **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : মনোমোহন সেন লেন, দক্ষিণে : ফুটবল মাঠ- বি এড কলেজের, পূর্বে : অনিল সাহার ভবন, পশ্চিমে : শ্যামল ঘোষের ভবন।

তারিখ : ১৫.০৩.২০২৪
স্থান : বহরমপুর
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

পাচারের জন্য অভিনব পদ্ধতি!

লাক্সারি বাসে গোরু নিয়ে যাওয়ার দাবি, হতবাক প্রশাসন থেকে জনতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেমারি: গোরু পাচারের জন্য অভিনব পদ্ধতি অবলম্বন করার অভিযোগ উঠল পাচারকারীদের বিরুদ্ধে। যা দেখে চমকে উঠেছেন প্রশাসন থেকে সাধারণ মানুষ সকলে। আগে দেখা যেত লরি করে বা ছোট পিকআপ ভ্যানে করে গোরু নিয়ে যাওয়া যত এদিক থেকে সেদিক। এমনকী কয়েক বছর আগে কন্টেনারের ভিতর থেকে মোষ উদ্ধার হয়েছিল এই রাজ্যেই। বর্তমানে পায়ে হেঁটে মাঝে মধ্যে গোরু নিয়ে পাচার করতেও দেখা গিয়েছে বলে দাবি। তবে পুলিশের কড়া নজরদারির জেরে এবার অভিনব উপায়ে গোরু পাচার করতে গিয়েও শেষ রক্ষা হল না।

লাক্সারি বাসের জানলার কালো কাঁচের বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই বাসে ভিতরে কারা যাচ্ছে। কয়েকটা খোলা কালো কাচের জানলার ভিতরে আবার মোটা কাপড়ের চাদর ঝুলছে। দুরন্ত গতিতে যাওয়ার সময় আচমকাই চালক ব্রেক কষতেই বাসের দরজা ঠেলে রাস্তায় ছিটকে পড়ল আস্ত একটা গোরু। আর তাতেই চক্ষু চড়ক গাছ প্রত্যক্ষদর্শীদের। এলাকাবাসী বাসটিকে দাঁড় করিয়ে ভিতরে উঁকি দিতেই হতবাক। গোটা বাস ভর্তি রয়েছে গোরু! যাতে না মাথা বেশি নড়াচড়া করতে পারে এমনকী বসতেও না পারে, তার জন্য গোরুগুলোর মুখের সঙ্গে মোটা দড়ি দিয়ে বাসের ওপরে লোহার রডে বেঁধে রাখা হয়েছে। কমপক্ষে ২২টি গোরুকে এভাবেই গাদাগাদি করে ঢুকিয়ে মেমারি শহরের ওপর দিয়ে বৃহস্পতিবার জিটি রোড ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

চালকের অসতর্কতায় একটা গোরু পাবলিকের সামনে রাস্তায় পড়ে যাওয়ায় পাচারের এই 'নয়া' পন্থার বিষয়টি নজরে চলে আসে সকলের। স্থানীয়দের অনেকেরই একটাই প্রশ্ন, যাত্রীবাহী বাসে কী ভাবে গবাদি পশু পরিবহণ করা হচ্ছে। স্থানীয়রা বাসটিকে আটকে রাখে, মেমারি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রথমে বাসটিকে পার্কিংয়ে নিয়ে যায়। পরে রাস্তায় পড়ে যাওয়া গোরুটিকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু কিছু কাগজপত্র দেখার পর বাকি গোরু ভর্তি বাসটিকে ফের গন্তব্যের দিকে পাঠিয়ে দেয় পুলিশ।

জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল ১০-৪০ নাগাদ মেমারি থানার অন্তর্গত মেমারির জিটি রোড ধরে বিহারের নম্বর প্লেট লাগানো একটি লাক্সারি স্লিপার কোচ বাস কলকাতার দিকে যাওয়ার সময় এই ঘটনা সামনে আসে। এই ঘটনায় জিটি রোডের ওপর অল্প কিছুক্ষণের জন্য যানজটেরও সৃষ্টি হয়। মেমারি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে এবং পুলিশের হস্তক্ষেপে স্বাভাবিক হয় যান চলাচল। গোরু নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে বাসের চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। পরে গাড়িটিকে পুনরায় ছেড়ে দেওয়া হয় বলে জানা গিয়েছে।

এসডিপিও অভিষেক মণ্ডল ঘটনা প্রসঙ্গে জানান, 'গোরুগুলোকে পাণ্ডুয়া হাটে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে জানতে পেরেছি। তবে বাসে করে গোরু পরিবহণ বেআইনি। অ্যানিম্যাল ক্রুয়েলটি অ্যাক্ট অনুযায়ী বাসটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ওসিকে জানানো হয়েছে। আগামী দিনে নজরদারি আরও জোরদার করা হচ্ছে।'

পেপারমিল খোলার দাবিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ বামেদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: ভোট ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা আগে কারখানা খোলার দাবিতে শনিবার জাতীয় সড়ক অবরোধ করলেন বামেরা। অবরোধ তুলতে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে ব্যাপক বচসা বাধে বামনেতা কর্মীদের। প্রাক্তন সাংসদ বংশগোপাল চৌধুরীর সঙ্গে তুমুল বাকবিতন্ডা বাঁধে রানিগঞ্জ পুলিশের।

বামেদের দাবি, রানিগঞ্জ বল্লভপুর পেপার মিল কারখানার সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিশ এখনও প্রত্যাহার হয়নি। শ্রমিকরা বকেয়া বেতন পাননি। এবার সিপিএমের প্রাক্তন সাংসদ তথা সিটু নেতা বংশগোপাল চৌধুরীর নেতৃত্বে জাতীয় সড়ক অবরোধ করলেন বামেরা। রানিগঞ্জের পাঞ্জাবি মোড় ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক এবং ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের সংযোগে এই অবরোধ হয়। এর ফলে আসানসোল থেকে দুর্গাপুর যাওয়ার রাস্তা যেমন অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে, একই ভাবে বাঁকুড়া থেকে রানিগঞ্জ হয়ে বীরভূম যাওয়ার রাস্তাও অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। ব্যাপক যানজট সৃষ্টি হয়।

উল্লেখ্য, রানিগঞ্জ বেঙ্গল পেপার মিলে সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিশ ঝোলানো হয় ৩০ জানুয়ারি। তার আগে বিনা নোটিশে ৭ জানুয়ারি থেকে কারখানার উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে অনিশ্চিত হয়ে পড়ে ৩৫০ জন শ্রমিকের রুজি রোজগার। আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে সিপিএম প্রার্থী ঘোষণার পরেই তিনি জানিয়েছিলেন, তাঁদের অন্যতম ইস্যু কলকারখানা খোলা ও স্থানীয়দের চাকরির দাবি।

সিঙ্গুরে ডাকাত কালীমন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু রচনার

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিঙ্গুর: ভোটের প্রচার শুরু করলেন হুগলির তৃণমূল প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। ডাকাত কালীমন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করেন তিনি। আর ভোটের প্রচারে নেমেই রচনা অভিযোগ করলেন পাঁচ বছরে হুগলির কোনও উন্নয়ন হয়নি। তাই রচনার প্রচারের হাতিয়ার উন্নয়ন। শনিবার সিঙ্গুরে কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'সিঙ্গুর হচ্ছে প্রথম আন্দোলনের জায়গা। যেখান থেকে একসময় দিদি লড়াই শুরু করেছিলেন। আজ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সিঙ্গুর থেকে লড়াই। আমি আমার ১০০ শতাংশ দেব।'

এরপর লকেট প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন তিনি। অভিনেত্রী বলেন, 'উনি আমার থেকে অনেক বেশি সিনিয়র। রাজনীতি আমার থেকে অনেক বেশি বোঝেন। তাই জন্য এতদিন ধরে হুগলি জুড়ে অনেক কাজ করেছেন। তবে কথা দিয়ে গেলাম মানুষের সঙ্গে থাকব।' এদিন প্রচারের শেষে রচনার প্রতিশ্রুতি, 'আমি চেষ্টা করব পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রে হুগলি জেলা সকলের ওপরে থাকবে।' প্রসঙ্গত, শনিবার ডাকাত কালীমন্দিরে পুজো দেওয়ার পর সিঙ্গুরে লোহাপট্টি সেবা সমিতিতে হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের একাধিক বিধায়ক, ব্লক ও শহরাঞ্চলের তৃণমূল নেতৃত্বদের সঙ্গে বৈঠক এবং সিঙ্গুরের বিধানসভার তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে কর্মিসভা করেন রচনা।

নতুন করে সংস্কার বর্ধমান টাউন হল অডিটরিয়ামের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বর্ধমান পুরসভার উদ্যোগে প্রায় ৩০ বছর পর নতুন করে সাজতে চলেছে বর্ধমান বংশগোপাল টাউন হল অডিটরিয়াম। এলাকার মানুষের স্বার্থে প্রায় ১৮৯৪ সালে এই টাউন হল অডিটরিয়ামটি নির্মাণ করা হয়। এই টাউন অডিটরিয়ামে এসেছেন বহু বড় বড় মনীষী। ১৯৯৪ সালে তৎকালীন সিপিএম পরিচালিত বর্ধমান পুরসভার পক্ষ থেকে সংস্কার করা হয় এই টাউনহলটিকে। এরপর ফের নতুন করে সংস্কার করতে চলেছে বর্তমান তৃণমূল পরিচালিত বর্ধমান পুরসভা।

শনিবার এক সংবাদিক সম্মেলনে বর্ধমান পুরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার জানান, বর্ধমান পুরসভার পক্ষ থেকে এর অনেকবার সংস্কার করা হয়েছিল। এবারই প্রথম এত বড় করে সংস্কার করা হচ্ছে। পরেশবাবু আরও জানান, এটা হেরিটেজের আওতায় হওয়ায় এর বাইরের দিকে ভেঙে কিছু করা যাবেনা। প্রায় ৩ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করে অডিটরিয়ামের ভিতরে নতুন করে কাজ করা হবে। কাজের ফিরিস্তি বলতে গিয়ে তিনি বলেন, 'স্টেজ, লাইটের কাজ, বাথরুম নতুন করে করা হবে। বসানো হবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র।'

এদিন পুরসভার চেয়ারম্যান পরেশচন্দ্র সরকার বলেন, 'বর্ধমান শহরের বর্ধমান জেলার গৌরব আমাদের গর্ব টাউনহল। এই নতুন বোর্ড গঠনের পরে পুরসভার পক্ষ থেকে আমরা কথা দিয়েছিলাম যে কাজগুলো আমরা করব, কোথাও সংস্কার করা দরকার, কোথাও পুর্ননির্মাণ করা দরকার, কোথাও অলংকরণ করা দরকার, কোথাও সৌন্দর্যায়ন করা দরকার, যে যে কাজগুলো আমরা কথা দিয়েছিলাম মোটামুটি ভাবে সব কাজগুলো আমরা করে উঠতে পেরেছি, কিছু কাজ এখনও চলছে।' বিধায়ক খোকন দাস জানান, শনিবার লোকসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা হবে। সেই কারণেই সকালে পুজোর মাধ্যমে এই কাজ শুরু করা হল। আগামী তিন মাস কোনও কাজ হবে না। জুন মাসে ১ তারিখ থেকে টাউন হল বন্ধ থাকবে সেই সময় এর কাজ করা হবে। এদিনের শুভ সূচনাপূর্বে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক খোকন দাস, পুরসভার চেয়ারম্যান পরেশচন্দ্র সরকার সহ অনান্যরা।

নৃত্যশিল্পীকে শেষ শ্রদ্ধা শনিবার সিউড়ি রবীন্দ্র সদনে প্রয়াত নৃত্যশিল্পী অমরনাথ ঘোষের কফিনবন্দি দেহ এসে পৌঁছনোর পর সিউড়ির সাংস্কৃতিক কর্মীরা তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান। এরপর তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় তিলপাড়া মহাশ্মশানে।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধৃত যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: আবারও ভোটের মুখে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার এক যুবক। নাম নন্দদুলাল সাউ,২২। পাণ্ডবেশ্বর থানার অন্তর্গত হরিপুর বাজার কালীমন্দির সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা। অভিযুক্তকে শুক্রবার রাতে ১১টা নাগাদ অণ্ডাল থানার সিদুলি থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁর কাছ থেকে একটি দেশি পাইপগান ও তিন রাউন্ড তাজা কার্তুজ উদ্ধার হয়। ওই আগ্নেয়াস্ত্র সহ কার্টুন বিক্রি করার উদ্দেশ্যেই অভিযুক্ত এসেছিলেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়। আজ শনিবার ধৃত যুবককে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও তথ্য পেতে ধৃতের ৫ দিনের পুলিশি হেপাজতের আবেদন করা মহামান্য আদালতের কাছে।

বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিকের নামে 'নিখোঁজ' পোস্টার হিন্দমোটরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হিন্দমোটর: শুক্রবারই কার্যত ঝাঁঝিয়ে উঠেছিলেন তৃণমূল বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিক। ভোটের প্রচারে গিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে প্রশ্ন করতেই মুখে কুলুপ এঁটেছিলেন এই তৃণমূল নেতা। পরিষ্কার বলেছিলেন, 'পার্সোনাল জিনিস নিয়ে এখন কথা বলব না।' কিন্তু এবার তাঁরই এলাকায় পড়ল 'নিখোঁজ' পোস্টার। আর যা শুনে একদম স্পষ্ট উত্তর দিলেন বিধায়ক। বললেন, 'এই তো আমি খোদ 'উত্তরপাড়ার বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিক নিখোঁজ'। এই মর্মে পোস্টার পরে হিন্দমোটর অঞ্চলে। অভিনেতা কাঞ্চন উত্তরপাড়ার বিধায়ক হওয়ার পর তাঁকে তাঁর বিধানসভা এলাকায় খুব একটা দেখা যায় না বলে অভিযোগ ওঠে। এরপর শনিবার উত্তরপাড়ায় এসে শ্রীরামপুরের তৃণমূল প্রার্থী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে প্রচার করেন তিনি।

'নিখোঁজ' শুনে কাঞ্চন বলেন, 'এই তো আমি। গতকাল কোন্নগরে কল্যাণদার প্রচার কে করল। বিধায়কের অফিস আছে সেখানে কে বসেছিল? বিধায়কের তহবিলের খরচ কী ভাবে হচ্ছে? এত উত্তর আমি কাকে দেব বলুন। এবার যারা দেখতে পাচ্ছেন তাঁরা যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে না দেখতে চান, তা হলে তো আমার কিছু করার নেই। একজন বিধায়কের নির্দিষ্ট জায়গা নির্দিষ্ট অফিস থাকে। সেখানে আমি বসি। পরিষেবা দিই। প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি খবর নেওয়া খুব মুশকিল। ইচ্ছা করে কেউ যদি মুখ ঘুরিয়ে থাকে তা হলে আমি কি করতে পারি।'

কিন্তু বিজেপি রাজ্য কমিটির সদস্য প্রণয় রায় পালটা কটাক্ষের সুরে বলেন, 'কাঞ্চন মল্লিকের এখন হানিমুন পিরিয়ড চলছে। এখন ওনাকে পাওয়া যাবে না এটাই স্বাভাবিক। আর আগেই বা ওনাকে কবে পাওয়া গিয়েছে। যাঁরা ওনাকে প্রার্থী করেছেন, যে দল ওনাকে প্রার্থী করেছিল, তাদের জবাব দেওয়া উচিত সাধারণ মানুষের কাছে।'

মদের ভাটি ভাঙতে গিয়ে ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে মহিলাদের মারধরের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: এলাকায় রমরমিয়ে চোলাইয়ের কারবার চলছে বলে অভিযোগ। অভিযোগ, সেই কারবার রুখতে গিয়ে এবার আক্রমণের শিকার হলেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। গোষ্ঠীর পাঁচ মহিলাকে বেধড়ক মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনা বাঁকুড়ার কোতুলপুর থানার মালিকপাড়া গ্রামের। ঘটনার পর কোতুলপুর থানার দ্বারস্থ হয়ে চোলাইয়ের কারবারি তথা হামলাকারীদের নামে অভিযোগ দায়ের করেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা।

স্থানীয়দের দাবি, বাঁকুড়ার কোতুলপুর থানার মালিকপাড়া গ্রামে দীর্ঘদিন ধরেই চলে আসছে একাধিক চোলাই মদের ঠেক। গ্রামে চোলাই সহজলভ্য হওয়ায় গ্রামের পুরুষরা নেশাগ্রস্থ হয়ে পড়ছেন। বাদ যাচ্ছে না শিশুরা। গরিব পরিবারগুলির উপার্জনক্ষম পুরুষরা নেশাসক্ত হয়ে পড়ায় চূড়ান্ত অর্থকষ্ট শুরু হয়েছে পরিবারগুলিতে। এই অবস্থায় গ্রামে চোলাইয়ের কারবার রুখতে গ্রামের স্বনির্ভর দলের মহিলারা শুক্রবার কোমর বেঁধে নামেন।

মহিলারা বেআইনি ভাবে চলা চোলাইয়ের ঠেকগুলি ভাঙতে গেলে আচমকাই তাঁদের উপর লাঠিসোঁটা নিয়ে চোলাইয়ের কারবারিরা হামলা চালান বলে অভিযোগ। আরও অভিযোগ, বেধড়ক মারধর করা হয় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের। আহত অবস্থায় ওই পাঁচ মহিলাকে স্থানীয় গোগড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অন্যদিকে অবিলম্বে গ্রামে চোলাইয়ের বেআইনি কারবার রোখা এবং হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে কোতুলপুর থানার দ্বারস্থ হন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর অন্যান্য মহিলারা।

তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বিষ্ণুপুর যদুভট্ট মঞ্চে আগামী লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি বৈঠক আয়োজন করা হয় জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে। সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা ট্রিব্রেওয়াল, ছিলেন বিষ্ণুপুর লোকসভার বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ। এই মঞ্চ থেকে বিজেপি নেত্রী প্রিয়াঙ্কা ট্রিব্রেওয়ালের হাত ধরে বিষ্ণুপুর পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন কর্মাধ্যক্ষ, বিষ্ণুপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের প্রাক্তন সভাপতি এবং ৩০ জন সংখ্যালঘু মানুষজন সহ প্রায় ৩০০ জন কর্মী সমর্থক তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করলেন বলে দাবি বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি অমরনাথ শাখার।

তিনি সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে দাবি করেন, 'এই যোগদানের ফলে বিজেপির শক্তি বাড়ছে, এর পাশাপাশি আমাদের লক্ষ্য ৩৫টি সিট, আমরা সেই লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছি। গতবারে বিষ্ণুপুরে যে ব্যবধানে জেতা হয়েছিল, তার দ্বিগুণ ব্যবধানে এবার বিষ্ণুপুর জিতবে বিজেপি।' যোগদান প্রসঙ্গে পালটা প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন বিষ্ণুপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মহাদেব মাল। তাঁর দাবি, 'বিষ্ণুপুর ব্লকে বিজেপির দুশো জন লোক নেই, তবে কারা জয়েন করেছে আমরা খবর পেয়েছি, তাঁদের কোন অ্যাক্টিভিটি ছিল না পঞ্চায়েত ভোটের আগে তাঁদেরকে দল থেকে বার করে দেওয়া হয়েছে।'

জগদাবাদ শশীভূষণ উচ্চ বিদ্যালয়ে স্বয়ংসিদ্ধা কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: শনিবার পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের মহিলা থানার উদ্যোগে এবং বর্ধমান সহযোদ্ধার ব্যবস্থাপনায় জগদাবাদ শশীভূষণ উচ্চ বিদ্যালয়ে স্বয়ংসিদ্ধা কর্মসূচিতে বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের বিভিন্ন বিষয় বোঝালেন স্বয়ং বর্ধমান মহিলা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক কবিতা দাস।

স্বয়ংসিদ্ধা জেলা পুলিশের এমন এক কর্মসূচি যার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের কলেজ মহাবিদ্যালয় অথবা সাধারণ মানুষের জন্য বিশেষ করে মহিলাদের জন্য যে কর্মসূচিতে মেয়েদের শেখানো হয় আত্মসম্মানবোধ, সচেতন করা হয় কমবয়সে বিয়ে, অথবা শারীরিক নির্যাতন কী ভাবে রোধ করতে হয় কী ভাবে প্রতিবাদ করতে হয়, অথবা মোবাইলের ব্যবহার কেমন ভাবে করব বা বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজ থেকে কী ভাবে নিজেকে দূরে রাখা যাবে সবকিছু এই স্বয়ংসিদ্ধা কর্মসূচির মাধ্যমে সচেতন করা হয়।

বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে এই স্বয়ংসিদ্ধা কর্মসূচি জেলা পুলিশের মহিলা থানা করে আসছে পূর্ব বর্ধমান জেলাজুড়ে সঙ্গে থাকছে বর্ধমান সহযোদ্ধা নামে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। এই কর্মসূচি এদিন জগদাবাদ শশীভূষণ উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল। অষ্টম থেকে দশম শ্রেণির ছাত্রীদের নিয়ে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় দিন। উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান মহিলা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক কবিতা দাস, বর্ধমান সহযোদ্ধার সহ-সভাপতি ফাল্গুনী দাস রজক সহ জেলা পুলিশের লেডি পুলিশ অফিসার এবং সহযোদ্ধার অন্যান্য সদস্য এবং ওই বিদ্যালয়ের ছাত্রী পাশাপাশি শিক্ষক শিক্ষিকারা।

এদিন ওই বিদ্যালয়ে এই কর্মসূচি থেকে বেশ কিছু সমস্যা ছাত্রীদের থেকে উঠে আসে যেটা তারা এতদিন ধরে সমাধান না করতে পেরে ভয়-ভীতিতে দিন কাটাচ্ছিল। এদিন তারা একজন পুলিশ অফিসারকে কাছে পেয়ে সমস্ত কিছু বিষয়ে জানায় এবং ওই স্থান থেকেই বেশ কিছু সমস্যা যেটা ছাত্রীদের পারিবারিক অথবা অন্যান্য জায়গা থেকে উঠে এসেছে তা তিনি সমাধান করতে চেষ্টা করেন। এই ঘটনায় ওই বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মনে একটা সাহস সঞ্চার হয় এবং তারা জানায় আগামী দিনে তারা সততার সঙ্গে লেখাপড়া শিখে নিজে মানুষের মতো মানুষ তৈরি হবে এবং কোনও অনৈতিক কাজকে তারা প্রশ্রয় দেবে না।

একযোগে ভোটপ্রচার বিষ্ণুপুরের তৃণমূল, বিজেপি, সিপিএম প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের তিনটি দলের প্রার্থী পদ ঘোষণা হয়েছে। তৃণমূল ও বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন প্রাক্তন স্বামী-স্ত্রী সুজাতা ও সৌমিত্র, এই প্রাক্তন স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন সিপিএম প্রার্থী পেশায় শিক্ষক শীতল কৈবর্ত। এই তিন প্রার্থী কেউ কাউকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ। এদিন প্রচারের জমজমাট বিষ্ণুপুর লোকসভা। কোতুলপুর বাজারের বিভিন্ন প্রান্তে প্রচার সাড়লেন সিপিএম প্রার্থী শীতল কৈবর্ত। কখনও তাঁকে দেখা গেল চায়ের আড্ডায় দলীয় কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে ভোট প্রচার করতে, আবার কখনও রাস্তায় হেঁটে মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ করলেন।

অন্যদিকে তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল কোতুলপুরে স্থানীয় একটি হনুমান মন্দিরে পুজো দিয়ে সারদা মায়ের গলায় মালা পরিয়ে এলাকায় প্রচার সাড়লেন দলীয় কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে, কখনও তাঁকে দেখা গেল সবজি বাজারে, কখনও সেলুনে নাপিত ভাইয়ের সঙ্গে চুল কাটতে। কখনও শিশুদের কোলে নিয়ে, কখনও আবার উৎসাহিত একমায়ের সঙ্গে কোমর দোলাতে। কখনও আবার কালীমন্দিরে টানটান হয়ে শুয়ে প্রার্থনা করতেও দেখা যায় সুজাতা মণ্ডলকে। পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে বিষ্ণুপুরে ভোট প্রচারে বেরিয়ে পড়েছিলেন বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ। বিষ্ণুপুর যদু ভট্ট মঞ্চ থেকে রসিকগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত একটি বিশাল মিছিল সহযোগে জেলা সভাপতি এবং একাধিক বিধায়ক নিয়ে রাজপথে হাঁটেন সৌমিত্র খাঁ। সবমিলিয়ে লোকসভার সিংহাসন নিজের দখলে করতে মরিয়া তৃণমূল-বিজেপি-সিপিএম কোনও প্রার্থী খামতি রাখছেন না প্রচারে।

দাগী অপরাধীদের প্রার্থী করলে ব্যাখ্যা দিতে হবে রাজনৈতিক দলগুলোকে

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ: নেতা কি কম পড়িয়াছে? দাগী অপরাধীদের প্রার্থী কেন করা হচ্ছে? জনতার দরবারে গিয়ে এবার ব্যাখ্যা দিতে হবে রাজনৈতিক দলগুলিকে। ভোট ঘোষণার দিন অভিনব উদ্যোগের কথা জানাল নির্বাচন কমিশন।

শনিবার লোকসভা ভোটের দিনক্ষণ জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। ১৯ এপ্রিল ভোটগ্রহণ শুরু হয়ে গোটা প্রক্রিয়া চলবে ৪৭ দিন ধরে। ভোটগণনা ৪ জুন। এদিন নির্বাচনী নির্ঘণ্ট ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই কমিশন উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ভোটে 'মাসল পাওয়ারে'র ব্যবহার নিয়ে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার জানিয়েছেন, ভোটে যতদূর সম্ভব কেন্দ্রীয় বাহিনী ব্যবহার করা হবে। কোনও রাজ্যেই কোনও চুক্তিভিত্তিক কর্মীকে ভোটের কাজে ব্যবহার করা যাবে না। সোশাল মিডিয়া, টেলিভিশনের মাধ্যমেও নজর রাখা হবে। ফেক নিউজ রুখতে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এই সুষ্ঠু ভোটের সময় অনেকক্ষেত্রেই বাধা হয়ে দাঁড়ান এলাকার বাহুবলি নেতারা। সেই বাহুবলিদের নিয়ন্ত্রণ করতে এবার রাজনৈতিক দলগুলিকে দুর্বিপাকে ফেলার কৌশল নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। ভোট ঘোষণার দিন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার জানালেন, কেন অপরাধের 'রেকর্ড' থাকা সত্ত্বেও প্রার্থী হিসাবে বাছাই করা হল দাগী নেতাকে, জনতার দরবারে গিয়ে তার ব্যাখ্যা দিতে হবে রাজনৈতিক দলগুলিকে।

নির্দেশ কমিশনের

কোনও প্রার্থীর কোনও ক্রিমিনাল রেকর্ড আছে কিনা, সেটা এমনিতেই নির্বাচনী হলফনামায় জানাতে হয় প্রার্থীদের। সেই সঙ্গে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিয়েও সেকথা জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে হয় প্রার্থীদের। কমিশন এবার জানাল, একবার নয়, অন্তত ৩ বার সংবাদমাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রার্থীদের জানাতে হবে তাঁদের বিরুদ্ধে অপরাধের রেকর্ড রয়েছে। কী কী রেকর্ড রয়েছে, কী কী অভিযোগ রয়েছে সব জানাতে হবে বিস্তারিতভাবে। এখানেই শেষ নয়, রাজনৈতিক দলগুলিকেও আলাদা করে বিজ্ঞাপন দিয়ে জানাতে হবে কেন ওই কেন্দ্রে অপরাধের রেকর্ড থাকা নেতাকে প্রার্থী করা হল? অন্য কাউকে প্রার্থী করা গেল না কেন? কমিশনের এই অভিনব উদ্যোগে রাজনৈতিক দলগুলির দায়বদ্ধতা কিছুটা হলেও বাড়ল বলে মনে করা হচ্ছে।

ভোট ঘোষণায় শায়েরি শোনালেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ: প্রতীক্ষায় অধীর ছিল গোটা দেশ। শনিবার দুপুর তিনটেয় লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার। আর মূল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখে শোনা গেল স্বরচিত শায়েরিও। হেরে গেলেই ওঠা ইভিএম কারচুপির অভিযোগ কিংবা দলবদলু- নানা বিষয়েই সরস টিপ্পনী কাটতে দেখা গেল তাঁকে।

ইভিএম নিয়ে নানা সময়ই প্রশ্ন ওঠে। আর সেই প্রসঙ্গে রাজীব কুমারের শায়েরি, 'অধুরি হসরতো কা ইলজাম হর বার হম পর লাগানা ঠিক নেহি, বফা খুদ সে নেহি হোতি খতা ইভিএম কি কহতে হো।' অর্থাৎ নিজেদের অপূর্ণ ইচ্ছার কারণে ইভিএমকে অভিযোগে বিদ্ধ করা ঠিক নয়। নিজের প্রতি বিশ্বাসের খামতির কারণে ইভিএমকে আক্রমণ করাটা অনুচিত।

এর পরে তিনি খোঁচা দেন দলবদলুদের। এক্ষেত্রেও স্বরচিত শায়েরি শুনিয়ে রাজীব বলেন, 'দুশমনি জম কর করো, লেকিন ইয়ে গুজারিশ রহে, জব কভি হাম দোস্ত হো জায়ে তো শর্মিন্দা না হো।' অর্থাৎ শত্রুতা যতই মারাত্মক হোক, এটা যেন মাথায় থাকে, যখন ফের বন্ধুত্ব হবে তখন যেন লজ্জা না লাগে। এর পর তিনি বলেন, 'আজকাল তো দ্রুত বন্ধুত্ব ও দ্রুত শত্রুত্বের প্রক্রিয়া চলতে থাকে।' তিনি কারও নাম না করলেও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের মতো কারও কারও কথা যে সকলের মনে পড়েছে তা বলাই বাহুল্য। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের এমন সব শায়েরির শুনে হেসে গড়িয়ে পড়েন সামনে উপস্থিত সকলেই। নির্বাচন ঘোষণার সময় তাঁর এহেন 'শায়েরানা মেজাজে' মজা পেয়েছেন অনেকে।

এবারের ভোটে শতায়ু ভোটারের সংখ্যা ২ লক্ষ ১৮ হাজার

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ: এবারের লোকসভা নির্বাচনে এই সেঞ্চুরিয়ন ভোটারের সংখ্যা রেকর্ড গড়ল। সংখ্যাটা মোট ২ লক্ষ ১৮ হাজার। শুধু শতায়ু নন, ভোটে বয়স্কদের ব্যাপক সংখ্যায় অংশগ্রহণের ব্যাপারে আশাবাদী কমিশন। সব মিলিয়ে এবার ৮২ লক্ষ ভোটার রয়েছেন যাঁদের বয়স ৮২ বছর বা তাঁর বেশি। নির্বাচন কমিশন এই ভোটারদের ভোটদান নিশ্চিত করতে বিশেষ ব্যবস্থা করেছেন। এই ভোটাররা চাইলে ভোট দিতে পারবেন বাড়িতে বসেও। সেক্ষেত্রে পদ্ধতি মেনে আবেদন করা যাবে কমিশনের ওয়েবসাইটে। আবেদন করলে ভোটকর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটগ্রহণ করবেন।

এর বাইরে এবারের নির্বাচনে মহিলা ভোটারের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার এদিন জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে দেশে প্রায় ৯৬.৮০ কোটি ভোটার রয়েছেন। এর মধ্যে মোট পুরুষ ভোটার ৪৯.৭০ কোটি। মহিলা ভোটারের সংখ্যা ৪৭.১০ কোটি। তৃতীয় লিঙ্গ বা ট্রান্সজেন্ডার ভোটারের সংখ্যা প্রায় ৪৮ হাজার। এ বছর নতুন ভোটার প্রায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ। যুব ভোটারের (২০-২৯ বছর বয়সি) সংখ্যা ১৯.৭৪ কোটি। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে এই যুব ভোটারদের মধ্যে মহিলা সংখ্যা বেশি। আরও তাৎপর্যপূর্ণভাবে ১২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে মহিলার সংখ্যা পুরুষদের থেকে বেশি।

সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সবরকম বন্দোবস্ত করছে নির্বাচন কমিশন। রাজীব কুমার জানিয়েছেন, ভোটে যতদূর সম্ভব কেন্দ্রীয় বাহিনী ব্যবহার করা হবে। কোনও রাজ্যেই কোনও চুক্তিভিত্তিক কর্মীকে ভোটের কাজে ব্যবহার করা যাবে না। সোশ্যাল মিডিয়া, টেলিভিশনের মাধ্যমেও নজর রাখা হবে। অ্যাপের মাধ্যমে বেনিয়মের অভিযোগ পেলে ১০০ মিনিটের মধ্যে সমাধান করা হবে।

ভোটের মুখে অরুণ গোয়েলের ইস্তফা নিয়ে মুখ খুললেন রাজীব কুমার

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ: লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার মাত্র কয়েক দিন আগে জাতীয় নির্বাচন কমিশনার অরুণ গোয়েলের ইস্তফা নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হচ্ছে। বিরোধীরা প্রশ্ন তুলছেন, কেন্দ্রের কোনও ফরমান মানতে না পেরেই কি ইস্তফা দিতে হল নির্বাচন কমিশনারকে, সেই বিতর্ক নিয়ে অবশেষে মুখ খুললেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার। তবে মুখ খুললেও এই নিয়ে বিস্তারিত কিছুই জানাতে চাননি তিনি।

অরুণ গোয়েল ইস্তফাপত্রেই লিখেছিলেন, তিনি পদত্যাগ করেছেন ব্যক্তিগত কারণে। সেই একই দাবি শোনা গেল মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমারের মুখেও। তিনি বললেন, 'ওঁর সঙ্গে কাজ করাটা আমি ভীষণ উপভোগ করেছি। কিন্তু সব প্রতিষ্ঠানেই কেউ যদি ব্যক্তিগত পরিসর চায়, তাহলে তাঁকে সেটা দেওয়া উচিত। আমার মনে হয়, কারও ব্যক্তিগত পরিসরে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। সবার সংবেদনশীল হওয়া উচিত। কাউকেই ব্যক্তিগত প্রশ্ন করা উচিত নয়। যদি ওনার কোনও ব্যক্তিগত সমস্যা থেকে থাকে, তাহলে তাঁকে সেই জায়গাটা দেওয়া উচিত।'

যদিও গোয়েলের ইস্তফার নেপথ্যে আরও বড় কারণ আছে বলে দাবি করেছিল এরাজ্যের শাসকদল। তৃণমূলের বক্তব্য ছিল, বাংলার নির্বাচনে শীতলকুচি কাণ্ডের মতো পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি যাতে কোনওভাবেই না হয় এবং রাজ্যে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করা যায়, বেশি সংখ্যক মানুষকে বুথমুখী করা যায় তা নিয়ে তিনি কিছু প্রস্তাব দেন। কিন্তু তখন তাঁকে রাজীব কুমার বলেন, দিল্লি থেকে যেমন নির্দেশ দেওয়া হবে সেভাবেই পরিকল্পনা করা হবে। আর এই মতপার্থক্যের জেরেই সরে দাঁড়িয়েছেন গোয়েল। রাজ্যের শাসকদলের আরও দাবি, বাংলার ভোটের দফা নিয়েও নাকি মতপার্থক্য ছিল রাজীব কুমার এবং অরুণ গোয়েলের। যদিও এদিন সেসব তত্ত্ব পুরোপুরি উড়িয়ে দিলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার।

সিএএ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রসংঘে পাকিস্তানকে কড়া জবাব ভারতের

সানফ্রান্সিকো, ১৬ মার্চ: রাষ্ট্রসংঘে পাকিস্তান সিএএ ও অযোধ্যার রামমন্দিরের প্রসঙ্গ তুলে ভারতকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করল। কিন্তু সেসব উড়িয়ে দিল নয়াদিল্লি। পরিষ্কার জানিয়ে দিল, পাকিস্তান দুঃখজনক ভাবে এক জায়গায় আবদ্ধ থেকে গিয়েছে। আর 'ফাটা রেকর্ড' বাজিয়েই চলেছে। অথচ পৃথিবী এগিয়ে চলেছে। এভাবেই রাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি রুচিরা কম্বোজ আক্রমণ করলেন ইসলামাবাদকে। শুক্রবার রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের প্লেনারি বৈঠক ছিল। সেখানেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত মুনির আক্রম রামমন্দির ও সিএএ প্রসঙ্গ তুলে আনেন। যার জবাবে রুচিরা বলেন, পাক প্রতিনিধি ও তাঁর মন্তব্য ফাটা রেকর্ডের মতো। দুঃখজনক ভাবে এক জায়গায় আবদ্ধ, যেখানে পৃথিবী এগিয়ে চলেছে।

সেই সঙ্গে তিনি আরও বলেন, আমাদের দেশ সম্পর্কে এই প্রতিনিধিদের সীমিত ও বিপথগামী দৃষ্টিভঙ্গির সাক্ষী থাকাটা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক। যেখানে সাধারণ পরিষদ এমন এক বিষয় চায় যা প্রজ্ঞা, গভীরতা ও এক আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি দাবি করে। সেটা এই প্রতিনিধিদের বক্তব্যের বিশেষত্ব নয়।

প্রসঙ্গত, লোকসভা ভোটের আবহে গত ১১ মার্চ গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে সিএএ চালু করেছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। প্রশ্ন উঠেছে, হিন্দু, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, পার্সি, ক্রিস্টানদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম লাগু হলেও মুসলিমদের কী হবে? এই পরিস্থিতিতে বিবৃতি জারি করে অমিত শাহের মন্ত্রক জানিয়েছে, কারওর নাগরিকত্ব কাড়ার আইন নয়। এর প্রভাব ১৮ কোটি ভারতীয় মুসলিমের উপর পড়বে না।

কানাডায় সন্তান-সহ ভারতীয় দম্পতির রহস্যমৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য

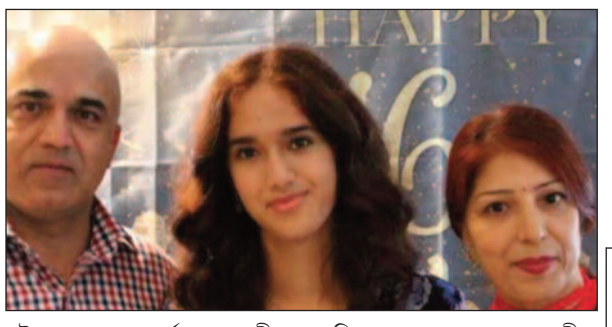

ওটায়া, ১৬ মার্চ: ভারতীয় বংশোদ্ভূত এক দম্পতি ও তাঁদের কিশোরী কন্যার রহস্যমৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল কানাডার অন্টারিও প্রদেশে। গত ৭ মার্চ তাঁদের বাড়িতে আগুন লাগলেও মৃত্যুর বিষয়টি প্রকাশ্যে এসেছে শুক্রবার। যখন দেহগুলি উদ্ধার হয়।

সংবাদ সংস্থা সূত্রে জানা যাচ্ছে, গত সপ্তাহে যখন বিগ স্কাইওয়ে ও ভ্যান কিরক ড্রাইভ এরিয়ার বাড়িটিতে আগুন লাগে, তার পরই প্রতিবেশীরা খবর দিয়েছিলেন পুলিশে। দ্রুত তদন্তকারীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন। আগুন নেভানোর পরে অবশেষে উদ্ধার হয় তিনটি দগ্ধ মৃতদেহ।

জানা গিয়েছে, প্রয়াত তিনজনের অন্যতম রাজীব ওয়ারিকু। তাঁর বয়স ৫১। আর এক প্রয়াত তাঁর স্ত্রী শিল্পা কোঠা (৪৭)। মৃত্যু হয়েছে ওই দম্পতির একমাত্র সন্তান ১৬ বছরের মহেক ওয়ারিকু। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের দাবি, আগুন লাগার কারণ এখনও খুঁজে পায়নি পুলিশ। এবং এই দুর্ঘটনাকে 'সন্দেহজনক' আখ্যা দিয়েছে। অন্টারিওর ফায়ার মার্শাল জানিয়েছেন, প্রাথমিক তদন্ত থেকে উঠে আসছে আগুন দুর্ঘটনাক্রমে লাগেনি। পুলিশের তরফে যে প্রেস বার্তা প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে দাবি করা হয়েছে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। ওই তিনজন সম্পর্কে কোনও জরুরি তথ্য কারও কাছে থাকলে তাও দ্রুত পুলিশকে জানানোর কথা বলা হয়েছে। দুর্ঘটনায় আর কারও মৃত্যু হয়েছে কিনা সে ব্যাপারটি এখনও স্পষ্ট নয়। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার দিন আচমকাই ওই বাড়ি থেকে একটা বিস্ফোরণের শব্দ পান তাঁরা।

বিজেপিতে যোগ অনুরাধা পড়ওয়ালের

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ: লোকসভা ভোটের আগে বড় চমক বিজেপির। বিজেপিতে যোগ দিলেন জনপ্রিয় গায়িকা অনুরাধা পড়ওয়াল। শনিবার বিজেপির দিল্লির দপ্তরে আনুষ্ঠানিক ভাবে গেরুয়া শিবিরে যোগ দিলেন তিনি। দিল্লির রাজনৈতিক মহলে বেশ কিছু দিন ধরেই জল্পনা চলছিল তিনি বিজেপিতে যেতে পারেন। সেই জল্পনা সত্যি করে গেরুয়া শিবিরে নাম লেখালেন তিনি।

বিজেপিতে যোগ দিয়ে অনুরাধা পড়ওয়াল বলেন, 'অনেকদিন ধরেই ভাবছিলাম রাজনীতিতে আসব কিনা। অবশেষে সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেললাম। এতদিন ধরে মানুষের হয়ে গান গেয়েছি। এবার তাঁদের হয়ে কাজ করব।'

রাশিয়ায় শুরু প্রেসিডেন্ট নির্বাচন, এবছর প্রথম অনলাইনে ভোটদানের সুযোগ

মস্কো, ১৬ মার্চ: রাশিয়ায় শুরু হল প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া চলবে রবিবার পর্যন্ত। নির্বাচন শুরুর প্রথমদিনেই অনলাইনে ভোট দিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। এবছর প্রথম অনলাইনে ভোটদান করার সুযোগ পেয়েছেন সাধারণ মানুষ।

সূত্রে খবর, বিগত কয়েক বছর ধরে অনলাইনেই ভোট দিচ্ছেন পুতিন। কিন্তু এই বছর প্রথমবার অনলাইনে ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ পেলেন রুশ নাগরিকরা। একটি ভিডিও ফুটেজ দিয়ে ক্রেমলিন তরফে পুতিনের ভোট দেওয়ার বিষয়টি জানানো হয়েছে। ফুটেজে দেখা গিয়েছে, নিজের অফিসে কম্পিউটারের সামনে গিয়ে ভোট দেন রুশ প্রেসিডেন্ট। তার পর ক্যামেরার সামনে গিয়ে হেসে তাকান তিনি। ততক্ষণে মনিটরে নোটিফিকেশন এসেছে, 'আপনার ভোটদান সফল হয়েছে।'

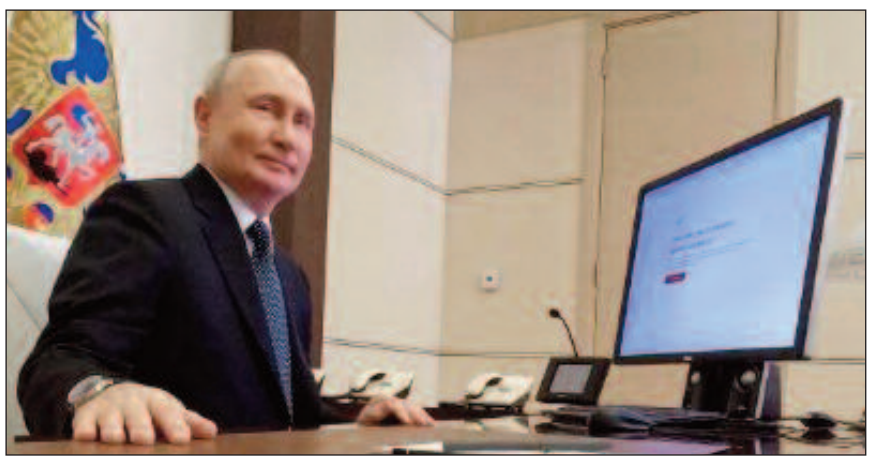

জানা গিয়েছে, শুক্রবার সাড়ে ৩ লক্ষের উপর মানুষ অনলাইনে ভোট দিয়েছে। একটি ই-ভোটিং ওয়েবসাইট শুরু করা হয়েছে তাঁদের জন্য। ২৪ ঘণ্টাই সেটি চালু রয়েছে। এবং ওয়েবসাইটটি নজরে রেখেছেন নির্বাচন আধিকারিকরা। রাশিয়ার সিভিক চেম্বারের পক্ষ থেকে ১৮৫ জন নির্বাচন বিশেষজ্ঞ ও ৫৮টি দেশকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এই ভোটপ্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করার জন্য।

বলে রাখা ভালো, নির্বাচন শুরু হওয়ার দিন দুয়েক আগেই সাধারণ মানুষের উদ্দেশে বার্তা দিয়ে পুতিন বলেছিলেন, সকলের একত্রিকরণ আমাদের নিশ্চিত করতে হবে। সকলে মিলে একযোগে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে আমাদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে। প্রত্যেকটা ভোট আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। যে কারণে আমি চাই আপনারা এই ভোটপ্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করুন। নিজেদের ভোটাধিকারের অধিকারকে অনুভব করুন।

উল্লেখ্য, ২০০০ সালের মার্চে ৫৩ শতাংশ ভোট পেয়ে দেশের মসনদে বসেন পুতিন। শুরু হয় এক নতুন জমানার। তার পর থেকেই তিলে তিলে 'ব্র্যান্ড পুতিন' গড়ে তোলেন রুশ রাষ্ট্রনেতা। এই বছরের নির্বাচনে পুতিনের জেতা একপ্রকার প্রায় নিশ্চিত। ভোটে জিতলে আগামী ছয় বছরের জন্য ক্ষমতার রাশ থাকবে তাঁর হাতেই। এ নিয়ে বিরোধীদের অভিযোগ, ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে আজীবনই রাশিয়ার মসনদে থাকতে চান পুতিন। কাজেই এই নির্বাচন নিয়মরক্ষারই হবে বলে দাবি তাঁদের।

গত মাসেই বিরোধী রুশ নেতা অ্যালেক্সেই নাভালনির মৃত্যুর পর থেকেই সরগরম রাশিয়ার রাজনীতি। একইসঙ্গে চলছে ইউক্রেন যুদ্ধ। এই আবহেই গণতন্ত্রের উৎসবে যোগ দিয়েছেন সেদেশের নাগরিকরা।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Haripur Kinkarbati Gram Panchayat
Kinkarbati, Haripal, Hooghly
Notice Inviting Re e-Tender
Re e-Tender is invited from Reputed Bonafied Tenderer for execution of development work under 15th CFC (2023-24) Tied Fund vide **Memo No: HK/Tender/046/2024, Date:-15/03/2024.** Bid Submission Start Date (Online): **15.03.2024 at 17:00 Hrs.** Bid Submission Closing Date (Online) : **23.03.2024 up to 12:00 Hrs.** Bid Opening Date for Technical Proposal (Online): **27.03.2024 at 13:00 Hrs.** For detailed information visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Pradhan,
Haripur Kinkarbati GP

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum
(i) N.I.T. No.- WBMAD/ULB/BM/PW/15th Finance Scheme/NIT- 16(2nd Call)/2023-2024
Memo No.- 3594/BM/2023-2024 Dated : 16.03.2024
Name of the Work : Repairing of Bituminous Road from IFO Kashipur Ward 15 (ii) Construction of Chot Puja Ghat Ward 18.
N.I.T. No.- WBMAD/ULB/BM/PW/BMS/NIT- 18(2nd Call)/2023-2024
Memo No. 3595/BM/2023-2024 Dated : 16.03.2024
Name of the Work- Construction & Resectioning of Cement concrete Drain from the Ward 16.
(i) N.I.T. No.- WBMAD/ULB/BM/PW/OWN FUND/NIT- 39/2023-2024
Memo No.- 3596/BM/2023-2024 Dated : 16.03.2024
Name of the Wrok- In 6 no of civil work in different wards in Bolpur Municipality. Last Date of Submission **06.04.2024** & **12.04.2024.** For details see Bolpur Municipality Notice Board and Website : **www.bolpurmunicipality.org**
Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

Durgapur Abhoynagar-I Gram Panchayat
Samabaypally, Nischinda, Howrah - 711205
Notice Inviting e-Tender
E-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of 2 nos. different development work(s) vide **(i) NIT No. WB/HOW/BJ/DAIGP/NIT-07/XV-Tied Sanitation/23-24 and (ii) NIT No. WB/HOW/BJ/DAIGP/NIT-08/XV-Tied Sanitation/23-24, dated 28/02/2024. Tender ID: 2024_ZPHD_676968_1 & 2024_ZPHD_677002_1.** Bid submission end date: **21.03.2024 upto 10.00 A.M.** Technical Bid opening date: **23.03.2024 at 01.00 P.M.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Durgapur Abhoynagar-I Gram Panchayat

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work: Laying of 200mm Dia. DI Pipe Line (Supplied by DMC) and 110mm (OD) Dia. 160mm (OD) Dia. HDPE (PE-100 & PN-6) Pipe Line (Supply, Fitting, Fixing) at Nalanda Fortune Park, Gopalmath, within Ward No.- 35, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-236/23-24
Tender ID : 2024_MAD_687193_1 • Estimated Amount : Rs. 57,35,503/-
2) Name of the Work: Laying of 110mm (OD) Dia.,160mm (OD) Dia. HDPE Pipe Line (PE-100 & PN-6) at Gopalmath Jagurbandh Plot & Dhanuraplot (Ward No.- 35) and Bidhanpally (Ward No.- 15), under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-237/23-24
Tender ID : 2024_MAD_687200_1 • Estimated Amount : Rs. 15,17,354/-
Last Date : 05th April 2024, up to 05:00 pm
3) Name of the Work: Laying of HDPE Pipe (75mm Dia. & 150mm Dia.) including Supplying, Fitting, Fixing & connection with Di Pipe at Uttarayan Colony, Ward- 43, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-186/23-24 (2nd Call)
Tender ID : 2024_MAD_687179_1 • Estimated Amount : Rs. 9,92,532/-
Last Date : 30th March 2024, up to 05:00 pm Sd/- Executive Engineer
For details : **wbtenders.gov.in** Durgapur Municipal Corporation

স্টার্ক, বুমরা, কামিন্স, পন্ত... কেউ ৮ বছর, কেউ ১ বছর পর ফিরছেন আইপিএলে

নিজস্ব প্রতিনিধি: সবার গল্প আলাদা। কেউ নিজের ইচ্ছাতেই খেলেননি, কেউ চোটের কারণে খেলতে পারেননি। কেউ আবার ফিরবেন দীর্ঘদিন পর। গল্প যেটাই হোক, এবার আইপিএলে ফিরছেন ৭ তারকা। তাঁদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৮ বছর পর আইপিএলে ফিরছেন অস্ট্রেলিয়ার মিচেল স্টার্ক। আর ভারতের ঋষভ পন্ত তো ফিরছেন জীবনের সঙ্গে লড়াইয়ে জিতে। কে কীভাবে ফিরছেন দেখে নেওয়া যাক;

মিচেল স্টার্ক

স্টার্ক হাঁটছিলেন স্রোতের বিপরীতে। সবাই যখন আইপিএল খেলার জন্য অতি আগ্রহে অপেক্ষা করেন, অস্ট্রেলিয়ার এই ফাস্ট বোলার আইপিএলকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন বছরের পর বছর। খেললে কত টাকা আয় করতে পারতেন, সেটা এবার তাঁর মূল্য দেখলেই বোঝা যায়।

স্টার্ক যে কখনো আইপিএল খেলেননি, এমন নয়। ২০১৪ ও ২০১৫ মৌসুমে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে আইপিএল খেলেছেন স্টার্ক। ফ্র্যাঞ্চাইজিটির হয়ে ২৭ ম্যাচে নিয়েছেন ৩৪ উইকেট। এরপর ২০১৮ সালে কলকাতা নাইট রাইডার্স তাঁকে কিনলেও ডান পায়ের পেশিতে ব্যথার কথা জানিয়ে ভারতে যাননি। পরে আর আইপিএলের প্রতি আগ্রহ দেখাননি স্টার্ক। ৮ বছর পর এবার আইপিএলে তিনি ফিরছেন টুর্নামেন্টটির ইতিহাসে সবচেয়ে দামি খেলোয়াড় হয়ে। ২৪ কোটি ৭৫ লাখ রুপিতে অস্ট্রেলিয়ার ফাস্ট বোলারকে কিনেছে কলকাতা। তাঁর ভিত্তিমূল্য ছিল ২ কোটি রুপি।

প্যাট কামিন্স

স্টার্কের মতো নয়, অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক প্যাট কামিন্স আইপিএলে অনেকটা নিয়মিত। ২০১৪ সালে প্রথমবার আইপিএল খেলা কামিন্স সব মিলিয়ে আইপিএলে খেলেছেন ৬ মৌসুম। তবে আন্তর্জাতিক ব্যস্ত সূচির কারণে গত বছর আইপিএল থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেন কামিন্স। এর আগের তিন মৌসুম তিনি খেলেছেন কলকাতার হয়ে। এবার খেলবেন সানরাইজার্স হায়দরাবাদে। তাঁকে দলে পেতে ২০ কোটি ৫০ লাখ রুপি খরচ করেছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। তাঁর হাতেই তুলে দেওয়া হয়েছে অধিনায়কত্বের দায়িত্ব।

এরপর গত ভারত, ইংল্যান্ড সিরিজকে ফেরার লক্ষ্য বানিয়েছিলেন, তখনো পারেননি। শেষ পর্যন্ত তিনি ফিরছেন আইপিএল দিয়ে। ১২ মার্চ তাঁকে পুরো ফিট ঘোষণা করেছে বিসিসিআই।

ঋষভ পন্ত

আইপিএল দিয়ে ১৪ মাস পর ক্রিকেটে ফিরছেন পন্ত। ২০২২ সালের ৩০ ডিসেম্বর তিনি দিল্লি-দেরাদুন মহাসড়কে দুর্ঘটনার শিকার হন। খেলতে পারেননি ২০২৩ আইপিএল, আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ও ঘরের মাঠে ওয়ানডে বিশ্বকাপ। পন্ত বিশ্বকাপের আগে ফিট হওয়ার চেষ্টাও করেছিলেন, পারেননি।

এরপর গত ভারত,ইংল্যান্ড সিরিজকে ফেরার লক্ষ্য বানিয়েছিলেন, তখনো পারেননি। শেষ পর্যন্ত তিনি ফিরছেন আইপিএল দিয়ে। ১২ মার্চ তাঁকে পুরো ফিট ঘোষণা করেছে বিসিসিআই।

কেইন উইলিয়ামসন

গত মৌসুমের প্রথম ম্যাচে চেন্নাইয়ের বিপক্ষে রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের ছক্কা বাঁচাতে গিয়ে চোটে পড়েন উইলিয়ামসন। সেই টুর্নামেন্টে এরপর আর খেলতে পারেননি তিনি। শুধু আইপিএলে নয়, এই চোট উইলিয়ামসনকে ভুগিয়েছে অনেক দিন। হাঁটুর চোট সারাতে তাঁকে যেতে হয়েছে শল্য চিকিৎসকের ছুরির নিচে। এরপর বিশ্বকাপেও খেলেছেন চোট নিয়ে। এবারও তিনি খেলবেন গুজরাট টাইটানসের হয়ে।

শ্রেয়াস আইয়ার

আইয়ারও চোটের কারণে আইপিএলের গত মৌসুমে খেলতে পারেননি। পিঠের চোটে আইপিএলে খেলা হয়নি তাঁর। এমনকি আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপেও খেলতে পারেননি। এবারও পুরো ফিট আইয়ারকে কলকাতা পাবে কি না, নিশ্চিত নয়। সর্বশেষ রঞ্জি ট্রফি ফাইনালে ব্যাটিংয়ের সময় অস্বস্তি বোধ করেছেন আইয়ার। শোনা গেছে, আইপিএলে প্রথম ম্যাচ থেকেই খেলবেন কলকাতা অধিনায়ক।

যশপ্রীত বুমরা

পিঠের চোটে গত বছর বুমরাকে মিস করেছে মুম্বাই ইন্ডিয়ানস। এই চোটে গত বছর বুমরা অনেক দিন মাঠের বাইরে ছিলেন। মাঠে ফেরেন ওয়ানডে বিশ্বকাপের আগের সিরিজে। তবে এবার সেরা ফর্মের বুমরাকে পাচ্ছে মুম্বাই। ভারত,ইংল্যান্ড সিরিজে এই ফাস্ট বোলার ৪ টেস্ট খেলে নিয়েছেন ১৯ উইকেট। যদিও ২০২৩ সালের আগস্টের পর তিনি আর টি,টোয়েন্টি খেলেননি।

জনি বেয়ারস্টো

গত সেপ্টেম্বরে গলফ খেলতে গিয়ে পা ভেঙে গিয়েছিল জনি বেয়ারস্টোর। এ কারণে খেলতে পারেননি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে। আসতে পারেননি বাংলাদেশেও। মিস করেন সর্বশেষ আইপিএলের মৌসুম। তবে আইপিএল শেষের পর অ্যাশেজ দিয়ে মাঠে ফেরেন তিনি। এই মৌসুমেও তিনি খেলবেন পাঞ্জাব কিংসের হয়ে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বলছে, এবারও চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতবে সিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি: নিজেদের সেরাটা দিতে পারলে বাজিমাত করতে পারে যে কেউ। তবে মাঠে নানা রোমাঞ্চ ও উত্তেজেনার পথ পেরিয়েই ছুঁতে হবে সেই ট্রফি। উত্তেজনা শুরুর আগেই অবশ্য সম্ভাব্য বিজয়ী দলের নাম জানিয়ে দিয়েছে ফুটবলের তথ্য, পরিসংখ্যান বিশ্লেষণী ওয়েবসাইট 'অপ্টা',এর সুপারকম্পিউটার।

শেষ আটের ড্র আগে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই ব্যবহার করে বানানো অপ্টার বাছাইয়ে দেখা গেছে এবার প্রিমিয়ার লিগ জয়ের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ম্যানচেস্টার সিটির। পেপ গার্দিওলার দলের শিরোপা ধরে রাখার সম্ভাবনা ৩২.৩০ শতাংশ। এরপর দ্বিতীয় স্থানে আছে প্রতিযোগিতার সবচেয়ে সফল দল রিয়াল মাদ্রিদ। যদিও শতাংশের হিসাবে রিয়ালের অবস্থান সিটির বেশ পেছনে। কার্লো আনচেলত্তির দলের চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়ের সম্ভাবনা ১৬.৮৭ শতাংশ।

সুপার কম্পিউটারের তৃতীয় ফেবারিট নামটি অবশ্য কিছুটা চমকে যাওয়ার মতোই। তাদের তালিকায় থাকা সম্ভাব্য তৃতীয় ফেবারিট দল হলো আর্সেনাল। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে শীর্ষে থাকা দলটি কখনোই এ শিরোপার স্বাদ পায়নি। তাদের শিরোপা জয়ের সম্ভাবনা ১৩.০৯ শতাংশ।

লম্বা সময় ধরে চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়ের জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করে যাচ্ছে পিএসজি। দলটির হয়ে এবারই হয়তো শেষবার চ্যাম্পিয়নস লিগ খেলছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। তবে সুপার কম্পিউটার বলছে, এবারও শিরোপা জয়ের সম্ভাবনা পিছিয়ে আছে তারা। প্যারিসের ক্লাবটির শিরোপা জয়ের সম্ভাবনা ১১.৮০ শতাংশ। পরের অবস্থান বায়ার্ন মিউনিখের। বুন্দেসলিগায় ধুঁকতে থাকা বায়ার্নের ইউরোপ জয়ের সম্ভাবনা ১০.৭৫ শতাংশ।

তবে অপ্টার এ তালিকা হতাশ করবে বার্সেলোনা সমর্থকদের। শেষ দিক থেকে দুইয়ে অর্থাৎ ফেবারিটের তালিকায় ৭ নম্বরে জায়গা পেয়েছে জাভি হার্নান্দেজের দল। এমনকি ৫.৬ শতাংশ সম্ভাবনা নিয়ে বরুসিয়া ডর্টমুন্ডও বার্সার ওপরে। এরপর তলানিতে থাকা দলটি হচ্ছে আতলেতিকো মাদ্রিদ। যাদের চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়ের সম্ভাবনা ৪.১৯ শতাংশ।

পাকিস্তানের প্রধান কোচ হওয়ার ভাবনা থেকে সরে এসেছেন ওয়াটসন

নিজস্ব প্রতিনিধি: জাতীয় দলের কোচ হিসেবে শেন ওয়াটসনকে পছন্দ করেছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। এর আগে জানা গিয়েছিল, ওয়াটসনকে কোচ বানাতে তাঁকে বছরে ২০ লাখ ডলার বেতন দিতে চায় পিসিবি।

অর্থাৎ, দায়িত্ব নিতে রাজি হলে বছরে প্রায় ২২ কোটি টাকা বেতন পেতেন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক এই অলরাউন্ডার। কিন্তু ক্রিকেটবিষয়ক ওয়েবসাইট ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, ওয়াটসন পাকিস্তানের প্রধান কোচ হওয়ার দৌড় থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন।

জাতীয় দলের কোচ হিসেবে শেন ওয়াটসনকে পছন্দ করেছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। এর আগে জানা গিয়েছিল, ওয়াটসনকে কোচ বানাতে তাঁকে বছরে ২০ লাখ ডলার বেতন দিতে চায় পিসিবি।

অর্থাৎ, দায়িত্ব নিতে রাজি হলে বছরে প্রায় ২২ কোটি টাকা বেতন পেতেন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক এই অলরাউন্ডার। কিন্তু ক্রিকেটবিষয়ক ওয়েবসাইট ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, ওয়াটসন পাকিস্তানের প্রধান কোচ হওয়ার দৌড় থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন।

ইএসপিএনক্রিকইনফোর দাবি, ওয়াটসন নাকি ব্যাপারটা নিয়ে শুরুতে আগ্রহীও ছিলেন। পাকিস্তান ক্রিকেট নিয়ে ওয়াটসনের ধারণাও একেবারে কম নেই। খেলোয়াড়িজীবনে পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) কোয়েটা গ্লাডিয়েটর্স ও ইসলামাবাদ ইউনাইটেডে খেলেছেন ৪২ বছর বয়সী ওয়াটসন। এ মৌসুমে কোয়েটার কোচের দায়িত্বও তাঁর কাঁধে। আর গত সপ্তাহেই সংক্ষিপ্ত সংস্করণে পাকিস্তানের কোচ হওয়া নিয়ে নাকি কথাও চালাচালি করেছেন।

তবে ওয়াটসন সেই ভাবনা থেকে সরে এসেছেন। তিনি আপাতত নিজের বর্তমান কোচিং ভূমিকা এবং ধারাভাষ্য নিয়েই ব্যস্ত থাকতে চান। আইপিএলে তিনি ধারাভাষ্যকার হিসেবে চুক্তিবদ্ধ। এ ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ ক্রিকেটে সান ফ্রান্সিসকো ইউনিকর্নসের প্রধান কোচের দায়িত্বেও আছেন ওয়াটসন। তাঁর পরিবার বাস করে সিডনিতে।

পূর্ণকালীন কোচ হিসেবে পাকিস্তানের দায়িত্ব নেওয়া এখন তাই ওয়াটসনের পক্ষে সম্ভব নয়। আর সংক্ষিপ্ত সংস্করণে পাকিস্তানের পরবর্তী সিরিজ নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ঘরের মাঠে এপ্রিলে। মোটামুটি বছরজুড়েই পাকিস্তানের প্রধান কোচ হিসেবে ব্যস্ত থাকতে হতো ওয়াটসনকে। অন্যান্য দায়িত্ব এবং পরিবার সামলানোর পাশাপাশি কাজটা প্রায় অসম্ভবই। ১৮ এপ্রিল থেকে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি,টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে পাকিস্তান। ওয়াটসন সরে দাঁড়ানোর অর্থ হলো, নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ শুরুর আগে পাকিস্তানের প্রধান কোচের জায়গাটা ফাঁকাই থাকছে। টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরুর আগে মে মাসে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে চার ম্যাচের সিরিজও খেলবে পাকিস্তান। ১ জুন থেকে শুরু হবে টি, টোয়েন্টি বিশ্বকাপ।

পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম এর আগে জানিয়েছিল, ওয়াটসনকে কোচ বানাতে তাঁকে বছরে ২০ লাখ ডলার বেতন দিতে চায় পিসিবি। কিন্তু ইএসপিএনক্রিকইনফো দাবি করেছে, প্রস্তাবিত আসল অঙ্কটা এর অর্ধেকের কাছাকাছি। তবে ওয়াটসনের পাকিস্তানের কোচ হতে না চাওয়ার অনাগ্রহের পেছনে পারিশ্রমিকের অঙ্ক কোনো ভূমিকা রাখেনি বলে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যমটি। তারা জানিয়েছে, এত অল্প সময়ের মধ্যে পাকিস্তানের প্রধান কোচের দায়িত্ব নিতে হলে ওয়াটসনকে অন্যান্য দলের দায়িত্ব ছাড়তে হতো। সেটাও খুব অল্প সময়ের মধ্যে।

উত্তর কলকাতায় তিন দিনের ইন্টার কলেজ স্টেট স্পোর্টস অ্যান্ড গেমস চ্যাম্পিয়ানশিপ

নিজস্ব প্রতিনিধি: উত্তর কলকাতা জেলার ইন্টার কলেজ স্টেট স্পোর্টস অ্যান্ড গেমস চ্যাম্পিয়ানশিপ ২০২৩-২৪ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ১ থেকে ৩রা মার্চ। কলকাতার বাগমারিতে স্কটিশচার্চ কলেজের খেলার মাঠে উত্তর কলকাতার ২৪টি কলেজের ছাত্রছাত্রীরা প্রায় দশটি স্পোর্টস ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেন। নব্বই বছরের ঐতিহ্যবাহী ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশন কলেজ এই টুর্নামেন্টের আয়োজন করে। ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রীদের একটি ছোট ও মনোগ্রাহী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দিয়ে প্রতিযোগিতার সূচনা হয়। প্রথম দুদিন ছিল ফুটবল এবং খো-খো টুর্নামেন্ট। তৃতীয়দিন ছিল রান, জ্যাভলিন থ্রো, ডিসকাস থ্রো, শট-পাট, অ্যাথেলেটিক্স। পুরস্কার বিতরণী এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দিয়ে এই তিন দিন ব্যাপী প্রতিযোগিতার সমাপ্তি হয়। সরকারি পরিদর্শক শ্রীমতী গিরিজা বসু ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পোর্টস অফিসার রিপ্রেসেন্টেটিভ চন্ডী কর তিনদিনই মাঠে উপস্থিত ছিলেন। ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষা ডঃ মৈত্রেয়ী রায় কাঞ্জিলাল বলেন, ছেলে মেয়েদের খেলাধুলার প্রতি উৎসাহ প্রতিটি ইভেন্টেই চোখে পড়ে। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, প্রতিযোগিতার পরিচালন গোষ্ঠীর সেক্রেটারি ডঃ বাসরী হালদার, যুগ্ম সেক্রেটারি বাসুদেব সিদ্ধা, কলেজের আই কিউ এ সি-র কো-অর্ডিনেটর ডঃ সুমাল্য কর্মকার, অধ্যাপক ডঃ সুদীপ কুমার সিনহা,ড.শুভেন্দু চন্দ প্রমুখ।

জাতীয় ক্যাম্প থেকে বিতাড়িত অচিন্ত্য

নিজস্ব প্রতিনিধি: চোট কিংবা খারাপ পারফরম্যান্স নয়, বরং শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে আসন্ন প্যারিস অলিম্পিকে নামতে পারবেন না অচিন্ত্য শিউলি। সংবাদ সংস্থা পিটিআই এমনটাই দাবি করেছে। ২০২২ সালে বার্মিংহ্যামে কমনওয়েলথ গেমসে ভারোত্তোলনে সোনা জিতেছিলেন বাংলার অচিন্ত্য। কিন্তু এবার তাঁর নিজের দোষে অলিম্পিকে নামা হচ্ছে না। সংবাদ সংস্থা পিটিআইয়ের দাবি, রাতে মহিলাদের হস্টেলে ঢুকতে গিয়ে ধরা পড়েছেন তিনি। আর তাই তাঁকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। অলিম্পিকের জাতীয় শিবির থেকে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছে। ফলে তাঁর এবারের অলিম্পিকে নামার সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেল। মহিলাদের হস্টেলে রাতে ঢোকার চেষ্টা করেছিলেন অচিন্ত্য। সেই সময় এক নিরাপত্তারক্ষী তাঁকে দেখতে পান। তিনি সেই ঘটনার ভিডিও করেন। সেই ভিডিও আবার স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (সাই) ও এনআইএস পাতিয়ালার এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর বিনীত কুমারের কাছে পাঠানো হয়। ভিডিওতে যথেষ্ট প্রমাণ থাকায় আলাদা করে কোনও তদন্ত কমিটি তৈরি করা হয়নি। ভারতীয় ভারোত্তোলক সংস্থার এক আধিকারিক সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে বলেন, তএমন বিশৃঙ্খলা একেবারেই মেনে নেওয়া যায় না। অচিন্ত্যকে সঙ্গে সঙ্গে শিবির ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।দ শুক্রবারই নাকি শিবির ছেড়ে চলে গিয়েছেন অচিন্ত্য। ২০২২ সালের কমনওয়েলথ গেমসে ৭৩ কেজি বিভাগে সোনা জিতেছিলেন অচিন্ত্য। তার পরে অবশ্য চোট পেয়েছিলেন তিনি। চোট সারিয়ে আবার অনুশীলন শুরু করেছিলেন অচিন্ত্য। অলিম্পিকে নামার স্বপ্ন দেখছিলেন। কিন্তু নিজের ভুলে সেই সুযোগ হাতছাড়া করলেন বাংলার অ্যাথলিট।

ফিরেই মাইলফলক রশিদের, ৪০০ চারে প্রথম স্টার্লিং

নিজস্ব প্রতিনিধি: পিঠে চোট পেয়েছিলেন। এরপর অস্ত্রোপচারও করাতে হয়। তাতে সব মিলিয়ে প্রায় চার মাস মাঠের বাইরে ছিলেন রশিদ খান। শারজায় আফগানিস্তান, আয়ারল্যান্ড টি,টোয়েন্টি সিরিজ শুরুর আগে তাই আলোচনাজুড়ে ছিলেন এই লেগ স্পিনার। গতকাল রাতে সিরিজের প্রথম ম্যাচ দিয়ে নিজের মাঠে ফেরাও রাঙিয়ে দিলেন রশিদ।

আফগানিস্তান ম্যাচটি ৩৮ রানে হারলেও ৪ ওভারে ১৯ রানে ৩ উইকেট নিয়ে রশিদ বুঝিয়ে দিয়েছেন, লম্বা সময় মাঠের বাইরে থাকলেও তাঁর ধার এতটুকু কমেনি। গত বছর ১০ নভেম্বর ওয়ানডে বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে খেলার পর এটাই ছিল তাঁর প্রথম ম্যাচ। চোটে ভোগাকালীন তিনি ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটেও খেলেননি।

আয়ারল্যান্ড পাওয়ারপ্লেতে ১ উইকেটে ৪৮ তোলার পর সপ্তম ওভারে বোলিংয়ে আসেন আফগান অধিনায়ক রশিদ। দুই দিকেই বল ঘুরিয়ে সে ওভারে দেন মাত্র ৭ রান। এরপর ১১তম ওভারে এসে টানা দুই বলে নেন ২ উইকেট। মন্থর উইকেটে আইরিশ অধিনায়ক পল স্টার্লিং তাঁকে মারতে গিয়ে উইকেট দেন। পরের বলেই রশিদের গুগলিতে বোল্ড কার্টিস ক্যাম্ফার; তখনই বোঝা গেছে, স্বরূপেই ফিরেছেন রশিদ খান। ওই ওভারে তিনি দেন ৫ রান।

১৫তম ওভারে ফিরে শেষ বলে রশিদ হ্যারি টেক্টরের উইকেটও পেতে পারতেন। কিন্তু শর্ট ফাইন লেগে তাঁর ক্যাচ ফেলেন ফজলহক ফারুকি। মাঝে এক ওভার পর ১৭তম ওভারে ফিরে অবশ্য শেষ বলে গ্যারেথ ডেলানির উইকেট পেয়েছেন রশিদ। নিজের তৃতীয় ও চতুর্থ ওভারে ৭ রান করে দেন তিনি। শেষ ওভারটা পার্থক্য হয়ে দাঁড়ায় ডেলানির উইকেটে।

তবে ১৯ রানে ব্যাট করা টেক্টর তখন আউট হলে ম্যাচের ফল অন্য রকমও হতে পারত। কারণ, টেক্টরের ৩৪ বলে ৫৬ রানের ইনিংসে ভর করেই ৬ উইকেটে ১৪৯ রান তুলেছে আয়ারল্যান্ড। ২৭ বলে ২৫ রান করা আইরিশ অধিনায়ক পল স্টার্লিং এ ম্যাচে একটি মাইলফলক ছুঁয়েছেন। ছেলেদের আন্তর্জাতিক টি, টোয়েন্টিতে সবচেয়ে বেশি চার মারার রেকর্ডটা তাঁরই ছিল। এবার প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে ৪০০ চারের মাইলফলকও ছুঁয়ে ফেললেন। ১৩৪ ইনিংসে তাঁর চার এখন ৪০১টি। ১০৩ ইনিংসে ৩৯৫টি চার মেরে দুইয়ে পাকিস্তানের বাবর আজম। ১০৯ ইনিংসে ৩৬১ চার নিয়ে তিনে বিরাট কোহলি এবং ১৪৩ ইনিংসে ৩৫৯ চার নিয়ে এই তালিকায় চতুর্থ রোহিত শর্মা। শীর্ষ দশে বাংলাদেশের কেউ নেই। ১১৬ ইনিংসে ২৪২টি চার মেরে ১১তম সাকিব আল হাসান।আয়ারল্যান্ডের রান তাড়া করতে নেমে ১৮.৪ ওভারে ১১১ রানে অলআউট হয় আফগানিস্তান।

দলটির কেউ বড় ইনিংস খেলতে পারেননি। মোহাম্মদ ইসহাকের ব্যাট থেকে এসেছে ২২ বলে ৩২। ২০ রানে ৪ উইকেট নেওয়া আইরিশ স্পিনার বেন হোয়াইট অন্তত এই ম্যাচের পারফরম্যান্সে ছাপিয়ে গেছেন রশিদকে।

আয়ারল্যান্ড অধিনায়ক স্টার্লিংয়ের মতো রেকর্ড গড়েননি আফগান অধিনায়ক রশিদ। তবে একটি মাইলফলকের দেখা পেয়েছেন।

নিজের শেষ ওভারে ডেলানির উইকেটটি রশিদের জন্য ছিল মাইলফলকের;আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তাঁর ৩৫০তম। ৫ টেস্টে ৩৪ উইকেট নিয়েছেন রশিদ। ১০৩ ওয়ানডেতে নিয়েছেন ১৮৩ উইকেট ও ৮৩ টি,টোয়েন্টিতে শিকার ১৩৩ উইকেট।

মাইলফলটিতে পৌঁছানোয় রশিদকে অভিনন্দন জানিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স',এ একটি পোস্ট করেছে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড, 'আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৩৫০ উইকেট নেওয়ায় রশিদ খানকে অভিনন্দন। আফগানিস্তানের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে মাইলফলটিতে পৌঁছালেন তিনি। শুভ প্রত্যাবর্তন!'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**